গৌতম বুদ্ধ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা,

এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি।
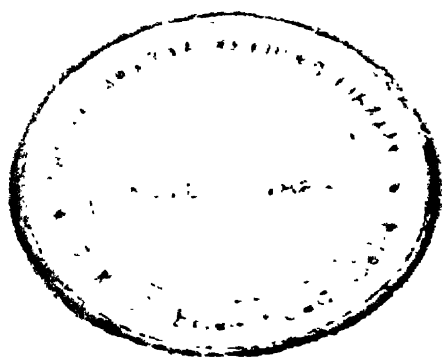
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রতিভা প্রেস,

৩৮।২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধকুমার দত্ত, এম্, এস্-সি দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ,
১৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত বুদ্ধদেব শীর্ষক পুস্তক সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে বুদ্ধদেবের একটী ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ জীবনীর বিশেষ প্রয়োজন। আমার এই পুস্তকে অনেক নূতন তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস এই পুস্তকটী সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবে। ইতি—

৪৩, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
৩ রা বৈশাখ, ১৩৪৫

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

সূচীপত্র

BIBLIOGRAPHY

Chapters I—VII :—

1. Bigandet, The Life & Legend of Gaudama
2. Brewster, The Life of Gotama, the Buddha
3. Rockhill's Life of the Buddha
4. E. J. Thomas, The Life of Buddha as legend & history
5. Spence Hardy's Manual of Buddhism
6. Kern's Manual of Indian Buddhism
7. Mrs. Rhys Davids, Gotama the man
8. T. W. Rhys Davids, Buddhism
9. T. W. Rhys Davids, Buddhism, its History & Literature
10. Buddha (Encyclopædia Britannica 11th Ed.)
11. Jina Carita by C. Duroiselle
12. Jina Carita by W. H. D. Rouse
13. A. Fuhrer, Monograph on Buddha Sakya-muni's Birthplace in the Nepalese Tarai (Archæological Survey of Northern India, Vol. 26)
14. Hargreaves, The Buddha story in stone, Calcutta, 1918.
15. E. H. Johnston, Buddhacaritakavya & its Translation.
16. Oldenberg, Buddha
17. E. D. Root, Sakya Buddha
18. K. J. Saunders, Gotama Buddha
19. C. T. Strauss, The Buddha and his doctrine
20. Krom, The Life of the Buddha

21. The Lalitavistara, by Rajendralala Mitra (Bibliotheca Indica)
The first five chapters were translated into English.
22. The Romantic Legend of Sakya Buddha by S. Beal.
23. B. C. Law, A Study of the Mahavastu
24. Buddhist Birth stories by T. W. Rhys Davids & revised by Mrs. Rhys Davids.
25. Sir Charles Eliot, Hinduism & Buddhism, Vol. I. Chap. VIII.
26. B. C. Law, The Buddhist Conception of Mara (Buddhistic Studies)
27. Windisch, Mara und Buddha

Chapters VIII—XI :—

1. B. C. Law, Historical Gleanings
2. Jaina Sutras, S. B. E., 2 Vols.
3. Sumangalavilasini, P. T. S. Ed.
4. Digha, Majjhima, Anguttara, Samyutta & Khuddaka Nikayas (P. T. S. Editions)
5. Culla Niddesa (P.T.S. Ed.)
6. Hastings' Encyclopaedia of Religion & Ethics—Ajivikas
7. Dialogues of the Buddha, Vol. II.
8. The Questions of the Milinda, S. B. E., Vol. XXXV.
9. Vinaya Texts, S. B. E., Vol. XVII.
10. B. C. Law, Buddhistic Studies, Chaps. III, IV & VII.

Chapters XII—XVII :—

1. I. B. Horner, Women under Primitive Buddhism

2. B. C. Law, Women in Buddhist Literature
3. Therigatha (P. T. S. Ed.)
4. Rhys Davids, Psalms of the Sisters (P.T.S.)
5. Theragatha (P. T. S.)
6. Psalms of the Brethren (P. T. S.)
7. Theragatha-atthakatha
8. B. C. Law, A History of Pali Literature, Vol. I.
9. Dighanikaya, Vol. I.
10. Dialogues of the Buddha
11. B. C. Law, Some Ksatriya Tribes of Ancient India

Chapters XVIII—XIX :—

1. Vinaya Pitaka (Text)
2. Vinaya texts (S. B. E.) by Rhys Davids & Oldenberg
3. Concepts of Buddhism by B. C. Law
4. Keith, Buddhist Philosophy
5. Mrs. Rhys Davids, Buddhism
6. Kern, Manual of Indian Buddhism
7. Grimm, The Doctrine of the Buddha
8. B. C. Law, Buddhistic Studies
9. B. C. Law, A History of Pali Literature
10. E. J. Thomas, History of Buddhist Thought

গৌতম বুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম, শৈশব, ও যৌবন

প্রাচীনকালে কপিলবস্তু[১] নামে একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ অট্টালিকায় সুশোভিত নগর ছিল। তথায় দারিদ্র্য স্থান পায় নাই। নগরটী মহামূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। প্রতি গৃহে সিংহদ্বার দিয়া লোকে প্রবেশ করিত। সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যে ইহা অদ্বিতীয় ছিল। নাগরিকগণের সদ্‌গুণে মুগ্ধা হইয়া লক্ষ্মীদেবী এই নগরের প্রতি প্রসন্না ছিলেন। বস্তুতঃ শাক্যদের এই মনোহর নগরটী ইন্দ্রলোকের ন্যায় শোভা পাইত।

এই নগরের শক্তিশালী, মহীয়ান্, পরোপকারী ও সমদর্শী রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। কয়েকজন জ্ঞানবৃদ্ধ মন্ত্রীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতেন।

পরমাসুন্দরী ও বহুগুণসম্পন্না রাণী মায়া রাজা শুদ্ধোদনের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তিনি গুরুজনদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন।

---

(১) তিলৌরাকটই কপিলবস্তু। তরাই রাজ্যের কেন্দ্রস্থল তৌলিব নগরের উত্তরে দুই মাইল দূরে এবং নেপালী তরাই এর অন্তর্গত গোরখপুরের উত্তরে নিগ্‌লিব নামক নেপালী গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সাড়ে তিন মাইল দূরে তিলৌরা অবস্থিত। (আমার 'বৌদ্ধযুগের ভূগোল' পুস্তক দেখুন, পৃঃ ২২)।

রাণী যখন পুত্রলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তখন বোধিসত্ত্ব[১] পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ মানসে তুষিত[২] স্বর্গ ত্যাগ কালে তাঁহাকেই উপযুক্তা নারী মনে করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন।[৩] জগতের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব শ্বেত ষড়দন্ত হস্তীর রূপ ধরিয়া মায়ার গর্ভে জন্ম লইলেন।

একদা রাণী লুম্বিনী-উদ্যান[৪] দর্শনের জন্য স্বামীর অনুমতি লইয়া সহচরীগণ সহ তথায় গমন করিলেন।[৫] এই উদ্যানে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ না দিয়া বোধিসত্ত্ব গর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্য যেমন মেঘের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া জগতের অন্ধকার দূর করে, সেইরূপ এই নবজাত শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় দীপ্তির দ্বারা জগৎকে আলোকিত করিলেন। এই শিশু জন্মিবার পরই দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল।[৬] রূপ-মাধুর্য্যে বোধিসত্ত্ব নবোদিত সূর্য্যের

(১) বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। বোধিসত্ত্বের অনেকগুলি গুণ আছে, তাহার মধ্যে করুণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

(২) চতুর্থ দেবলোকের নাম 'তুষিত'। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "Heaven and Hell in Buddhist Perspective" নামক গ্রন্থে দেওয়া আছে (পৃঃ ৬-৭)।

(৩) সৌন্দরনন্দ কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ, ৪৮ শ্লোক দেখুন। মহাবস্তু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১; ললিত বিস্তর, তৃতীয় অধ্যায়।

(৪) সম্রাট অশোকের লুম্বিনী স্তম্ভ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান যুগে লুম্বিনী বাগানের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিগ্‌লিব স্তম্ভ শিলালিপি হইতে লুম্বিনী বাগান কোনাগমন স্তূপের নিকটে অবস্থিত বলিয়া জানা যায়।

(৫) ললিত বিস্তর, সপ্তম অধ্যায়।

(৬) সৌন্দরনন্দ কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ, ৫৫ শ্লোকের সহিত তুলনা করুন।

লুম্বিনী বন

ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সুন্দর, বর্ণ বিশুদ্ধ এবং পাদদ্বয় কোমল ছিল। জন্মিবার পরই তিনি অভূতপূর্ব্ব ভাবে সাতটী পদক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি জগতের হিতের জন্য ও জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই আমার শেষ জন্ম।"[১] এই শিশুর জন্মগ্রহণের পর কয়েকটী অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিল। মৃদঙ্গ, বীণা ও মুরজের সাহায্যে সুন্দরী কুমারীদের নৃত্য ও সঙ্গীতে সমস্ত বনভূমি স্পন্দিত হইল।

পুত্রের জন্মকালে এই সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদনের মন বিচলিত হইল। যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অতি প্রাচীনকালেও এইরূপ অলৌকিক ঘটনা মহামানবের আবির্ভাবে ঘটিয়াছে। জ্ঞানবান্ ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া রাজা দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতে লাগিলেন এবং পুত্র যাহাতে শক্তিশালী রাজা হইতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষি অসিত[২] নানারূপ শুভ লক্ষণ দেখিয়া এবং ধ্যানস্থ হইয়া কুমারের জন্ম জানিতে পারিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য শুদ্ধোদনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ রাজগুরু যথোচিত সম্মান ও শিষ্টাচার সহকারে তেজস্বী ও শক্তিমান্ অসিত ঋষিকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণ করিলে রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আপনার শুভাগমনে আমার গৃহ গৌরবান্বিত। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কিরূপে আমি আপনার যথাযোগ্য সেবা করিতে পারি।

(১) ললিত বিস্তর, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৮৬ দেখুন।

(২) Gotama the Man (C.A.F. Rhys Davids) পৃঃ ১১ ; ললিত বিস্তর, সপ্তম অধ্যায় দেখুন ; নালকসুত্ত, সুত্তনিপাত, শ্লোক ৬৭৯—৬৯৮।

আমি আপনার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন।” উত্তরে মহর্ষি বলিলেন, “আপনার আতিথ্যে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। জগতের জ্ঞানোদয়ের জন্য আপনার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে দেখিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি।” রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রকে মহর্ষির সম্মুখে আনয়ন করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত এই মহাপ্রাণ শিশুকে দেখিয়াই মহর্ষি অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া রাজা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার পুত্র কি দীর্ঘজীবী হইবে? পুত্রের মৃত্যুর জন্য কি আমায় শোক করিতে হইবে? সে কি আমার বংশ রক্ষা করিবে?” মহর্ষি বলিলেন, “এই শিশু অজ্ঞানরূপ তমসা দূর করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি জগৎকে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত করিবেন। ইনি জগতের লোকদিগকে নির্ব্বাণ [১] পথে লইয়া যাইবেন। হে রাজন্! আপনি এই পুত্রের জন্য বৃথা শোক করিবেন না।”

মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া রাজা আপনাকে যোগ্য পুত্রের পিতা মনে করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সেই সময় মহর্ষি অসিত তথা হইতে শূন্যে অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর রাজা পুত্র-জন্ম সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিলেন। একদিন শুভক্ষণে তিনি মাতা ও পুত্রকে মহাসমারোহে রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। এই সুখময় ঘটনায় কপিলবস্তু নগর আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

(১) এই শব্দের অর্থ, রাগ, দোষ ও মোহের ধ্বংস, অবিদ্যার নাশ, তৃষ্ণা ও আশাক্ষয়। আমার Concepts of Buddhism পুস্তকের ১১ পরিচ্ছেদ দেখুন।

রাজা দয়ালু ছিলেন এবং প্রজাগণও সদয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ এবং অকপট ছিল। উদ্যান, মন্দির, তপোবন, কূপ, জলাশয় এবং প্রমোদকুঞ্জ থাকায় নগরটী অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, ভয় অথবা ব্যাধি না থাকায় সমস্ত নগরবাসী স্বর্গসুখ ভোগ করিত। লোকেরা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বিলাসদেবীর সেবা করিত না। তাহারা সুখভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিত না। তাহারা অর্থলাভের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত না এবং ধর্ম্মের জন্য কোনরূপ হিংসামূলক কার্য্য তাহারা করিত না। কুমারের জন্মই এই সকল ঘটনার কারণ বলিয়া রাজা তাঁহার যোগ্য নাম দিলেন সর্ব্বার্থসিদ্ধ[১] (যিনি সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করেন)।

রাণী মায়া এইরূপ যোগ্য পুত্র প্রসব করায় আনন্দে অধীর হইয়া পুত্র-জন্মের সপ্তম দিবসে স্বর্গারোহণ করিলেন।[২] তাহার পর রাণীর ভগ্নী ও শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠা মহিষী, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কুমারের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইল। তিনি অনায়াসে নানাবিধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিলেন[৩]। রাজা তাঁহাকে একটী যোগ্য পাত্রীর সহিত বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা সর্ব্বগুণসম্পন্না যশোধরাকে মনোনীত করা হইল। বিবাহের পূর্ব্বে মনোনীতা পাত্রী সম্বন্ধে কুমারের অভিমত জানিবার ইচ্ছায় তিনি একটী অভ্যর্থনা সভার আয়োজন

(১) ললিত বিস্তর, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৯৫—৬।

(২) ললিত বিস্তর, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৯৮; Gotama the Man (Mrs. Rhys Davids), পৃঃ ১১ দেখুন।

(৩) কুমার বিদ্যালয়ে ৬৪ প্রকার লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন, ললিত বিস্তর, দশম অধ্যায়।

করিলেন। যশোধরা কুমারের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য আপনি আমার প্রতি শিষ্টাচার দেখাইলেন না?" কুমার উত্তর দিলেন, "আমি শিষ্টাচার বর্জ্জিত নই। আমি জানি, তুমি সকলের শেষে আসিবে।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন।[১] তাহার পর যশোধরা প্রস্থান করিলেন। যে সকল গুপ্তচর কুমারের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা রাজাকে এই সংবাদ দিল, "মহারাজ! কুমার দণ্ডপাণির কন্যা যশোধরাকে মনোনীত করিয়াছেন।" যখন দণ্ডপাণি সংবাদ পাইলেন যে কুমারের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে, তখন তিনি রাজা শুদ্ধোদনকে জানাইলেন যে, তাঁহার বংশের প্রথানুযায়ী যিনি ধনুর্বিদ্যা, তরবারি-চালনা, মল্ল-ক্রীড়া প্রভৃতিতে নৈপুণ্য দেখাইতে পারিবেন তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন।[২] এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কপিলবস্তু নগরে এই মর্ম্মে ঘোষণা করিলেন যে, সপ্তম দিবসে কুমার তাঁহার কলাকৌশল প্রদর্শন করিবেন; সুতরাং সমস্ত কলা-কুশল ব্যক্তি উহা দেখিবার জন্য যেন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কুমার শারীরিক ও মানসিক অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিলেন। তখন দণ্ডপাণি সানন্দে কন্যাকে কুমারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যশোধরার সহিত কুমার কিছুকাল সুখে কালাতিপাত করিলেন। সুন্দরী নর্ত্তকীদের নৃত্য, মৃদঙ্গের মন্দীভূত বাদ্য এবং সঙ্গীতের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার কুমারের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। সুন্দরী কুমারীরা কুমারকে আনন্দে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

(১) ললিত বিস্তর, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৪২।
(২) ললিত বিস্তর, দ্বাদশ অধ্যায়।

কালক্রমে কুমারের ঔরসে যশোধরার গর্ভে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।[১] নবকুমার শৌর্য্যে ও আকৃতিতে রাহুর মত ছিল বলিয়া তাহার নাম রাখা হইল রাহুল। 'এই পুত্র তাঁহার বংশ রক্ষা করিবে'—এই আশায় রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি আরও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং যাগযজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিলেন।

(১) মহাবস্তু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ

এতদিন কুমার প্রাসাদের নির্জ্জনে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। প্রাসাদের আনন্দ এবং আড়ম্বর তাঁহার জীবনের একমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল। বহির্জগতের কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না।

কুমার অরণ্যের[১] সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সানন্দে অনুমতি দিলেন এবং যাহাতে কোনরূপ কুৎসিত দৃশ্য কুমারের চক্ষে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কুমার রথে আরোহণ করিয়া অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নগরের পথগুলি পুষ্প, পতাকা এবং তোরণের দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান দর্শকবৃন্দ কুমারকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ গবাক্ষ হইতে কুমারকে দর্শন করিলেন। কুমারের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে তাহারা নানারূপ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল।

কুমার ইতঃপূর্ব্বে কখনও নগরের সৌন্দর্য্য দেখেন নাই। তিনি নাগরিকগণের ব্যবহার এবং নগরের সাজসজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন।

রাজা কুমারকে জীবনের উজ্জ্বল এবং সুখের দিক দেখাইবার জন্য এই সকল সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা এক বৃদ্ধকে কপিলবস্তু নগরে পাঠাইয়া দিলেন যাহাতে কুমার বার্দ্ধক্য

---

(১) কোন কোন গ্রন্থের মতে উদ্যানের।
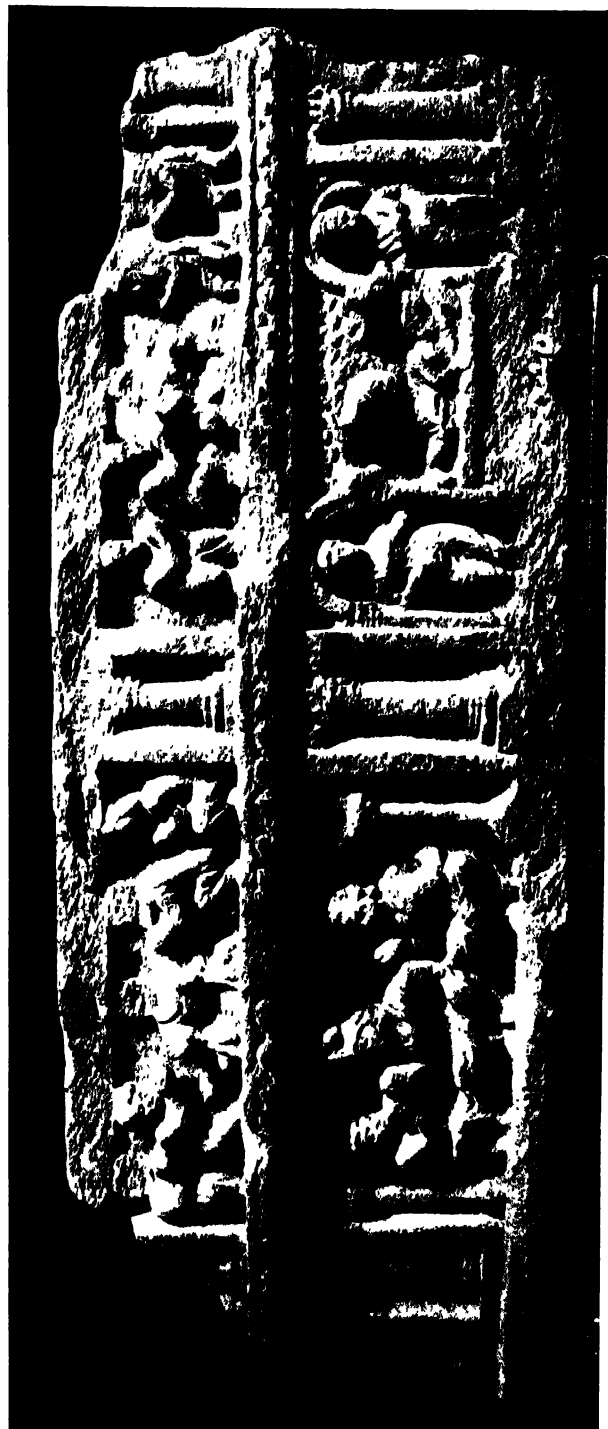
কি জানিতে পারেন। বৃদ্ধ, বিকৃত, পক্ককেশ, বিকলাঙ্গ এবং অবনত-দেহযুক্ত লোকটীকে দেখিবামাত্র কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটী কে?" সারথি তখন যুবরাজকে বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের কারণ কি বুঝাইয়া বলিল এবং আরও বলিল যে, লোকটী শৈশব ও যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিও কি উহার মত বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইব?" তখন সারথি উত্তর করিল, "হাঁ"। বার্দ্ধক্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জানিতে পারিয়া কুমার অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং সারথিকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন।[১]

সেই দিন হইতে বার্দ্ধক্যের চিন্তা কুমারের মনে স্থান পাইল। প্রাসাদে আনন্দ না পাইয়া তিনি পুনরায় অরণ্যে যাইবার জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি যখন রথে আরোহণ করিয়া নগরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় দেবতাগণ তাঁহার সম্মুখে একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোককে উপস্থিত করিলেন।[২] স্ফীতোদর, কম্পিত দেহ, অবনত স্কন্ধ এবং রুগ্ন-স্বাস্থ্য লোকটীকে দেখিবামাত্র কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটী কে? উহার কিসের দুঃখ?" সারথি উত্তর করিল, "লোকটী ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে।" তখন কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত লোককেই কি এই ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে?" ইহাতে সারথি উত্তর করিল, "হাঁ"। কুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া, সকলেই ব্যাধির অধীন ইহা সম্যক্ জানিয়াও কেমন করিয়া লোক উদাসীন থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি সারথিকে প্রাসাদে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

(১) ললিত বিস্তর, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়।

(২) ললিত বিস্তর, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুত্র দুইবার অরণ্য দর্শনে বহির্গত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সংবাদে বৃদ্ধ রাজা, যে সকল কর্ম্মচারীকে কুমারের অনুসৃত পথে লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।[১] প্রাসাদের সুখৈশ্বর্য্য কুমারের আনন্দ দিতে অসমর্থ জানিয়া রাজা নগরের উপকণ্ঠে বিপুল উৎসবের আয়োজন করিলেন। কুমারের আনন্দ বিধানের জন্য বহু নর্ত্তকী নিযুক্ত করিলেন।[২] কুমারের গন্তব্য পথ সম্বন্ধে তিনি আরও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। সমস্ত পথ সুন্দর ভাবে সজ্জিত এবং বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইল, যাহাতে পথিমধ্যে কোনরূপ কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে না পাওয়া যায়। কিন্তু রাজার এই সকল কার্য্য ব্যর্থ হইল। এইবার দেবতাগণ কুমার ও সারথির সম্মুখে একটী মৃতদেহ প্রেরণ করিলেন।[৩] মৃতদেহ দেখিয়া কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে শ্বাসরুদ্ধ লোকটীকে চারিজন লোক খাটের উপর লইয়া যাইতেছে এবং যাহার পশ্চাতে উহার আত্মীয় স্বজন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে, ও কে ?" দেবতাদের প্রভাবে শক্তিহীন সারথি কুমারকে বলিল, "ইহা একটী প্রাণহীন মৃতদেহ, বাহ্যজ্ঞান এবং চেতনাশূন্য; এক্ষণে কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়।" এই কথা শুনিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত লোকই কি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ?" তখন সারথি উত্তর করিল, "কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সবল, কি দুর্ব্বল, সকলেই মৃত্যুর অধীন; কেহই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পায় না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি সারথিকে প্রমোদকুঞ্জে যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সারথি রাজার আদেশ অমান্য করিতে সাহস পাইল না। সারথি রথ চালাইয়া সুশোভিত প্রমোদকুঞ্জে উপস্থিত হইল। সুন্দরী

(১) ললিত বিস্তর, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।
(২) মহাবস্তু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৫।
(৩) ললিত বিস্তর, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নর্ত্তকীর গীত বাদ্য ও প্রলোভন তাঁহার নিকট আদৌ ভাল লাগিল না। কারণ তিনি জরা, ব্যাধি এবং বার্দ্ধক্যের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া এই সকল নারী তাহারা জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন জানিয়াও সুখ ভোগ করিতে পারে? কুমারকে এই সকল আমোদ প্রমোদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া, কুমারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য রাজা জনৈক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন এবং কুমার যাহাতে উৎসবে যোগদান করে তাহার চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন। কুমার বলিলেন, "'এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী' ইহা জানিয়া কেমন করিয়া আমি আমোদে লিপ্ত হইতে পারি? যদি এই পৃথিবীতে জরা, ব্যাধি অথবা বার্দ্ধক্য না থাকিত, তাহা হইলেই আমি সুখী হইতে পারিতাম। যদি এই সকল নারী চিরকাল তরুণী থাকিত, তাহা হইলেই আমি ইহাদের প্রতি আসক্ত হইতাম। অতএব আমাকে আর ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন দেখাইও না, কারণ আমি জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন।"

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া নারীগণ দুঃখিত হইয়া সূর্য্যাস্তের পরই স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। কুমার সমস্ত পথ জগতের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কুমারের মনোভাব রাজার মনে গভীর উৎকণ্ঠার উদ্রেক করিল। তিনি মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, কেমন করিয়া কুমারের এই সকল চিন্তা দূর করা যাইতে পারে। শান্তির অনুসন্ধানে কুমার পুনরায় রাজার অনুমতি লইয়া সহচরগণের সহিত প্রমোদকুঞ্জ দর্শনে বহির্গত হইলেন। কণ্ঠক নামক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি নিকটস্থ একটী অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন রৌদ্রতপ্ত এবং শ্রান্তি-মলিন কৃষক ভূমি কর্ষণ করিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন,

অসংখ্য কীট এবং পিপীলিকা কর্ষিত ভূমির উপর মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তিনি বিষণ্ণ মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি জীবনের উৎপত্তি ও ধ্বংসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহচরগণকে ত্যাগ করিয়া একটী নির্জ্জন স্থানে জম্বু বৃক্ষের পাদদেশে উপবেশন করিলেন। সেই সময় সাংসারিক বিষয়ের চিন্তাজাল হইতে মুক্ত হইয়া মানসিক স্থিরতা লাভ করিলেন। জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর চিন্তায় জগতের প্রতি তাঁহার আর কোন আসক্তি রহিল না। জ্ঞানোদয়ের পরে ভিক্ষুবেশে একজন লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুমার তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি একজন ভিক্ষু; আমি জন্ম-মৃত্যুর ভয়ে ভীত। নির্ব্বাণ লাভের জন্য আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। এই জগৎ নশ্বর এবং ইহার প্রতি আমার কোন আসক্তি নাই। আকাশ আমার একমাত্র আবরণ। আমি ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করি। আমি অবিবাহিত; মুক্তি-লাভের জন্য এইরূপভাবে জগতে বিচরণ করিতেছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কুমার ভিক্ষু হইতে মনস্থ করিলেন। প্রাসাদে ফিরিবার জন্য তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন রাজকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ রাজকন্যা কুমারকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন যে, কুমারের ন্যায় তাঁহার স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ছিলেন। স্বামীর প্রশংসাকালে 'নিব্বুত' [১] শব্দটী তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাতে কুমার অত্যন্ত অভিভূত হইলেন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পিতার নিকট ভিক্ষু-জীবন অবলম্বন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "বৎস!

(১) এই পালি শব্দটীর অর্থ শান্তিপূর্ণ, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। পালি নিব্বুত এবং সংস্কৃত নির্বৃত অভিন্ন।

তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। ভিক্ষু-জীবন অবলম্বন করিবার তোমার এখনও সময় হয় নাই।" কুমার উত্তরে বলিলেন, "আপনি যদি এই চারিটী বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, যথা,—আমি কখনও মরিব না, আজীবন রোগমুক্ত থাকিব, অনন্ত যৌবন উপভোগ করিব এবং অনন্তকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব—তাহা হইলেই আমি সংসার ত্যাগ করিব না।" যুক্তিতর্ক সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল দেখিয়া রাজা পুনরায় কুমারের ইন্দ্রিয়সুখ বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করিলেন। কুমার যখন স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তখন কয়েকজন পরমাসুন্দরী, প্রণয়বিদ্যায় সিদ্ধহস্তা কুমারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তাহারা নৃত্য ও সঙ্গীতে তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইল। কুমারের সংসারত্যাগ-বাসনা পূর্ব্ববৎ দৃঢ় রহিল।

অকস্মাৎ দেবতাদের প্রভাবে কুমারীরা নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িল [১]। তাহাদিগকে নিদ্রাভিভূতা দেখিয়া তিনি তাঁহার সঙ্কল্পে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সেই রাত্রেই প্রাসাদ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। গৃহ হইতে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া তিনি একটী শক্তিশালী অশ্ব আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন [২]। তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন [৩]। নগরের দ্বারগুলি দৈববলে উন্মুক্ত হইল এবং কুমার তাঁহার প্রিয় পিতা, পুত্র. স্ত্রী এবং প্রজাবর্গকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত আমি জন্ম এবং মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত

(১) ইহার বিশেষ বিবরণের জন্য ফৌসবোলের জাতক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০, Rockhill, The Life of the Buddha, পৃঃ ২৪, দেখুন।

(২) জিন চরিত, শ্লোক ১৫৪—৫৬।

(৩) Rockhill, Life of the Buddha, পৃঃ ২৫।

এই নগরে আমি পুনঃ প্রবেশ করিব না।” সমস্ত রাত্র ধরিয়া কুমার অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিলেন এবং অতি প্রত্যুষে ভার্গবের আশ্রমে উপনীত হইলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি ছন্দককে বলিলেন, “হে যুবক! সমস্ত পথ তুমি আমার অনুসরণ করিয়াছ এবং আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইয়াছ। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার দুঃখ কষ্টে তুমি অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছ। এখন অশ্ব লইয়া তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে গমন কর।” এই কথা বলিয়া কুমার তাঁহার সমস্ত মণিমাণিক্য এবং আভরণ তাহাকে উপহার দিলেন। আরও তিনি তাহাকে বলিলেন, তাঁহার জন্য যেন তাঁহার পিতা দুঃখ না করেন। ছন্দক অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রত্যুত্তর করিল, “এই স্থানে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অশ্ব লইয়া আমি কপিলবস্তু নগরে কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব? রাজপ্রাসাদের সুখের কথা মনে করুন এবং অরণ্যের কষ্টের কথাও চিন্তা করুন। কি করিয়া আপনি আপনার প্রিয় পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? কি করিয়া আপনার মাতার ন্যায় প্রিয়া মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ভুলিয়া যাইতে পারেন? কি করিয়া আপনি আপনার শিশুকে এবং প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? আপনাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আমি নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব না। আপনার সঙ্কল্প দূর করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন[১]।” কুমার মৃদুস্বরে বলিলেন, “যদি আমি আমার প্রজাবর্গকে এখন পরিত্যাগ না করি, কোনদিন না কোনদিন মৃত্যু আমাকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। হে যুবক! দুঃখ করিও না; নগরে প্রত্যাবর্ত্তন কর।” অশ্বটী অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রভুর পদলেহন করিয়া তাঁহার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। তিনি

(১) মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।

তরবারির দ্বারা তাঁহার কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ছন্দককে বিদায় দিয়া ভিক্ষু-বেশে তিনি অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন[১]।

(১) ললিত বিস্তর, পঞ্চদশ অধ্যায়, বিমানবত্থু, পৃঃ ৭৩—৭৪, বিমানবত্থু ভাষ্য, পৃঃ ৩১৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছন্দক ও কণ্ঠকের প্রত্যাবর্ত্তন

সিদ্ধার্থ বনে গমন করিলে পর ছন্দক ও কণ্ঠক[১] অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া কপিলবস্তু নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।[২] কপিলবস্তু নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাহাদের আট দিন লাগিয়াছিল এবং প্রভুর অনুপস্থিতি তাহারা অনুভব করিয়াছিল। যখন দেশবাসী শুনিল যে সিদ্ধার্থ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং ছন্দককে বলিল, "কোথায় তুমি শাক্য-কুল-গৌরব কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে ?" দেশবাসীরা আরও বলিতে লাগিল যে কুমার ব্যতীত তাহারা এই নগরে বাস করিতে পারিবে না। ছন্দক ও কণ্ঠকের প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা পাইয়া এবং অশ্বারোহী ব্যতীত কেবলমাত্র অশ্বকে দেখিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কণ্ঠক উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারব করিতে লাগিল। রাণী গৌতমী তাহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছা গেলেন। যশোধরা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, "হে ছন্দক! আমার স্বামীকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিলে ? তোমরা তিন জন একত্রে গিয়াছিলে এবং দুইজন প্রত্যাবর্ত্তন করিলে। তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রাসাদে বিষাদের কালিমা দেখা যাইতেছে। যখন নগরের সমস্ত লোক নিদ্রিত ছিল, তখন চোরের ন্যায় তুমি আমার স্বামীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে।" ছন্দক অশ্রুপূর্ণ লোচনে এবং করজোড়ে উত্তর করিল, "আমার কিংবা কণ্ঠকের কোন

---

(১) কোন কোন গ্রন্থের মতে 'কণ্টক'।

(২) ললিত বিস্তর, পঞ্চদশ অধ্যায়।

ছন্দক কণ্ঠক

দোষ নাই। দেবতাগণ কুমারকে গৃহ-ত্যাগে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রমণের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং মস্তক হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়াছিলেন। দেবতাগণের প্রভাবে অশ্ব হ্রেষারব করিতে পারিল না এবং আমিও আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলাম না।" ইহা শ্রবণ করিয়া যশোধরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, "আমাকে ত্যাগ করিয়া কি ভাবে কুমার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে? অতীত কালে যে সকল রাজন্যবর্গ সস্ত্রীক অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা তিনি জানেন না. বলিয়া মনে হয়। আমার স্বামীকে যাহাতে আমি ফিরিয়া পাই, সেই আমার একমাত্র ইচ্ছা।" ইহা বলিতে বলিতে যশোধরা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন এবং অপর অনেক স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই সময়ে রাজা ধর্ম্মকার্য্য শেষ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ছন্দক এবং কণ্ঠক কুমারকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে জানিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভূমিতে পতিত হইয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বকে বলিলেন, "হে কণ্ঠক! তুমি আমার প্রিয় পুত্রকে আমার নিকট হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছ। যেখানে আমার পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছ, সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল কিংবা তাহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন। পুত্র ব্যতীত আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না।"[১] মন্ত্রী এবং পুরোহিত রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "বৃথা বিলাপ করিবেন না। রাজারা তাঁহাদের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষি অসিত যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করুন। যদি আপনি ইচ্ছা করেন,

(১) মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৯।

আমরা উভয়ে কুমারের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিব।” রাজার অনুমতি পাইয়া তাঁহারা অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুমারের অন্বেষণে

যে আশ্রমে কুমার বাস করিতেছিলেন, সেখানে রাজা শুদ্ধোদনের মন্ত্রী এবং পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন যে কুমার ঐ আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমে একজন ঋষির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহাকে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে শুদ্ধোদন রাজার পুত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধ বার্দ্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল হইতে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য এই অরণ্যে আসিয়াছেন। কুমারের গন্তব্য স্থানটী জানিতে পারিয়া তাঁহার অন্বেষণে মন্ত্রী এবং পুরোহিত তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা দেখিলেন যে তিনি একটী বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আছেন। পুরোহিত কুমারকে বলিলেন, "আপনার পিতা আপনার অবর্ত্তমানে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছেন। আপনার পিতা বলেন যে অনেক ঋষি নগরে বাস করিয়াও সত্যানুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক রাজা প্রাসাদে বাস করিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বলি, যজ্ঞবাহু, এবং বিদেহের রাজা জনক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতার কথা শ্রবণ করুন এবং গভীর শোক হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করুন। ভীষ্ম, রাম এবং পরশুরামের কথা স্মরণ করুন এবং আপনার প্রিয় পুত্র রাহুলকে ভুলিয়া যাইবেন না।" বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি আমার পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য জানি। আমার প্রতি আমার পিতার ভালবাসা আমি জানি। কিন্তু বার্দ্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া আমি আমার আত্মীয়

স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার জন্য আমার পিতার শোক অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও ইহা জানিবেন যে অজ্ঞানবশতঃ তাঁহার এই শোক উত্থিত হইয়াছে। তিনি আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে ক্ষণকালের জন্য এই পৃথিবীতে আমরা একত্রে মিলিত হইয়াছি। এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরলোকে ত্যাগ করিয়া ইহলোকে আসিয়াছে। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না যে কেন আমার পিতা মনে করেন যে অল্প বয়সে আমি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিয়াছি। মুক্তি লাভের জন্য এবং ধ্যান আচরণের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। আমার পিতা জানাইয়াছেন যে আমার জন্য তিনি তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। যেমন একজন পীড়িত লোকের লোভবশতঃ সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে, সেইরূপ পিতৃদত্ত সিংহাসন লাভে আমি আদৌ ইচ্ছুক নহি। আপনি বলিতে পারেন, কি করিয়া জ্ঞানী লোক দুঃখপূর্ণ রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে? আমার মনে হয় যে, আমার পিতার রাজ্য অগ্নি মধ্যে সুবর্ণ অট্টালিকা সদৃশ, বিষ-মিশ্রিত সুস্বাদু খাদ্য এবং হিংস্র জন্তু-পূর্ণ সমুদ্রের মত”

কুমারের এই উত্তর পাইয়া মন্ত্রী বলিলেন, “যে সিদ্ধান্তে আপনি উপনীত হইয়াছেন তাহা সঠিক নহে। আপনি স্বধর্ম্ম লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই ভাবে পিতাকে কষ্ট দিলে কোন ধর্ম্ম লাভ হইবে না। আপনি অর্থ-লালসা এবং সুখ বর্জ্জন করিয়া কোন একটী অনিশ্চিত বিষয় লাভের জন্য তৎপর হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, পুনর্জ্জন্ম আছে এবং কাহারও মতে তাহা নাই। এইরূপ সন্দেহপূর্ণ এবং অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে। জন্ম এবং মৃত্যু প্রকৃতির বশবর্ত্তী। পাঁচ প্রকার ধাতুর সমষ্টিতে বিশ্বের সৃষ্টি। জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, এই সকলের মূলে প্রকৃতি। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে সকল সৃষ্টির মূলে ভগবান বিদ্যমান আছেন। লোকে মুক্তি লাভ

করিতে পারে যখন সে আপনাকে তিন প্রকার ঋণমুক্ত করিতে সমর্থ হয়। মুক্তি লাভ করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইবে এবং মুক্তির জন্য আপনি যদি এত ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সকল নিয়ম পালন করুন। অরণ্য হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আপনার লজ্জা বোধ করা উচিত নহে। অনেক রাজা তাহা করিয়াছেন, যথা—অম্বরীষ, রামচন্দ্র এবং রন্তীদেব—ইঁহাদের কথা স্মরণ করুন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কেহই আপনাকে নিন্দা করিবে না। আপনি কর্ত্তব্য পালনের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।" কুমার মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থিরভাবে উত্তর দিলেন, "ইহা সত্য যে কেহ কেহ বলেন যে পুনর্জন্ম আছে এবং কাহারও কাহারও মতে পুনর্জন্ম নাই। যতদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া প্রকৃত সত্যকে আমি আবিষ্কার করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমি কাহারও মত গ্রহণ করিতে অসমর্থ। আমি সত্যের অনুসন্ধানে কষ্ট করিতে প্রস্তুত। যে সমস্ত উদাহরণ আপনি দিলেন, সে সমস্ত ব্রতভঙ্গের উদাহরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।"[১] তাহার পর কুমার ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মন্ত্রী এবং পুরোহিত অশ্রুপূর্ণলোচনে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং তাহার পর বিফল মনোরথ হইয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(১) ললিত বিস্তর, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃঃ ২২৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যের অনুসন্ধানে

কিছুদিন পরে ভিক্ষু সিদ্ধার্থ রাজগৃহে[১] উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটী পাঁচটী পর্ব্বতের[২] দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সহরের লোকেরা ভিক্ষুর অলৌকিক জ্যোতিঃ এবং গাম্ভীর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল।

মগধের রাজা প্রাসাদের বহির্দ্দেশে বিপুল জনতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন পরিচারক বলিল, "একটি ভিক্ষু আসিয়াছেন, শাক্য রাজার পুত্র; হয় ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, না হয় ইনি পৃথিবীর সার্ব্বভৌম হইবেন।" তখন রাজা ভিক্ষুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে মন নিবদ্ধ করিয়া ভিক্ষু ভিক্ষা চাহিতেছিলেন। যথোচিত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি অরণ্যের একটী নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলেন। আহারের পর তিনি পাণ্ডব পর্ব্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিলেন।[৩] রাজা বিম্বিসার অনুচরের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ঐ পর্ব্বতে গমন করিলেন।[৪] যখন তিনি পর্ব্বতের উপরে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি

(১) আমার বৌদ্ধযুগের ভূগোল, পৃঃ ৭—৯ দেখুন।

(২) ঋষিগিরি (ইসিগিলি), বৈপুল্য (বেপুল্ল), বৈভার (বেভার), পাণ্ডব (পণ্ডব), গৃধ্রকূট (গিজ্‌ঝকূট) (বিমানবত্থু টীকা, পৃঃ ৮২)।

(৩) মহাবস্তু ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৮; ললিত বিস্তর, ষোড়শ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৯; পব্বজ্জাসুত্ত, সুত্তনিপাত, শ্লোক ৪০৫—২৪।

(৪) Rockhill, Life of the Buddha, পৃঃ ২৭।

নির্বাণ

বোধিসত্বকে শান্ত ও সৌম্যভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। ধার্ম্মিক রাজা বিম্বিসার তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্যক্ প্রত্যুত্তর দিলেন। একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া রাজা বলিলেন, "হে ভিক্ষু! আমি তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ কর। তুমি সূর্য্যবংশোদ্ভূত; সুতরাং কেমন করিয়া তুমি রাজ্যশাসন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণে মনোনিবেশ করিয়াছ? তুমি যুবক এবং সুন্দর। ভিক্ষুর পীতবস্ত্র তোমার দেহে শোভা পায় না; তোমার দেহ রক্তচন্দনে শোভিত হইবার উপযুক্ত। তোমার হস্ত রাজদণ্ড ধারণ করিবার জন্য, ভিক্ষাগ্রহণের জন্য নয়। যদি তুমি পৈতৃক রাজত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া তোমার মত পরিবর্ত্তন কর। এইরূপ করিলে তুমি তোমার আত্মীয় বান্ধবদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এবং কালক্রমে বুদ্ধির উৎকর্ষতা লাভ করিবে। যদি তুমি বংশগর্ব্ব হেতু আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে আমার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু জয় কর। এই দুইটী প্রস্তাবের মধ্যে একটী গ্রহণ কর এবং স্বাস্থ্য, ধন ও সুখ উপভোগ কর। তোমার ঐ শক্তিশালী বাহুদ্বয় শরাসনে শর সন্ধান করিবার জন্য; অতএব উহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিও না। মান্ধাতার বাহু সদৃশ তোমার বাহু ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ। আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা স্নেহবশতঃই বলিতেছি, লোভ অথবা ঈর্ষাবশতঃ নয়। তোমার এই ভিক্ষু-বেশ আমার অন্তরে আঘাত দিতেছে এবং আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছি না। যতদিন না বার্দ্ধক্য আসিয়া তোমার কমনীয় কান্তি নষ্ট করে, ততদিন পার্থিব সুখ উপভোগ কর। কালক্রমে তুমি ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার জন্য বার্দ্ধক্যই উপযুক্ত সময়। যৌবন চঞ্চল। যৌবনকে অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে হয়। সুতরাং তোমার চঞ্চল যৌবনকাল

সুখে অতিবাহিত কর। যদি তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে চাও, তাহা হইলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান কর।”

ভিক্ষু সিদ্ধার্থ স্থির ও প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন, “হে রাজন্! আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি হর্য্যঙ্ককুলে জাত এবং একজন বন্ধুর সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আপনার পক্ষে বলা সঙ্গত। শক্তিহীন লোককে যেমন ভাগ্যদেবী অনুগ্রহ করেন না, সেইরূপ বন্ধুহীনা দেবী অসাধু লোকের সহিত বন্ধুত্ব করেন না। আমি তাঁহাদিগকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করি যাঁহারা দুঃখের দিনে বন্ধুদিগকে সাহায্য করেন। যাঁহারা বন্ধুদের মঙ্গল এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য অর্থব্যয় করেন, তাঁহাদের অর্থ প্রকৃতই ফলপ্রসূ হয়। আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার প্রতি স্নেহ এবং বন্ধুত্ব বশতঃই বলিয়াছেন। আমি আপনাকে কিছু বলিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন ঃ—

আমি যে আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এবং সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া এই ভিক্ষু-জীবন অবলম্বন করিয়াছি, তাহা জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ও নির্ব্বাণ লাভের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। বিষধর সর্পভয়, অথবা বজ্র-ভয়, অথবা বাড়বানলভয় অপেক্ষা আমার বিলাস-ভয় অত্যন্ত বেশী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ক্ষণস্থায়ী; উহা হইতে কখনও সুফল পাওয়া যায় না; উহা যেন ঐন্দ্রজালিক মোহের ন্যায়। উহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই মোহ জন্মে। ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকিয়া কেহই সুফল লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সুখের মত বিপৎসঙ্কুল আর কিছুই নাই। লোকে অজ্ঞানবশতঃ উহাতে আসক্ত হয়। জ্ঞানী লোক কি করিয়া উহাতে আসক্ত হইতে পারে? সমুদ্রের জলরাশি যেমন ইহার (সমুদ্রের) তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন লোকই ইন্দ্রিয়সুখ-উপভোগে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। চতুঃসমুদ্র-পরিবেষ্টিত

সমস্ত মহাদেশ জয় করিয়াও, অথবা ইন্দ্রের অর্দ্ধেক রাজ্য দখল করিয়াও মান্ধাতার অদম্য অর্থ-লালসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। বৃত্রাসুরের সাহায্যে ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া দেবতাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াও, অথবা অজ্ঞানবশতঃ মহর্ষিদের দ্বারা পরিচালিত তাঁহার রথ অধিকার করিয়াও নহুষ তাঁহার পার্থিব লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। লোকে কেমন করিয়া পার্থিব ভাগ্যদেবীর ন্যায় অনিশ্চিত বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? কামনা ও বাসনা নামক শত্রুদ্বয় সাধুদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত করে। সুতরাং লোকে কেমন করিয়া এই সকল শত্রুর কবলস্থ হইতে পারে? ইন্দ্রিয় সুখের লালসায় কেবল কষ্ট আছে জানিয়া লোকে কি করিয়া উহাতে আসক্ত হইতে পারে? ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগ দুঃখের কারণ। কামনা ও বাসনাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কামনা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার মানবকে কর্ত্তব্য বিমুখ করিয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। পার্থিব বিষয় লাভের জন্য মানবকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হয়। এই সকল বস্তু ক্ষণস্থায়ী ইহা জানিয়াও কেমন করিয়া জ্ঞানী লোক ইহাতে আনন্দ লাভ করিতে পারে? বাসনা মানব মনের মধ্যে অগ্নির ন্যায় একটা জ্বলন্ত অনুভূতির সৃষ্টি করে। ইহা কামাসক্ত লোকের অন্তরকে নষ্ট করে। পার্থিব বিষয়াসক্ত লোক, বন্ধু এবং শত্রু উভয়ের নিকট হইতে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। মানব পার্থিব বিলাস-বস্তুর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পরিশেষে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। পার্থিব বস্তুর উপভোগের নামই কাম। জীবনধারণের জন্য যে সকল বস্তু প্রয়োজন হয়, তাহারা বিলাস-বস্তু নয়। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মধ্যে একটা নীতি-বিরুদ্ধতার ভাব আছে। যে সকল বস্তু আনন্দ দান করে তাহারাই পরে দুঃখের কারণ হয়। এই জগতে সুখ বা দুঃখের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। সেইজন্য রাজতন্ত্র এবং দাসত্বকে আমি এক পর্য্যায়ভুক্ত মনে করি। রাজার দায়িত্ব বেশী এবং এই দায়িত্ব

দুঃখপূর্ণ। যদি তিনি অসৎ লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দুর্ব্বিপাকে পড়িতে হয়, এবং যদি তিনি কাহাকেও বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। সুতরাং রাজা কেমন করিয়া সুখ লাভ করিতে পারেন? তৃপ্তিই সকল সুখের মূল এবং আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া পরিতৃপ্ত। আমি নির্ব্বাণ লাভের জন্য এই শান্তিময় জীবন অবলম্বন করিয়াছি। আমি দুঃখিত যে, আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। হে রাজন্! জরা এবং মৃত্যু জয়ের উদ্দেশ্যেই আমি ভিক্ষু-জীবন অবলম্বন করিয়াছি। আমার জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই। অপরিমিত অর্থলালসার দাসের প্রতি আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। এইরূপ লোক ইহকালে সুখ লাভ করিতে পারে না এবং পরকালে দুঃখ ভোগ করে। আপনি জন্ম এবং চরিত্রবলে মহীয়ান্; আমার উদ্দেশ্য সাধনে আপনি আমাকে উৎসাহিত করুন। তাহা হইলে আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হই। পার্থিব বন্ধনের প্রতি আমি অনাসক্ত এবং এইজন্যই আমি শান্তির অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছি। হে রাজন্! আপনি বলিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী সুখ-ভোগই স্বর্গসুখ-ভোগ; কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে যে, এই তিন প্রকার সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং ইহারা সুখদায়ক নহে। যেখানে বার্দ্ধক্য নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই এবং কষ্ট নাই, সেই অবস্থাকেই আমি স্বর্গসুখের অবস্থা বলিয়া মনে করি। ধর্ম্ম-পালনের জন্য আপনি আমাকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমি যে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ইহজগতে থাকিব তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জীবনের যে কোন অবস্থায় মানব তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যখন মানবের তিরোধানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, তখন কি করিয়া জ্ঞানী লোক ধর্ম্মাচরণের জন্য বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে? মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় জরা এবং ব্যাধিরূপ অস্ত্র লইয়া মানবকে

মারিবার জন্য উদ্যত। অতএব বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার সার্থকতা কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সুফল লাভের জন্য আপনি আমাদের জীবননাশ করিয়াও ব্রত উদ্‌যাপন করিতে বলিয়াছেন। অপরের জীবননাশ করিয়া নিজের মঙ্গলের জন্য এইরূপ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমি রাজী নই। আত্মসুখের জন্য নিঃসহায় জীবের জীবননাশ করা আমি সমীচীন মনে করি না। ইহজগতে ঈর্ষার দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ করা যায়, তাহাদের ফল কষ্টদায়ক হয়। অপরের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করিলে পরজন্মে কষ্ট পাইতে হয়।[১] অদ্য আমি আরাড় কালামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিব। আমি আপনার শুভ কামনা করি। যদি কোন অমঙ্গল বাক্য আমি বলিয়া থাকি, তাহার জন্য দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে রাজত্ব করিতেছেন, সেইরূপ মর্ত্ত্যেও আপনি ন্যায়ের রাজ্য বিস্তার করুন।”

রাজা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর তাঁহার রাজ্যে আর একবার আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বোধিসত্ত্ব ঋষি আরাড়ের আশ্রমে গমন করিলেন।[২] কালাম বংশজাত ঋষি আরাড় দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, “আমি জানি, আপনি আপনার পার্থিব সুখ ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি জ্ঞানী এবং অধ্যবসায়ী; আপনি রাজসিংহাসনও ত্যাগ করিয়াছেন। আমি জানি যে, বহু রাজা তাঁহাদের সন্তানের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু

(১) ললিত বিস্তর, ষোড়শ অধ্যায়, পৃঃ ২৪১—৪৩।

(২) মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮; ললিত বিস্তর, ষোড়শ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৮; অরিয়পরিয়েসন সুত্ত, মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

আপনি যুবা বয়সে বিলাসিতায় লালিতপালিত হইয়াও গার্হস্থ্যজীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে, পরম সত্য লাভের জন্য আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পুরুষ। আপনার অধ্যবসায় ও গাম্ভীর্য্য আছে এবং সেইজন্যই আমি বলিতে পারি যে, আপনি জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

আরাড়ের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ অত্যন্ত হইলেন এবং বলিলেন, "হে ঋষিবর! আপনার দর্শন লাভে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং আপনার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। চরম জ্ঞান লাভের জন্য আমি এইস্থানে আসিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কিরূপে সকল জীবজন্তু জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে?" আরাড় বলিলেন, "জন্ম, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু জীবনের আকস্মিক ঘটনা। প্রকৃতি পাঁচটী পদার্থের সমষ্টি। আলস্য, অজ্ঞান, জন্ম এবং মৃত্যু মোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ক্রোধই অজ্ঞান নামে পরিচিত। কাম হইতে ভয়ের উৎপত্তি এবং ঔদাসীন্য হইতে কুশলের উৎপত্তি। প্রত্যেক লোকেরই ইন্দ্রিয়কে দমন করা উচিত।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকট হইতে সমাধির সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব আরাড়ের শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হইয়া উদ্রক-রামপুত্রের নিকট গমন করিলেন।[১] উদ্রক কি ভাবে সমাধি লাভ করা যায় তাহা তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। উদ্রকের মতে সমাধির অবস্থা বলিতে সজ্ঞান এবং অজ্ঞান অবস্থাকে বুঝায়।[২] বোধিসত্ত্ব উদ্রকের নিকট হইতে ধ্যান শিক্ষা লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি

(১) ললিত বিস্তর, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃঃ ২৪৩; মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯; Rockhill, Life of the Buddha, পৃঃ ২৮।

(২) ইহাই সমাধির অষ্টম স্তর যাহা নৈবসজ্ঞানাসজ্ঞা আয়তন নামে অভিহিত।

বুঝিলেন যে, মুক্তিলাভ করিতে হইলে সমাধির উক্ত স্তরও পর্য্যাপ্ত নহে। সেইজন্য তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া উরুবিল্বে গমন করিয়া মুক্তিলাভের জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন। এইখানে তিনি বোধি বৃক্ষের নিম্নে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাহার পর তিনি কি ভাবে মার এবং তাহার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া সম্বোধি লাভ করিলেন তাহার বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধত্ব লাভ

যখন বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা ফল্গু নদীর তীরে অবস্থান করিতে-ছিলেন তখন পাঁচজন ভিক্ষু[১] সত্যানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ঐ পাঁচজন ভিক্ষু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং তাঁহার সেবায় রত হইল।[২] জন্ম এবং মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের ইহাই উপযুক্ত সময়—এই বিবেচনা করিয়া বোধিসত্ত্ব দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি কঠোর অনশন ব্রত পালন করিলেন এবং ফলে, অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িলেন। যদিও তাঁহার দেহে অস্থি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তথাপি তাঁহার লাবণ্য নষ্ট হয় নাই। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "দুর্ব্বল-চিত্ত লোক কখনই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। যে ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন, যাহার মন দুঃখ কষ্টে পীড়িত, সে কেমন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে? দৈহিক ক্ষুধা প্রশমিত হইলে মানসিক স্থিরতা লাভ করা যায়। যাহার মন সবল, সে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে এবং একাগ্রতার দ্বারা মানব সমাধি অবলম্বন করিয়া সত্যের পথ খুঁজিয়া পায়। এক্ষণে আমার ইহাই করা কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীর জলে স্নান করিয়া

(১) অঞ্‌ঞাকোণ্ডঞ্‌ঞ, ভদ্দিয়, বপ্প, অস্‌সজি, এবং মহানাম (Vinaya Texts, S.B.E., ১ম ভাগ, পৃঃ ৯০); মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭০; ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৪; সংযুত্ত নিকায়, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৬৬।

(২) ললিত বিস্তর, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃঃ ২৬৪।

সুজাতার পায়স দান

শ্রান্তি নিবারণ করিলেন। অতঃপর নদী-তীরবর্ত্তী একটী বৃক্ষের নিম্নে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময় দেবতাদের অনুপ্রেরণায় গোপরাজের কন্যা প্রফুল্ল-মনে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদ্মসদৃশ চক্ষু দুইটী ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তিনি ভক্তিভরে বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে পায়স প্রদান করিলেন। বোধিসত্ত্ব ঐ পায়স সাদরে গ্রহণ করিলেন।[১]

তাঁহাকে পার্থিব জীবনে উদাসীন দেখিয়া তাঁহার পাঁচজন শিষ্য বিরক্তির সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অধ্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া তিনি সত্যানুসন্ধানের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন এবং বোধি বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত পদশব্দে আকৃষ্ট হইয়া নাগ-রাজ তাঁহার নিকটে আসিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন. "হে তাপস! তোমার দীর্ঘ পদশব্দে পৃথিবী যে ভাবে বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং সূর্য্য সদৃশ তোমার দেহ-জ্যোতিঃ যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হইতেছে তাহাতে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, তুমি অদ্যই তোমার কাম্যবস্তু লাভ করিবে।"

নাগরাজের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্ব একটী বৃহৎ বোধি বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য চিত্ত সমাহিত করিলেন।[২] তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দেবতাগণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

যখন বোধিসত্ত্ব এইভাবে বসিয়াছিলেন, তখন বাসনার প্রবর্ত্তক এবং সত্য ও ধর্ম্মের শত্রু, মার[৩] অত্যন্ত বিচলিত হইল। মারের বিভ্রম, হর্ষ ও দর্প নামক তিনটী পুত্র, এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিনটী কন্যা। তাহার পুত্রকন্যাগণ তাহাকে তাহার

(১) ললিত বিস্তর, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃঃ ২৬৭ ; জিন চরিত, শ্লোক ২০৭।

(২) জিন চরিত, শ্লোক ২১৩।

(৩) ললিত বিস্তর, একবিংশ অধ্যায়।

মানসিক উত্তেজনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "এই ভিক্ষু সঙ্কল্পরূপ বর্ম্ম, সংযমাস্ত্র•এবং বুদ্ধি-শর লইয়া আমার রাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক। এই জন্যই আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি। যদি এই ভিক্ষু আমাকে পরাস্ত করিয়া নির্ব্বাণ লাভের উপায় প্রচার করে, তাহা হইলে আমি সিংহাসনচ্যুত রাজার ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সে সত্যানুসন্ধান করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত আমি তাহার ব্রত ভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

পুষ্প-ধনু এবং পাঁচটী বিভ্রম-শরে সুসজ্জিত হইয়া মার পুত্রকন্যাদের লইয়া বোধি বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ভিক্ষুকে মারিবার জন্য শরাসনে শরসন্ধান মার করিল এবং তাঁহাকে বলিল, "হে ক্ষত্রিয়! নির্ব্বাণলাভের ব্রত পরিত্যাগ কর এবং প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রহণ কর। তোমার শক্তিশালী বাহুর দ্বারা পৃথিবী জয় কর। অতীতের রাজন্যবর্গের পথ অনুসরণ কর এবং সকলের প্রশংসা-ভাজন হও। রাজর্ষিদের বংশ-জাত কোন লোকের ভিক্ষু-জীবন অবলম্বন করা উচিত নহে। যদি তুমি তোমার ব্রত পরিত্যাগ করিতে না চাও, তাহা হইলে স্থির হও, তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিও না। দেখ, আমি তোমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতেছি—যে শর আমি একদিন সূর্য্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, যে শর পুরুরবাকে বশীভূত করিয়াছিল এবং যে শর শান্তনুকে পরাভূত করিয়াছিল।"

মারের বাক্য শ্রবণ না করিয়া বোধিসত্ত্ব স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। মার তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহার শরটী ভূমিতে পড়িয়া গেল। ইহাতে মার অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ইহার প্রতি কোন শর নিক্ষেপ করা উচিত নহে। পিশাচ এবং দানবগণের কঠোর নির্য্যাতনের দ্বারা ইহাকে বশীভূত করিতে হইবে।" কিন্তু ইহারাও বোধিসত্ত্বকে বশীভূত করিতে

পারিল না। বোধিসত্ত্ব মারের সৈন্যদলকে দেখিয়া একটুও ভয় পাইলেন না। অত্যন্ত হতাশ হইয়া মার তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।[১]

মার এবং তাহার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া বোধিসত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞান লাভের জন্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। রাত্রির প্রথম ভাগে তিনি তাঁহার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিলেন। অতীত জীবনের বহু জন্ম এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া সকল জীবের প্রতি তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে বোধিসত্ত্ব দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। জীবগণের উত্থান এবং পতন দেখিয়া তাঁহার দয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যাঁহারা কুকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন; কারণ তাঁহাদের কর্ম্মের ফল এখনও নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই। রাত্রির শেষভাগে বোধিসত্ত্ব ধ্যানে জানিতে পারিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী মোহবশতঃ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। তিনি জরা এবং মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, জন্মই ইহার কারণ। জন্মের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন এবং দেখিলেন যে, সংস্কার পুনর্জন্মের কারণ, উপাদান হইতে ভবের উৎপত্তি এবং উপাদানের উৎপত্তি তৃষ্ণা হইতে। বেদনা তৃষ্ণার দিকে ধাবিত হইতেছে এবং স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি। ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের উৎপত্তি এবং নাম ও রূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি। বিজ্ঞান (বিঞ্ঞান) হইতে নাম ও রূপের উৎপত্তি এবং সংস্কার (সংখার) হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই সংস্কারের উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। নাম এবং রূপ বিজ্ঞান হইতে উত্থিত হইয়াছে। নাম ও রূপ হইতে ষড়ায়তনের

(১) জিন চরিত, শ্লোক ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫; ললিত বিস্তর, ২১ অধ্যায়; মহাবস্তু, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৫; Rockhill, Life of the Buddha, পৃঃ ৩১।

উৎপত্তি। ষড়ায়তন বেদনার দিকে ধাবিত। বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি এবং তৃষ্ণা হইতে উপাদান প্রভৃতির উৎপত্তি। জগৎ জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন। বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে, যদি জরা এবং ব্যাধির নাশ করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুকে জয় করা যাইবে।[১] সংস্কার নাশ করিতে পারিলে জন্মের শেষ হইবে এবং স্কন্ধ নাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে। তৃষ্ণাকে বশে আনিতে পারিলে উপাদানের কার্য্য শেষ হইবে। নাম ও রূপের নাশের সঙ্গে সঙ্গে ষড়ায়তনকে বশে আনিতে পারা যায়। সংস্কার ধ্বংস হইলে বিজ্ঞানের ধ্বংস হইবে এবং অজ্ঞানের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আর থাকিবে না। যাঁহারা মুক্তি লাভের জন্য ইচ্ছুক, অজ্ঞান-মুক্ত হইতে তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত। জগতের সমস্ত কষ্টের মূলই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকে দূর করিতে পারিলে সমস্ত কষ্টের উপশম হইবে। বোধিসত্ত্ব দুঃখের উৎপত্তি, উচ্ছেদ এবং দুঃখনিরোধগামিনী মার্গের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলেন। এইভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বোধিসত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন।[২] বোধিসত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভের ফলে সমগ্র জীবজন্তু অত্যন্ত আনন্দিত হইল। বোধিসত্ত্বেরা বুদ্ধের গুণসকল বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহাকে বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

(১) ললিত বিস্তর, ২২ অধ্যায়, পৃঃ ২৪৬—৪৮।

(২) মহাসচ্চক সুত্ত, মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন

যে স্থানে বুদ্ধ মারকে পরাজিত করেন এবং যে স্থানে তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেন সেই স্থানে তিনি এক সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর মার ভগ্ন হৃদয়ে পুনরায় বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি আপনার কাম্যবস্তু লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ক্ষান্ত হউন।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি তখন ক্ষান্ত হইব যখন আমি ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের পথে মানবকে লইয়া যাইতে পারিব।" তখন মার বিরক্তির সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মারের তিন কন্যা, রতি, প্রীতি এবং তৃষ্ণা, বুদ্ধদেবকে পার্থিব বিলাসভোগে প্ররোচিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহারা দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রস্থান করিল।

বুদ্ধ একাকী বারাণসী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং সর্পরাজ মুচলিন্দ[১] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আপনি জানেন যে, এক সপ্তাহ ধরিয়া ভীষণ ঝড়, বৃষ্টি এবং কুয়াসা হইবে। অতএব দয়া করিয়া আপনি কি আমার কুটীরে অবস্থান করিবেন?" অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও বুদ্ধ সাধারণ মানবের ন্যায় মুচলিন্দের[২] ভবনে অবস্থানকালে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং সর্পরাজ তাঁহার ফণা বিস্তার করিয়া ঝড়, বৃষ্টি এবং কুয়াসা হইতে তাঁহাকে

(১) Rockhill, Life of the Buddha, পৃঃ ৩৫।

(২) ললিত বিস্তর, ২৪ অধ্যায়, পৃঃ ৩৭৯।

রক্ষা করিতে লাগিল। সপ্তাহ অতীত হইলে বুদ্ধ মুচলিন্দের ভবন হইতে অজপাল ন্যগ্রোধমূলে[১] আগমন করিলেন। তথায় অবস্থানকালে ন্যগ্রোধ নামক জনৈক দেবতা রাত্রিকালে সর্ব্বদিক আলোকিত করিয়া অবনত মস্তকে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মানবজীবনে আমি এই বটবৃক্ষটী রোপণ করিয়াছিলাম; আমার পাপ সকল দূর করিবার জন্য বোধিবৃক্ষের ন্যায় আমি ইহাকে লালনপালন করিয়াছিলাম। স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে আমি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এক সপ্তাহের জন্য এখানে বাস করুন।" বুদ্ধ ন্যগ্রোধ দেবতার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তথায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। আর এক সপ্তাহ তিনি ক্ষীরিকা বনে তালবৃক্ষতলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তর উৎকলবাসী ত্রপুস এবং ভল্লিক নামে দুইজন ধনী বণিক পাঁচ শত গো-যান পূর্ণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হন, এবং বুদ্ধকে মধুপায়স প্রদান করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। জগতের মুক্তির জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মানসে বুদ্ধ উরুবিল্ব হইতে বারাণসী অভিমুখে গমন করেন। ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে তিনি গয়া হইতে অপর গয়ায় গমন করিলেন। অপর গয়ায় নাগরাজ সুদর্শনের প্রাসাদে তিনি একরাত্র যাপন করিলেন। বনারার সন্নিকটে একটী বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবার সময় তিনি নন্দী নামক একজন ব্রাহ্মণকে সম্যক্ জ্ঞান লাভের জন্য উপদেশ দেন। বনারার জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া তিনি পরদিন প্রাতে অন্যত্র গমন করেন। চুন্দদ্বোলা[২] গ্রামের চুন্দ[৩] নামক যক্ষের গৃহে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করেন। তাহার পর

(১) জিন চরিত, শ্লোক ২০৫; ললিত বিস্তর, ২৪ অধ্যায়, পৃঃ ৩৮০।

(২-৩) বুদ্ধচরিত কাব্যের মতে 'বুন্দদ্বীর'। এই কাব্যে চুন্দ স্থানে বুন্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

রোহিতবস্তু নামক উদ্যানে সর্পরাজ কমণ্ডলু বহু লোক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করেন।

তাহার পর বুদ্ধ গন্ধপুরে গমন করেন এবং গন্ধ নামক যক্ষ সেখানে তাঁহাকে পূজা করেন। গন্ধপুর হইতে তিনি সারথিপুরে গমন করেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাপার হইবার জন্য তিনি নাবিককে অনুরোধ করেন। নাবিক বলিল, "আমি আমার পারাপারের অর্থ না পাইলে আপনাকে পার করিতে পারি না।" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলেন, "আমি অত্যন্ত দীন; আমার কাছে একটী কপর্দ্দকও নাই।" এই কথা বলিয়া বুদ্ধ আকাশমার্গে গমন করিয়া নদী পার হন। ইহা শ্রবণ করিয়া মগধসম্রাট বিম্বিসার এই সময় হইতে সন্ন্যাসীদিগকে বিনা পণে পার করিবার জন্য নাবিকগণকে আদেশ দেন।

গঙ্গা পার হইয়া বুদ্ধ বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিনি একাকী মৃগদাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার পাঁচটী ভূতপূর্ব্ব শিষ্য তাঁহাকে সম্মান করিবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। বুদ্ধ তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধের প্রভাবে তাহারা তাহাদের মানসিক দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিল এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। তাহারা তাঁহাকে বসিবার জন্য একটী আসন প্রদান করিল, হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিল এবং তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। বুদ্ধ বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি এবং আমি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছি।" তিনি আরও বলিলেন যে তাহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি এইখানে আসিয়াছেন। ভিক্ষু জীবন অবলম্বনের জন্য তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, ইহাই নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। বুদ্ধের

অনুরোধ তাহারা রক্ষা করিল এবং ভিক্ষু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মৃগদাবকে জিন-ক্ষেত্র[১] মনে করিয়া বুদ্ধ বিভিন্ন আসন গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ শাক্যসিংহ তাহার পর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন[২] এবং সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! যে ধর্ম্ম অতীত বুদ্ধেরা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকেই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। দুই প্রকার ভিক্ষু আছে যাহারা মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুই প্রকার ভিক্ষু অসার বস্তু লাভের জন্য চেষ্টা করে। তাহারা মুক্তি লাভের উপযুক্ত নহে। অভিজ্ঞতা, বোধি অথবা নির্ব্বাণ লাভের জন্য তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই।" জগতের শিক্ষক তথাগত মধ্যপথ অবলম্বন করেন এবং প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করেন। চারিটী আর্য্য সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ প্রচার করেন। তিনি আরও বলেন, "এই ভাবে আমি জগতে তথাগত হইয়াছি এবং সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি আর্য্য সত্য ও আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ ব্যাখ্যা করিব। এই আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ সম্যক্ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। আমি আমার ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা জগৎকে নির্ব্বাণ লাভের পথে লইয়া যাইব। চারিটী আর্য্য সত্য সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি এবং আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, স্বভাব জগৎ-সৃষ্টির একমাত্র কারণ। স্বভাব হইতেই পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি। কাহারও কাহারও মতে কর্ম্মই প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তির কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন যে জগতের সৃষ্টি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। পুণ্য অথবা পাপ যদি আত্মার সুখ বা দুঃখ হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ব্যতীত মানব নিত্য সুখ ভোগ করে না কেন? যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলাফল না থাকে, তাহা হইলে লোকের মধ্যে রূপ এবং অর্থাদি বিষয়ে এত পার্থক্য

(১) জিন চরিত, শ্লোক ৩১০—৩১৩।
(২) সংযুক্ত নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০

কেন? মানুষের মধ্যে বা এত প্রভেদ কেন? এই পৃথিবী যদি প্রাকৃতিক ঘটনা-সম্ভূত হয় তাহা হইলে কর্ম্মের প্রাধান্য কে উপলব্ধি করিতে পারে? সুখই যদি সুখের কারণ হয় এবং দুঃখই যদি দুঃখের কারণ হয়, তবে লোকে কঠোর ব্রত পালন করিয়া পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে কেন? এমন অনেক অজ্ঞ লোক আছে যাহারা ঈশ্বরকেই সকল বিষয়ের কারণ বলিয়া মনে করে। যদি তাহাই হয়, তবে এই পৃথিবীতে সাম্যভাব নাই কেন, যদিও ঈশ্বর সকলের কাছেই সমান? পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য যিনি ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিয়া অপরের নিকট প্রচার করিবেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে দান পারমী পূর্ণ করিবেন, পরে শীল আচরণ করিবেন, শাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন, সদ্ধর্ম্মের মধ্য দিয়া পুণ্য ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন, সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপাশীল হইবেন, এবং পরিশেষে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবেন।

"ধর্ম্মাচরণ করিলে যে বহু পুণ্য হয় তৎসম্বন্ধে অতীত বুদ্ধেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি :—

যাঁহারা সানন্দে প্রত্যেক (পচ্চেক) বুদ্ধগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, এবং অন্যান্য লোকে তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। যাঁহারা বুদ্ধের পূজা করেন, তাঁহারাই বিশেষ পুণ্য অর্জ্জন করেন, তাঁহারাই বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এবং অন্যান্য সকলে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। যিনি এই ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, এবং অপরকে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, তিনিও বিশেষ পুণ্য অর্জ্জন করেন।

"যিনি বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং অর্হৎদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন বুদ্ধত্ব লাভের দিকে মনঃসংযোগ করিয়া এই আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করেন। বুদ্ধবাণী যেখানে প্রচারিত হইবে, সেখানে বুদ্ধ অবস্থান করিবেন। বুদ্ধের ধর্ম্মবাণী শ্রবণ করিয়া

যিনি আনন্দ লাভ করেন, তিনিই মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মবাণী শ্রবণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সকলেই ত্রিরত্নের[1] স্মরণাপন্ন হন।"

(১) বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ও সঙ্ঘ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও পরিব্রাজক

বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সময়ে পরিব্রাজক নামে এক শ্রেণীর ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন যাঁহারা প্রত্যেক বৎসর আট কিংবা নয় মাস দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে তাঁহারা তৎপর ছিলেন, যথা—রাজনীতি, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, পানীয়, শয্যা, নগর, গ্রাম, নারী, যোদ্ধা, বস্তুর স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব ইত্যাদি।[১] ঠিক কোন্ সময়ে পরিব্রাজকগণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। বুদ্ধ অনেক পরিব্রাজকের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন।[২] দুই শ্রেণীর পরিব্রাজক ছিলেন, যথা—অঞ্ঞ তীর্থিক এবং ব্রাহ্মণ। যখন বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেছিলেন, পোট্‌ঠপাদ নামে একজন পরিব্রাজকের সহিত আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সর্ব্ব প্রথমে চেতনার উদয় হয় এবং তাহার পর জ্ঞানের বিকাশ হয়। চেতনার উৎপত্তির উপর জ্ঞানের উৎপত্তি নির্ভর করে। আত্মা এক বস্তু এবং চেতনা আর এক বস্তু। কোনও দ্রব্যের সঠিক বিবরণ দিতে হইলে এবং তাহার চিরস্থায়ী অবস্থা বুঝাইতে হইলে ব্যক্তিত্বের বিষয় ভাবিতে হয়।"[৩] ভগ্‌গবগোত্ত নামক একজন পরিব্রাজকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয় এবং সুনক্ষত্ত নামে একজন

(১) পোট্‌ঠপাদ সুত্ত, দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড।

(২) B. C. Law, Buddhistic Studies, চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন।

(৩) দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড।

লিচ্ছবীর ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা হয়। সুনক্ষত্ত সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন, পরে তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মিথ্যা অপবাদ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া আপন ধর্ম্মের সারত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।[১] বৈশালীর মহাবনে পাটিকপুত্ত নামে একজন অচেলকের সহিত অগ্‌গঞ্ঞ অর্থাৎ প্রধান কারণ সম্বন্ধে বুদ্ধের আলোচনা হইয়াছিল।[২] রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে নিগ্রোধ পরিব্রাজকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয় এবং সন্ন্যাস-জীবনের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক প্রকার সন্ন্যাস-জীবনের কথা বলা হইয়াছিল এবং বুদ্ধ তাহাদিগের কুফল কি তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রকৃত ব্রহ্মচারীর জীবন সম্বন্ধে তিনি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৩] যখন বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন, অজিত নামে একজন পরিব্রাজক তাঁহার সহিত বিজ্ঞানের (বিঞ্‌ঞানের) পাঁচশত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।[৪] রাজগৃহের সরভ নামে একজন পরিব্রাজক বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।[৫] অন্নভার এবং বরধর নামে দুইজন পরিব্রাজক চারি প্রকার ধর্ম্মপদ বুদ্ধর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।[৬] শ্রাবস্তীতে বাসকালে বুদ্ধ উত্তিয় এবং কোকনদ নামে দুইজন পরিব্রাজককে পৃথিবীর অনন্ততা এবং শরীর ও আত্মা এক কিংবা ভিন্ন এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।[৭] বুদ্ধ পোতলিয় নামক

(১) দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১ হইতে।

(২) দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২—৩৫।

(৩) দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬—৫৭ ; কস্‌সপসীহনাদ সুত্ত, দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬।

(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩০।

(৫) অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।

(৬) অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯, ১৭৬।

(৭) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩—১৯৬।

পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে চারি প্রকার পুদ্গলের মধ্যে কাহাকে তুমি পছন্দ কর। ইহার উত্তরে পোতলিয় বলেন, "আমি সেই পুদ্গলকে পছন্দ করি যে নিন্দার্হকে নিন্দা করে না এবং প্রশংসার্হকে প্রশংসা করে না।"[১] বুদ্ধ মোলীয়সিবক নামে একজন পরিব্রাজকের সহিত যে সমস্ত বিষয় আমাদের জ্ঞানে উদয় হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।[২] সুতবা এবং সহ্য নামে পরিব্রাজকদ্বয় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন যে পাপকর্ম্ম করা অর্হতের পক্ষে সম্ভবপর কিনা। বুদ্ধ বলিলেন, "সম্ভবপর"।[৩] যখন বুদ্ধ সাকেত নগরে বাস করিতেছিলেন, কুণ্ডলীয় নামে একজন পরিব্রাজক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "যে আরামে আমি ছিলাম, সেখানে দেখিলাম কতকগুলি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ 'ইতিবাদপামোক্ষ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন, "আমি কেবলমাত্র বিদ্যা ও বিমুক্তির গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করি।"[৪] তিম্বরুক নামে একজন পরিব্রাজক শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের সহিত কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।[৫] বুদ্ধ নন্দীয় নামক একজন পরিব্রাজকের নিকট সেই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন যে ধর্ম্ম পালন করিলে নির্ব্বাণ লাভ করা যায়।[৬] বচ্ছগোত্ত নামে একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক বৌদ্ধ দর্শনের কতকগুলি জটিল তত্ত্ব লইয়া বুদ্ধের সহিত আলোচনা করেন।[৭] রাজগৃহের বেলুবনে বাসকালে

(১) অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০।

(২) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬।

(৩) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯, ৩৭১।

(৪) "ইতিবাদপামোক্ষ"—ইহার অর্থ "আলোচনার শ্রেষ্ঠ বিষয় কি"; সংযুক্ত নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।

(৫) সংযুক্ত নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২।

(৬) সংযুক্ত নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১।

(৭) সংযুক্ত নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮।

বুদ্ধের সহিত চূলসকুলদায়ী নামে একজন পরিব্রাজকের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁহাকে বলেন যে পাঁচপ্রকার শীল এবং ব্রত উদ্‌যাপনের দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভবপর নয়।[১] সমাধি এবং বিজ্ঞানের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকে অনেক কথা বলেন।[২] তিনি বেখনস্‌স নামক পরিব্রাজকের মতের অসারত্ব প্রমাণ করেন। বুদ্ধের সহিত বেখনস্‌স পরিব্রাজকের পরমবর্ণ আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। বৈশালীর মহাবনে বচ্ছগোত্ত নামক পরিব্রাজকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। ঐ পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, গৃহীর পক্ষে নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভবপর কি না। ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব তিন প্রকার জ্ঞানের কথা তাঁহাকে বলেন, যথা:—(১) জাতিস্মরজ্ঞান, অর্থাৎ তিনি তাঁহার অতীত জীবনগুলির কথা স্মরণপথে আনিতে পারেন, (২) কর্ম্মবশে জীবগণের উত্থান ও পতন জ্ঞান, অর্থাৎ দিব্য চক্ষুর দ্বারা জীবগণের স্থানান্তরে পুনরাবির্ভাব দেখিতে পান, এবং (৩) পাপক্ষয়-জ্ঞান, অর্থাৎ তৃষ্ণাকে নাশ করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ন্যায়ের কতকগুলি জটিল তত্ত্ব লইয়া বুদ্ধের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল।[৩] রাজগৃহের দীঘনখ নামক একজন পরিব্রাজকের সহিত বুদ্ধেব সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ দীঘনখের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "যাহারা সর্ব্ববিষয়ে সুখী এবং যাহারা সর্ব্ববিষয়ে সুখী নয়, ইহাদের মত বিভিন্ন।" যে মত পোষণ করিলে মুক্তিলাভ সম্ভবপর তাহার ব্যাখ্যা তিনি করেন।[৪] মাগন্দীয় নামক একজন পরিব্রাজক বুদ্ধকে দমনকারী বলিতেন। ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে, সত্যের অনুসন্ধান কালে কর্ণ, নাসিকা,

(১) মজ্ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯—৩৯।

(২) মজ্ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯—৩৯।

(৩) মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮১ হইতে।

(৪) মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭; ধম্মপদের টীকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬।

জিহ্বা, দেহ, বিজ্ঞান (বিঞ্ঞান) সকলকে দমন করা উচিত এবং তিনি এই সকল দমনের জন্য তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যে এই সকলকে দমন করিতে সমর্থ হইবে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লাভ করিবে।[১] সভীয় নামে একজন পরিব্রাজক তাঁহার সন্দেহ দূর করিবার জন্য ছয় জন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষকের নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সন্দেহ দূর করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি গৌতমের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, স্নাতক, কুশল, পণ্ডিত, মুনি, বেদগু, অনুবিদিত, ক্ষেত্রজীন, ধীর, পরিব্রাজক এবং আর্য্য হইতে হইলে কি ভাবে জগতে আচরণ করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছিলেন। সভীয় বুদ্ধকে বলেন যে, ছয়জন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক আপনার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলেন, "যে জ্ঞানে জ্যেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠ, বয়সে নহে।"[২]

(১) মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০১ ; সুত্ত নিপাত, পৃঃ ১৬৩।

(২) সুত্ত নিপাত, পৃঃ ৯১।

নবম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও নির্গ্রন্থ

গৌতম বুদ্ধের সময়ে নির্গ্রন্থ অর্থাৎ জৈনেরা একটী প্রবল সম্প্রদায় ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীর ও বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন এবং মহাবীর বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] লিচ্ছবীদেশ বৈশালীতে বুদ্ধ বহুদিন যাপন করেন। এই দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক কোশল, মগধ, অঙ্গ এবং বিদেহে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। দিব্যাবদানের (পৃঃ ১৪৩) মতে মহাবীর বুদ্ধের অসামান্য শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। মজ্ঝিম নিকায়ের[২] সামগাম সুত্ত এবং দীঘ নিকায়ের[৩] পাটিক সুত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাবীর বুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। মজ্ঝিম নিকায়ের অভয়রাজকুমার সুত্ত[৪] হইতে জানিতে পারা যায় যে বুদ্ধ এবং দেবদত্তের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহা মহাবীর জানিতেন। রাজগৃহে বাসকালে বুদ্ধ মহানামকে বলিলেন যে এক সময়ে তিনি দেখেন যে ইসিগিলির নিকটে কতকগুলি জৈন ভিক্ষু কঠোর তপস্যা করিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদের গুরু মহাবীরের মতে অতীত জীবনের পাপ ক্ষয় করিবার

---

(১) জৈন সুত্র, এস্. বি. ই., ১ম খণ্ড, গৌরচন্দ্রিকা, ১১ পৃঃ।

(২) ২য় ভাগ, পি. টি. এস্., ২৪৩ পৃঃ।

(৩) পি. টি. এস্., ৩য় ভাগ।

(৪) ১ম ভাগ, ৩৯২ পৃঃ।

জন্য তাঁহারা এইরূপ আচরণ করিতেছেন। বুদ্ধ এই বিষয়টি তাঁহাদের নিকট সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করেন। মহাবীরের মতে প্রাণীর জীবন নাশ করা উচিত নহে, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নহে, মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, মদমাৎসর্য্য ও কামের বশীভূত হওয়া উচিত নহে, এবং যাহারা এই সকল ত্যাগ করিতে পারে না তাহারা নরকগামী হয়। বুদ্ধেরও এই মত। মহাবীর চাতুযামসম্বর[১] সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে চারি প্রকার শীল এবং আত্মচেষ্টার দ্বারা আত্মার শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে পাওয়া যায়। বুদ্ধের মতে চাতুযামসম্বর বলিতে চারি প্রকার শীলকে বুঝায়। মহাবীর বলেন যে প্রাণনাশ পাপকর্ম্ম, কিন্তু বুদ্ধ বলেন, "মানব যদি কোন দুষ্কর্ম্ম ইচ্ছাবশতঃ না করে তাহা হইলে কোন পাপ হয় না।" যদিও বুদ্ধ মহাবীরের সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই, তাঁহার অনেক শিষ্যের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। মহাবীর বৃজিভূমি এবং মগধে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করার ফলে বহুসংখ্যক শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন। সিংহ নামে লিচ্ছবীদিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রথমে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। পরে বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধ এবং ভিক্ষুগণকে তাঁহার বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। সচ্চক নামে মহাবীরের আর একটী শিষ্য শ্রমণ গৌতমের সহিত ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, গণ এবং বৌদ্ধ দর্শনের আরও কতকগুলি জটীলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তর্কে বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ৫০০ শত লিচ্ছবী সহ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।[২] শ্রাবস্তীর একটী বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তির আশায় অর্জ্জুন সর্ব্ব প্রথম জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পরে বুদ্ধের সাক্ষাৎলাভ করেন এবং

---

(১) সামঞ্‌ঞফল সুত্ত, দীঘ নিকায়; সুমঙ্গল বিলাসিনী, ১৬৭—১৬৮ পৃঃ।

(২) মজ্‌ঝিম নিকায়, পি. টি. এস্., ১ম খণ্ড পৃঃ ২২৭।

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে অর্হত্ব লাভ করেন।[১] সম্রাট বিম্বিসারের অভয় নামে একটী পুত্র ছিল। সর্ব্বপ্রথমে ইনি মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অভয় গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে অর্হৎ হন। সিরিগুপ্ত এবং গর্হাদিন্ন[২] নামে দুইটী বন্ধু ছিলেন, প্রথমটী বুদ্ধের উপাসক এবং দ্বিতীয়টী জৈনধর্ম্মাবলম্বী। গর্হাদিন্ন তাঁহার বন্ধুকে বৌদ্ধধর্ম্মের অসারত্ব বুঝাইয়া ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। সিরিগুপ্ত তাহার কথা ঠিক কিনা জানিবার জন্য তাঁহার বাটীতে জৈন শিক্ষকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। জৈন শিক্ষকগণ সিরিগুপ্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে সিরিগুপ্ত তাঁহার বাটীতে একটী গর্ত্ত খনন করাইয়া মৃত্তিকার দ্বারা পূর্ণ করাইয়া এমন ভাবে ঢাকা দেন যে ইহার নিম্নে একটী গর্ত্ত আছে তাহা কেহ জানিতে পারিবেনা। গৃহের বাহিরে তিনি মৃত্তিকাপাত্র রাখেন এবং পাত্রের উপর কদলীপত্র রাখিয়া দিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যূযে পাঁচ শত জৈন সিরিগুপ্তের গৃহে আগমন করেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করেন। যখন তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন, ঐ গর্ত্তের ঢাকা টানিয়া লওয়া হইল এবং জৈনগুলি গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া গর্হাদিন্ন অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং সিরিগুপ্তের শিক্ষককে শাস্তি দিবার মনস্থ করিলেন। বুদ্ধ এবং পাঁচ শত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তিনি সিরিগুপ্তকে বলিলেন। তাঁহার বাটীতে ঐরূপ একটী গর্ত্ত খনন করা হইল। বুদ্ধ গর্ত্তের কথা জানিয়াও পাঁচ শত ভিক্ষু সহ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের আসনগ্রহণ সময়ে তাঁহাকে গর্ত্তে ফেলিবার তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পাঁচ শত ভিক্ষু সহ বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। ক্রমশঃ তাহারা তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে লাগিল। গর্হাদিন্ন নিজ দোষ জানিতে

(১) Psalms of the Brethren, পৃঃ ৮৩।

(২) ধম্মপদ্ টীকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৩৪—৪৪৭।

পারিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হত্ব লাভ করিলেন। যখন বুদ্ধ নালন্দায় আম্রবনে বাস করিতেছিলেন, দীঘতপস্বী [১] নামে একজন নিগ্রন্থ বুদ্ধের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "পাপকার্য্য করিতে হইলে কি কি প্রকারে করা যায়?" ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে তাঁহার মতে পাপ বলিয়া কোন বস্তু নাই, শাস্তি বলিয়া বস্তু আছে এবং শাস্তি তিন প্রকার, শারীরিক, মানসিক এবং বাচনিক। শারীরিক শাস্তি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। দীঘতপস্বী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার মতে কোন্ শাস্তি হইতে পাপের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ বলেন যে আমার মতে শাস্তি বলিয়া কোন জিনিষ নাই, কর্ম্ম আছে এবং মনকর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পাপপূর্ণ, ইহা শ্রবণ করিয়া দীঘতপস্বী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উপালি নামক একজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ দীঘতপস্বীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধের সহিত তাঁহার কি তর্ক হইল তাহা তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। উপালি পরে বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি কারণে তিনি কায়কর্ম্ম অপেক্ষা মনকর্ম্মকে অধিকতর পাপপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেন যে বিনাশ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মনে বিনাশের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। মন সর্ব্ব কার্য্যে অগ্রগামী এবং ভালমন্দ কার্য্যের পূর্ব্বে মন ধাবিত হয়। বুদ্ধের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া উপালি বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করেন। উপালি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় জৈনেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। যখন বুদ্ধ রাজগৃহের বেলুবনস্থিত কলন্দক নিবাপে বাস করিতেছিলেন সেই সময় জৈনগুরু মহাবীর বুদ্ধকে তর্কে পরাস্ত করিবার জন্য অভয়-রাজকুমারকে [২] তাঁহার নিকটে পাঠান। অভয় গৌতমকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং আহারের পরে কতকগুলি প্রশ্ন

(১) মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১—৩৮৭।
(২) মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯২।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেন তথাগত যাহা বলেন তাহা সত্য এবং অসত্য কর্কশ বাক্য তিনি উচ্চারণ করেন না। অভয় বুদ্ধের উত্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হন। আর একজন সুবিখ্যাত জৈন মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বিশাখা[১] মিগারকে বুদ্ধের নিকট লইয়া যান। বিশাখা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা। ইনি মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধু ছিলেন। এক দিবস শ্রেষ্ঠী মিগার পাঁচশত জৈন শ্রমণকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। যখন তাঁহারা তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন, তিনি তাঁহার পুত্রবধুকে অভিবাদন করিতে বলেন ; কিন্তু তাহাদিগকে নগ্নাবস্থায় দেখিয়া বিশাখা অভিবাদন করিতে অস্বীকার করেন। শ্রেষ্ঠী তাঁহার পুত্রবধুর ব্যবহারের জন্য জৈনদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। যখন শ্রেষ্ঠী স্বর্ণপাত্রে পায়স পান করিতেছিলেন, বিশাখা তাঁহাকে সেবা করিতেছিলেন। ঠিক সেই মূহুর্ত্তে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু ঐ শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুকে কিছুই দান দেন নাই। ইহা দেখিয়া বিশাখা ভিক্ষুকে বলেন, "আপনি এখন এখান হইতে চলিয়া যান, কারণ আমার শ্বশুর এখন পায়স পান করিতেছেন, আপনি অন্য গৃহে ভিক্ষালাভের জন্য চেষ্টা করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বিশাখাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য আদেশ দেন। বিশাখা তাঁহাকে বলেন "আমায় শাস্তি দিবার পূর্ব্বে আপনি আমার কথাটী ভাল করিয়া প্রণিধান করুন।" এই বিষয়টী তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট জ্ঞাপন করা হইল। বিশাখা বলেন যে তাঁহার শ্বশুর অতীত জীবনের পুণ্যের ফলে ইহলোকে এইভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহার এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর বিশাখা যখন তাহার শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রেষ্ঠী

(১) ধর্ম্মপদের টীকা, ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ ;

তাঁহাকে গৃহে থাকিবার জন্য অনুনয় করেন। বিশাখা গৃহে বাস করিতে এক সর্ত্তে স্বীকার করেন যে তাঁহার ইচ্ছামত গৃহে ভিক্ষুগণকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন। পরদিবস তিনি তাঁহার গৃহে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন এবং আপন শ্বশুরকে বুদ্ধের সেবা করিতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে বিশাখা তাঁহার শ্বশুরকে বলেন। জৈনেরা যখন দেখিলেন যে শ্রেষ্ঠী তাঁহাদের কথা মানিবেন না, তখন তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর সম্মুখে একটী পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠী পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পবিত্রতার প্রথম সোপানের ফল লাভ করিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। যদিও বহু নির্গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা হইলেও বুদ্ধের সময়ে জৈনদিগের সংখ্যা অধিক ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও সমসাময়িক ধর্ম্মপ্রচারক

গৌতম বুদ্ধের সময়ে ছয়টী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ছয় জন নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের শিষ্য ছিল, সম্প্রদায় ছিল, এবং তাঁহারা লোকসমাজে সমাদৃত হইতেন।[১] মগধে এই সকল সম্প্রদায়ের নেতারা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন।[২] এই সকল ধর্ম্মনেতার শিষ্যগণ দার্শনিক আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ছয়জন ধর্ম্মনেতার মধ্যে মক্‌খলি গোসাল (মস্করী গোশাল) ও নিগণ্ঠনাথপুত্ত (নির্গ্রন্থনাথ পুত্র) যথাক্রমে আজীবিক এবং নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নির্গ্রন্থনাথপুত্রের অপর একটী নাম ছিল মহাবীর।

মক্‌খলি গোশাল কোশলের সরবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি জিন হইবার পর শ্রাবস্তী নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্ম্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন। জৈন-গ্রন্থে তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের উল্লেখ আছে। শ্রাবস্তীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া 'অষ্টমহানিমিত্ত' নামক ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করেন।

নিগণ্ঠনাথপুত্ত নাতবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাকে নিগণ্ঠ বলা হইত, কারণ তিনি পাপমুক্ত ছিলেন।

সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তও অন্যতম ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। মহাবস্তুর মতে ইনি ও সঞ্জয় পরিব্রাজক অভিন্ন। সঞ্জয় পরিব্রাজক সারিপুত্র

---

(১) দীঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড।

(২) মজ্ঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড, মহাসকুলদায়ী সুত্ত।

এবং মৌদ্‌গল্যায়ণের পূর্ব্বাচার্য্য। মহাবীরের পূর্ব্বে সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তের আবির্ভাব হয়।

পুরণ কস্‌সপ (পূর্ণ কাশ্যপ), অজিত কেশ কম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন (ককুদ কাত্যায়ন), অপর তিনটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তাঁহারা সকলে সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজক ছিলেন।

বুদ্ধঘোষের মতে পুরণ কস্‌সপ তাঁহার প্রভুর গৃহের দ্বাররক্ষক ছিলেন। এই কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না বলিয়া একটী বনে পলায়ন করেন এবং সেখানে চোরেরা তাঁহার বস্ত্র অপহরণ করিয়া লইল। নগ্নাবস্থায় তিনি একটী গ্রামে উপস্থিত হন এবং প্রচার করেন, তাঁহার নাম পূর্ণ, কারণ তিনি সকল বিষয় জানেন এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া কাশ্যপ নামে অভিহিত। গ্রামবাসীরা তাঁহার জন্য বস্ত্র আনয়ন করিল; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে লজ্জা আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র ব্যবহার করা হয়। তিনি কোন লজ্জা জানেন না। গ্রামবাসীরা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল এবং পূজা করিল।

অজিত কেশকম্বলী নাস্তিকবাদী ছিলেন। কেশ কম্বল পরিধান করিতেন বলিয়া তিনি কেশকম্বলী নামে পরিচিত।

পকুধ কচ্চায়ন কাত্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পৃষ্ঠে একটী বৃহৎ ককুদ ছিল বলিয়া তাঁহাকে পকুধ বলা হইত। কাহারও কাহারও মতে পকুধ কচ্চায়ন এবং প্রশ্নোপনিষধের কবন্ধী কাত্যায়ন অভিন্ন। পকুধ কচ্চায়ণের মতে জগতে সাতটী পদার্থের [১] সংযোগ ও বিয়োগের উপর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্ভর করে।

(১) সাতটী পদার্থ, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও জীবাত্মা।

পুরণ কস্‌সপ বলেন যে, আত্মা নিষ্ক্রীয়[১] এবং তিনি সাংখ্য মতকে পোষণ করিতেন। মক্‌খলি গোসালের মতে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই।[২] তিনি আরও বলেন যে জগতে পুরুষকার নাই, কারণ জীবের সুখ ও দুঃখ সমস্তই নিয়তি, জাতি এবং স্বভাবের অধীন। মানবের সুখ দুঃখ কতকটা তাহার অতীত কর্ম্মের উপর, কতকটা তাহার জাতি এবং কতকটা তাহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মানব বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে বিভিন্ন সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাঁহার মতে কর্ম্ম দুই প্রকার, মানসিক এবং দৈহিক। জাতির বিভিন্ন স্তরে বহু কল্প এবং অন্তর-কল্পের সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে জন্মের বিভিন্ন রূপ আছে তাহা নহে। মানবজীবনের উন্নতির স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরে মানসিক ও দৈহিক উন্নতির সামঞ্জস্য দেখা যায়। গোসাল প্রকৃতির উপাসক ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি কর্ম্ম এবং বাক্যের উপর বিশেষ নির্ভরতা দেখাইয়াছিলেন। বুদ্ধ চেতনার উপর নির্ভর করিতেন। গৌতম এবং মহাবীরের মতে মক্‌খলি গোসালের মত ছিল অকার্য্যবাদ। মক্‌খলি গোসালের নৈতিক এবং মানসিক তথ্যগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী। তাঁহার মতে যদি কোন নৈতিক স্বাধীনতা থাকে, ঐ স্বাধীনতাও নিয়মের বশবর্ত্তী।

সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত সংশয়বাদী ছিলেন। তাঁহার মতে জগৎ নিত্য কিংবা অনিত্য। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব আছে কিংবা নাই, জগৎ সাদি কিংবা অনাদি, ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান হয় না। কতকগুলি সংশয় থাকিয়া যায়। কতকগুলি মিথ্যা যুক্তির

(১) জৈন সূত্র, সূত্র কৃতাঙ্গ, ১. ১. ১৩।

(২) সুমঙ্গল বিলাসিনী, পৃঃ ১৬০—৬৫।

প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে এবং তাঁহার মতে মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিলে' শান্তির পরম পথ অবলম্বন করিতে পারা যায়। [১]

(১) এ বিষয়ে আরও কিছু জানিতে হইলে মৎপ্রণীত "*Historical Gleanings*" পুস্তকটীর তৃতীয় অধ্যায় দেখুন। ইহা ব্যতীত Rockhill সাহেবের *Life of the Buddha* পুস্তকের Appendix II, পৃঃ ২৫৫, B. C. Law, *Buddhistic Studies* তৃতীয় অধ্যায়, B. M. Barua's *Pre-Buddhistic Indian Philosophy* এবং *Ajivikas* দেখুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও রাজন্যবর্গ

বুদ্ধ তাঁহার সমসাময়িক রাজন্যবর্গের[১] সহিত ধর্ম্মালোচনায় বহু সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ক্রমশঃ তিনি সম্রাট বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহে আসেন। বিম্বিসার তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসিতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সম্রাট স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং সন্ন্যাস-জীবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। গৌতম সম্রাটের দান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে বলেন যে, বোধি-জ্ঞান লাভের পর তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বুদ্ধত্ব লাভের প্রায় ছয় মাস পরে তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তিনি পুনরায় রাজগৃহে আগমন করেন। বিম্বিসার বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বহু ব্রাহ্মণ গৃহস্থকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। বুদ্ধ তাঁহার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করেন। সম্রাট এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পবিত্রতার প্রথম সোপান লাভ করেন। সম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বুদ্ধ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদে আগমন করেন এবং সম্রাট প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন। প্রেতগণ কাশ্যপ বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া রাজা তাহাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্য সামগ্রী দান করিবেন এই আশায় সেথায় উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহারা হতাশ হইয়া রাত্রিকালে গভীর শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধ পরলোকগত

---

(১) B. C. Law, Buddhistic Studies, সপ্তম অধ্যায়, দেখুন।

আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে একটী দান দিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন। রাজা তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলেন। তিনি বুদ্ধকে বেলুবন দান করিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন পরম ভক্ত হইলেন এবং বুদ্ধর উপাসক হইলেন।[১] এক সময়ে যখন বুদ্ধ রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, বৈশালীতে গমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি বুদ্ধের গমনাগমনের পথ ভাল করিয়া দিলেন এবং বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিলেন। বুদ্ধকে বিশ্রামাগারে বহু খাদ্যদ্রব্য উপহার দিলেন।[২]

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার পরম ভক্তি ছিল এবং বুদ্ধকে তিনি ভক্তিভরে পূজা করিতেন। তিনি বুদ্ধের দেহাবশেষের একাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[৩] তিনি রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে ধাতুচৈত্য নির্ম্মাণ করেন।[৪] রাজগৃহে তিনি অষ্টাদশ মহাবিহারের সংস্কার করিয়া দেন।[৫] কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের আর একজন ভক্ত ছিলেন। জেতবনে বুদ্ধকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ছয়জন ধর্ম্মপ্রচারক যাঁহারা বয়সে আপনার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ তাঁহারা নিজদিগকে বুদ্ধ বলেন না। আপনি বয়সে কনিষ্ঠ হইয়া কি করিয়া আপনাকে বুদ্ধ বলেন?" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলেন, "ক্ষত্রিয়, সর্প, অগ্নি এবং ভিক্ষু যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ নহে, তথাপি ইহাদিগকে অসম্মান করা উচিত নহে।" প্রসেনজিৎ তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৬] যখন বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে

(১) বিনয়, মহাবগ্গ, ১, ২২।
(২) ধম্মপদের টীকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯।
(৩) দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।
(৪) মহাবংস, পৃঃ ২৪৭।
(৫) সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, ১০।
(৬) সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮—৭০।

বাস করিতেছিলেন, প্রসেনজিৎ এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী তাঁহাকে উপহার দেন।[১] প্রসেনজিৎ বহুবার বুদ্ধের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন তিনি দু-সা-না-শো এই ভয়াবহ শব্দ শুনিয়া রাত্রিকালে একটুও নিদ্রা যান নাই। পরদিন প্রাতে তিনি একটী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া এই শব্দের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই শব্দে মৃত্যুর ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং কেবলমাত্র একশত প্রাণীর জীবননাশ করিলে এইরূপ বিপদ দূর করিতে পারা যায়। রাজা একশত প্রাণীর জীবননাশের আদেশ দিলেন। রাণী মল্লিকা এই সংবাদ পাইয়া রাজাকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধ এই শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা বুদ্ধের উত্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অভিবাদন করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে সমস্ত প্রাণীর বধের আদেশ হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন।[২]

উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোৎ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। মহাকাত্যায়ন তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। রাজা বুদ্ধকে আপন প্রাসাদে আনয়নের জন্য কাত্যায়নকে আদেশ দেন। কাত্যায়ন বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাতজন সঙ্গী লইয়া অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি বুদ্ধকে বলেন, রাজা প্রদ্যোৎ আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে এবং আপনার চরণ পূজা করিতে ইচ্ছুক। বুদ্ধ তাঁহাকে এবং তাঁহার সাতজন সঙ্গীকে বলিলেন, "তোমরা ফিরিয়া গিয়া তোমাদের ধর্ম্ম রাজাকে শোনাও।" রাজা তাহাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

বৎসরাজ উদয়ন বুদ্ধের আর একজন সমসাময়িক ছিলেন।

---

(১) বিমান বত্থুর টীকা, পৃঃ ৫—৬।

(২) ধম্মপদ টীকা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।

সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তি ছিল না; কিন্তু পরে বুদ্ধের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।

বিম্বিসারের পুত্র অভয় বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন। শীঘ্র তিনি পবিত্রতার প্রথম সোপানে উপনীত হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন।[১]

শাক্য রাজবংশজাত উত্তিয় বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করেন।[২] রাজা শুদ্ধোদন এবং রাণী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পুত্র নন্দ বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন এবং পরে অর্হৎ হন।[৩] পঞ্চাল রাজার দৌহিত্র বিশাখ বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং অর্হৎ হন।[৪]

যশোধরার পুত্র রাহুল বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরে অর্হত্ব লাভ করেন।[৫] কোশলরাজের পুত্র ব্রহ্মদত্ত জেতবনারামে বুদ্ধের গৌরবের কথা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং ক্রমশঃ ছয় প্রকার অভিজ্ঞা এবং অর্হত্ব লাভ করেন।[৬] শাক্য রাজবংশজাত ভদ্দিয় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে অর্হৎ হন।[৭] যে সকল রাজমহিলা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্যা শাক্য রাজবংশসম্ভূতা সুন্দরীনন্দা। বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তিনি পবিত্রতার প্রথম সোপানের ফল লাভ করেন এবং পরে অর্হৎ হন।[৮] সাগলের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মগধরাজ বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা বেলুবন বিহারে বুদ্ধের

(১) থেরগাথা, শ্লোক ২৬।
(২) থেরগাথা, শ্লোক ৯৯।
(৩) থেরগাথা, শ্লোক ১৫৭—১৫৮।
(৪) থেরগাথা, শ্লোক ২০৯—২১০।
(৫) থেরগাথা, শ্লোক ২৯৫—২৯৮।
(৬) থেরগাথা, শ্লোক ৪৪১—৪৪৬।
(৭) থেরগাথা, শ্লোক ৮৪২—৮৬৫।
(৮) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৮০—৮৬; মনোরথ-পূরণী, পৃঃ ২১৭—২১৮।

নিকট গমন করেন। শীঘ্রই তাঁহার নশ্বর সৌন্দর্য্যের অহমিকা নষ্ট হয়। একাগ্রচিত্তে বুদ্ধবচন শ্রবণ করিয়া অর্হৎ হন।[১] ইহা ব্যতীত মল্লিকা এবং বাসবক্ষত্রিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে অর্হত্ব লাভ করেন।[২]

(১) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১২৬ হইতে; মনোরথ পূরণী, পৃঃ ২০৫; অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫।

(২) ধম্মপদ-টীকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২; ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭—৮; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও নারী

বুদ্ধ বহু প্রকারে স্ত্রীজাতির মঙ্গল করিয়াছিলেন। ক্রীতদাসীরা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী শ্যামাবতীর খুজ্জুত্তরা নামে একটী ক্রীতদাসী ছিল। সে রাণীর জন্য প্রত্যহ আট কহাপণ মূল্যের পুষ্প ক্রয় করিত; কিন্তু প্রত্যহ এই আটটী কহাপণের মধ্যে চারিটী চুরি করিত। একদিবস যখন সে মালাকারের গৃহে পুষ্প ক্রয় করিতে আসে, বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সে শ্রবণ করিয়াছিল। পবিত্রতার প্রথম সোপানের ফল লাভ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করে। রাজমহিষীর নিকট সে তাহার দোষ স্বীকার করিল।[১] বীরণি নামে অশোক ব্রাহ্মণের একটী ক্রীতদাসী প্রত্যহ সঙ্ঘকে দান দিবার জন্য নিযুক্ত হইল। আট জন ভিক্ষুকে ভক্তিভরে প্রচুর দান দিয়া তাহার স্বর্গে জন্ম হইল।[২] বুদ্ধের কোন একজন শিষ্যার কার্য্য ছিল ভিক্ষুদিগের আসন ঠিক করিয়া রাখা, জল দেওয়া এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য করা। সে অত্যন্ত ভক্তিভরে ভিক্ষুগণকে সেবা করিত, শীল পালন করিত এবং ষোল বৎসর ধরিয়া বত্রিশ প্রকার পাপ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিল। ইহার ফলে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল।[৩] কোশলের থূন নামে একটী গ্রামে কোন একজন ব্রাহ্মণের একটী ক্রীতদাসী জল আনিবার সময় একটী বৃক্ষমূলে বুদ্ধকে দর্শন করে। সে

---

(১) ধম্মপদ-টীকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮।

(২) মহাবংশ, পৃঃ ২১৪।

(৩) বিমানবত্থু-টীকা, পৃঃ ৯১—৯২।

মনে করিল, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার ইহাই একটী সুযোগ। সে বুদ্ধকে একটী জলপাত্র প্রদান করিল। বুদ্ধ ঐ পাত্র হইতে জলপান করিলেন এবং তাঁহার ঋদ্ধিবলে জল শেষ হইয়া গেলেও পুনরায় পূর্ণ হইয়া গেল। বুদ্ধ ঐ ক্রীতদাসীর বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাকে দেখাইলেন যে, যে জলপাত্র সে প্রদান করিয়াছে তাহাতে বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য জল যথেষ্টই ছিল। ঐ ক্রীতদাসীর ব্রাহ্মণপ্রভু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রাণনাশ করিয়াছিল।[১] ক্রীতদাসীগণের মুক্তির বহু উদাহরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে আমরা পাই।[২]

বারবনিতার উপর বুদ্ধের প্রভাব যে কম ছিল তাহা নহে। বৈশালীর সুপ্রসিদ্ধ বারবনিতা অম্বপালী যখন শুনিলেন যে, বুদ্ধ তাঁহার বাগানে আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহার নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিলেন এবং অম্বপালী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বুদ্ধকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন। অম্বপালী ক্রমশঃ অর্হত্ব লাভ করেন।[৩] রাজগৃহের সিরিমা নামে আর একজন সুন্দরী বারবনিতা ছিল। শ্রেষ্ঠীর ভার্য্যা উত্তরার গৃহে সিরিমা বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পবিত্রতার প্রথম সোপান লাভ করে। সে প্রত্যহ আটজন ভিক্ষুকে দান দিত।[৪] অড্ঢকাশী নামে বারাণসীতে আর একজন সুবিখ্যাত বারবনিতা ছিল। সে তাহার শেষ বয়সে ভিক্ষুনীজীবন গ্রহণ করিয়াছিল।

(১) বিমানবত্থু-টীকা, পৃঃ ৪৫—৪৬।

(২) মৎ প্রণীত গ্রন্থ "Women in Buddhist Literature" দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) "Psalms of the Sisters," পৃঃ ১২৫।

(৪) ধম্মপদ-টীকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪।

বুদ্ধ তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ভিক্ষুগণকে আদেশ দেন।[১] সে দিব্যজ্ঞানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে এবং খুব শীঘ্রই অর্হৎ হয়।[২] বুদ্ধ সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের সৌন্দর্য্যের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেন।[৩]

বুদ্ধ বলেন স্ত্রী সাত প্রকার যথা ঃ—(১) নির্দ্দয় স্ত্রী—যে তাহার স্বামীকে ঘৃণা করে এবং অপরকে ভালবাসে এবং কোন মঙ্গল কার্য্যে রত হয় না, (২) যে স্ত্রী, স্বামী সৎপথে থাকিয়া ব্যবসায় যাহা অর্জ্জন করে তাহা চুরি করে, (৩) যে স্ত্রী অলস, কামী, সদাই ক্রুদ্ধ, লোভী, কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে এবং তাহার নিম্নস্থ লোকগুলিকে পীড়ন করে, (৪) যে স্ত্রী ভাল কার্য্যে সহানুভূতি করে, স্বামীকে যত্ন করে এবং যে সমস্ত জিনিষ স্বামী আনয়ন করে তাহা রক্ষা করে, (৫) যে স্ত্রী বিনয়ী এবং স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করে, (৬) যে স্ত্রী ধার্ম্মিক, সম্ভ্রান্তবংশীয়া এবং স্বামীর উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে, এবং (৭) যে স্ত্রী তাহার স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করে, সতী এবং পীড়নকে ভয় করে।[৪] সকল স্ত্রীজাতির উপর, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে এবং মুক্তি লাভের জন্য ভিক্ষুণী জীবন যাপন করে। শাক্যবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। শাক্য স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিত। সর্ব্বপ্রথমে শাক্য স্ত্রীলোকেরা তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া আত্মার মুক্তির জন্য ভিক্ষুণীর কঠিন

(১) Vinaya Texts, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬০—৩৬১।

(২) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৩০—৩৩।

(৩) মৎ প্রণীত গ্রন্থ "Women in Buddhist Literature", চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) জাতক, ফৌস্‌বোল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭—৪৮।

জীবন যাপন করেন। বুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করিবার আদেশ দিতে প্রথমে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সম্মতি দেন। স্ত্রীলোকেরা গৌতম বুদ্ধের বোধি লাভের বিবরণ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুনর্জন্মের ভয়ে পিতামাতা এবং স্বামীর আদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন। বুদ্ধ এবং অর্হৎদিগের নিকট হইতে তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। থেরীগাথা এবং তাহার ভাষ্য হইতে জানা যায়, কি ভাবে গৌতম বুদ্ধের সময়ে স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষুণী জীবন যাপন করিতেন। অনেক দুঃখিতা মাতা, সন্তানহীনা বিধবা এবং দুঃখিতা বারবনিতা গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া শান্তি লাভের জন্য গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন। ধনীর স্ত্রী অলস জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। দীনের স্ত্রী দীন পরিবারের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার ধনী ভগ্নীর পদানুসরণ করেন। এইরূপে পার্থিব জীবনের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া এই সকল স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর সুখের জীবন লাভেচ্ছায় ভিক্ষুণীর এবং থেরীর কঠিন জীবন যাপন করেন। মার তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই এবং অসচ্চরিত্র লোকেরা মুগ্ধ করিতে পারে নাই। পবিত্রতার তৃতীয় সোপানের ফল লাভ করিয়া শুভা জীবকের আম্রবনে যখন বেড়াইতেছিল, কোন একজন দুশ্চরিত্র লোক তাহার পথরোধ করে এবং তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। শুভা তাহাকে তাহার সকল কথা বলে; কিন্তু ঐ অসচ্চরিত্র লোক তাহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। তাহার পর শুভা তাহার একটী চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ঐ অসচ্চরিত্র লোকের হস্তে নিক্ষেপ করে। ইহা দেখিয়া ঐ লোকটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারপর শুভা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের নিকট আসে এবং তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দিব্যচক্ষু লাভ করে।

পরে সে অর্হৎ হয়।[১] গৃহী স্ত্রীলোকের উপর বুদ্ধের প্রভাব কম ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কয়েকটী স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিতে পারি:—(১) কোশলরাজের ভগ্নী সুমনা,[২] (২) ভদ্দা,[৩] (৩) সুপ্পিয়া,[৪] (৪) ক্ষেমা, (৫) সুজাতা, (৬) মুত্তা এবং (৭) বড্‌ঢ মাতা।[৫]

মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং পাঁচশত শাক্যবংশীয়া স্ত্রীলোক পার্থিব জীবন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করিতে সর্ব্বপ্রথমে আদেশ দেন নাই। স্ত্রীলোকেরা সঙ্ঘে যোগদান করিলে কি কুফল ঘটিবে তাহাও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে পরিণত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণের সহিত ভিক্ষুণীদিগের এবং ভিক্ষুণীদিগের সহিত সাধারণ লোকের পুনঃ পুনঃ সাক্ষাতের ফলে বহু গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি, যথা:—থুল্লনন্দা, দব্ব, অভিরূপ নন্দা এবং শ্রাবস্তীর সাঢ়হো নামক একজন শ্রেষ্ঠী।[৬]

প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধা স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিতে পারি, যথা:— মহাপ্রজাপতি গৌতমী[৭], চিত্তা[৮], সুক্কা[৯], সেলা[১০], সীহা[১১],

(১) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ২৪৫।

(২) থেরীগাথা-টীকা পৃঃ ২২—২৩; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২—৩৪।

(৩) বিমান বত্থু-টীকা, পৃঃ ১০৯—১১০।

(৪) Vinaya Texts, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬, ২১৯।

(৫) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১২৬-১২৭, ১৩৬—৩৭, ১৪—১৫, এবং ১৭১—৭২।

(৬) বিনয় পিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০১, থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ২৫—২৬।

(৭) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১৪০—১৪৭। (৮) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৩৩।

(৯) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৫৭, ৬১। (১০) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৬১।

(১১) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৭৯—৮০।

সুন্দরীনন্দা [১], খেমা [২], রোহিণী [৩], সুভা [৪], তিস্‌সা [৫], সুমেধা [৬], বিসাখা [৭], অম্বুলা [৮], উপ্পলবন্না [৯], বিমলা [১০], বড্‌ঢেসি [১১], উত্তরা [১২], খুজ্জুত্তরা [১৩], দিন্না [১৪], ভদ্দা কুণ্ডলকেসা [১৫], উব্বিরী [১৬], কিসাগোতমী [১৭], পটাচারা [১৮], ধম্মদিন্না [১৯], সুপ্পবাসা কোলিয়ধিতা [২০], এবং সামাবতী [২১]। এই সকল স্ত্রীলোকের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "বৌদ্ধ রমণী" পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। [২২]

(১) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৮০। (২) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১২৬।
(৩) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ২১৪। (৪) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ২৩৬।
(৫) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১১। (৬) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ২৭২।
(৭) ধম্মপদ-টীকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪। (৮) দীপ বংশ, পৃঃ ৬৮, ৮৮।
(৯) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১৮২। (১০) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৭৬—৭৭।
(১১) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৭৫—৭৬। (১২) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১৬১—৬২।
(১৩) ধম্মপদ-টীকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮। (১৪) ধম্মপদ-টীকা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫।
(১৫) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৯৯। (১৬) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ৫৩—৫৪।
(১৭) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১৭৪। (১৮) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১০৮।
(১৯) থেরীগাথা-টীকা, পৃঃ ১৫। (২০) অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২—৬৩।
(২১) উদান, পৃঃ ৭৯। (২২) সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও মার

মহাবংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে মারের সহস্র হস্ত ছিল।[১] নারীও মার হইতে পারে।[২] জৈন এবং বৌদ্ধ মতে মার হইতে মায়ার উৎপত্তি এবং মায়ার বশবর্ত্তী লোককে মার ভয় করিতে পারে।[৩] মারের অনেকগুলি নাম আমরা পাই যথা কন্‌হ (কৃষ্ণ), অধিপতি, নমুচি, পমত্তবন্ধু এবং অনন্ত।[৪]

সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায় যে বুদ্ধের শত্রু ছিল মার। বুদ্ধের প্রতি সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল যাহাতে বুদ্ধ নির্ব্বাণপথে অগ্রসর হইতে না পারেন। গৃধ্রকূট পর্ব্বতের শিখা হইতে বুদ্ধের জীবননাশের জন্য একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল।[৫] যখন সিদ্ধার্থ সংসার জীবন ত্যাগ করিবার জন্য কপিলবস্তু নগর হইতে বহির্গত হইতেছিলেন মারের সহিত তাঁহার নগরদ্বারে সাক্ষাৎ হয়। মার সিদ্ধার্থকে বলেন যে তিনি শীঘ্রই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন এবং তাঁহার পক্ষে নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। বুদ্ধ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। সাতবর্ষ ধরিয়া বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্ক অন্বেষণে মার বিফল মনোরথ হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে পর বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যখন বুদ্ধ

(১) অধ্যায় ৩০, শ্লোক ৭৫।

(২) বিভঙ্গ, পৃঃ ৩৩৬—৭।

(৩) সূত্রকৃতাঙ্গ, জৈনসূত্র, ২য় ভাগ, এস্ বি. ই., খণ্ড ৪৫, পৃঃ ২৪৪।

(৪) নিদ্দেস, পি. টি. এস্, পৃঃ ৪৮৯।

(৫) নেত্তিপকরণ পৃঃ ৩৪।

অজপাল নিগ্রোধবৃক্ষের নিম্নে বসিয়াছিলেন, মার এবং মারের তিনটী কন্যা তাঁহাকে বহু প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার সঙ্কল্প নষ্ট করিতে পারে নাই।[১] বুদ্ধ মারের দুষ্ট উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলেন যে, আভস্‌সর দেবতাদের ন্যায় আনন্দের উপর নির্ভর করিয়া তিনি জীবনধারণ করিবেন।[২] কতকগুলি যুবতী মারের পরামর্শানুযায়ী বুদ্ধের সমক্ষে উচ্চ হাস্য করিয়াছিল। বুদ্ধ তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা অন্ধকার আনয়ন করেন এবং ঐ স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়ে এবং পরে তাহাদের মূর্খতা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হয়।[৩] মৌদ্‌গল্যায়ণ ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে মার তাঁহার শরীরে আশ্রয় লইয়াছে এবং তিনি মারকে বলিলেন যে তথাগত এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে যেন সে বিরক্ত না করে।[৪] অঙ্গুত্তর নিকায় হইতে জানা যায় যে মার বুদ্ধকে বলে, "এইবার তুমি ইহলোক হইতে চলিয়া যাও।" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে, তিন মাস অতীত হইলে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন।[৫] যখন বুদ্ধ জেতবনে একটী বৃহৎ সভায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, মার তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছিল তিনি মারকে বলেন, "তথাগতদিগের দশটী বল আছে এবং তাহারা পৃথিবীকে জয় করিয়াছে।"[৬] শ্রাবস্তীতে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার সময়ে মার একজন কৃষকবেশে আসিয়া বুদ্ধদেবকে বলে, "তুমি আমার বলদ দেখিয়াছ কি?" এই ভাবে বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারের সময়ে মার তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছিল।[৭] তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের সহিত

(১) ধম্মপদ-টীকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫—৯৬।
(২) ধম্মপদ-টীকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭—৫৮।
(৩) ধম্মপদ-টীকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০১—১০২।
(৪) মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২।
(৫) মজ্ঝিম নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১০—১১।
(৬) সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯—১১০।
(৭) সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫।

মারের একটী যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া আছে। বোধি লাভের পূর্ব্বে তিনি মারকে ধ্বংস করিতে মনস্থ করেন। মার এই সংবাদ পাইয়াছিল। মার তাহার সৈন্য সামন্ত লইয়া বুদ্ধকে বৃথা আক্রমণ করে। মারের কতকগুলি ভক্ত বোধিসত্ত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে মারকে নিষেধ করে; কিন্তু মার ইহাতে বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব মারকে বলেন, "হে পাপী! তুমি একটী যজ্ঞ করিয়াছ, আমি শত শত যজ্ঞ করিয়াছি এবং এই বিষয়ে পৃথিবী আমার সাক্ষ্য দিবে।" মহাবস্তু অবদান হইতে জানা যায় যে যখন বোধিসত্ত্ব বোধিবৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মার তখন অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। মার এবং মারের সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়।[১] ললিতবিস্তর গ্রন্থে বুদ্ধ এবং মারের সঙ্ঘর্ষণের একটী বিশদ বিবরণ আছে। যখন সিদ্ধার্থ সম্বোধি লাভের জন্য উদ্যত, মার তখন জানিতে পারে যে শাক্যসিংহ মুক্তির জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছে এবং পুত্র, সৈন্য, বন্ধু এবং জ্ঞাতিদিগকে মার এই সংবাদ দেয়। মারের সৈন্যদল সকল প্রকার অস্ত্র লইয়া বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করে কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মার বোধিসত্ত্বকে প্রলুব্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করে। বল এবং কৌশলের দ্বারা বোধিসত্ত্বকে জয় করিতে মার তাহার তিন কন্যাকে প্রেরণ করে; কিন্তু কন্যাদিগের বহু চেষ্টা নিষ্ফল হয়। বোধিসত্ত্বের মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য মার বহু চেষ্টা করিয়াও সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। মার শাক্যসিংহের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোনরূপ বাধা দিতে না পারিয়া পরাজিত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করে।[২]

(১) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭।

(২) জিনচরিত, শ্লোক ২৪২—২৭০

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ ও দেবদত্ত

যখন বুদ্ধ বংশউদ্যানে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন দেবদত্ত[১] আসন হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধকে বলেন, "আপনার বয়স হইয়াছে, আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত করুন।" বুদ্ধ দেবদত্তের এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ইহার পর হইতে দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। বুদ্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণ প্রচার করেন যে দেবদত্ত সাধারণ সমক্ষে যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বুদ্ধ বচন নহে। ইহাতে দেবদত্ত অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর নিকট গমন করেন। বৃদ্ধ পিতা বিম্বিসারকে বধ করিবার জন্য দেবদত্ত অজাতশত্রুকে পরামর্শ দেন। বিম্বিসার রাজ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে গুপ্তসন্ধি হইতেছে জানিয়া স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন। গৌতম বুদ্ধের জীবননাশের জন্য দেবদত্ত অজাতশত্রুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। যে সকল লোককে বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য দেবদত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য স্বীকার করে। গৃধ্রকুট পর্ব্বতের পাদদেশে যখন বুদ্ধ পাদচারণ করিতেছিলেন, দেবদত্ত তাঁহার প্রাণনাশের জন্য একখানি বৃহৎ শিলাখণ্ড তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু দেবদত্তের এই চেষ্টা নিষ্ফল হইল। দেবদত্তকে বুদ্ধ বলিলেন "হে মূর্খ! বহু পাপ সঞ্চয় করিতেছ।" দেবদত্ত আর একবার বুদ্ধের জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজগৃহের রাজপথে নালাগিরি নামক এক উন্মত্ত

---

(১) Rockhill, Life of the Buddha, পৃঃ ১৩।

হস্তীকে বুদ্ধের জীবননাশের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঐ হস্তী যখন বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদধুলি লইয়া শান্তভাবে চলিয়া গেল। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া দেবদত্ত সঙ্ঘে গোলমালের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলেন। সে কোকালিক, কটমোরক তিস্‌সক, খণ্ডদেবীপুত্ত এবং সমুদ্দদত্তকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে ভিক্ষুগণের জীবন আরও কঠোর হওয়া উচিত; কিন্তু বুদ্ধ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তাহার পর দেবদত্ত বৈশালীর পাঁচশত নূতন বৃজি ভিক্ষুর সাহায্য লাভ করিয়া সঙ্ঘে গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন দেবদত্ত তাঁহার ভক্তগণের সহিত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গমন করেন, তখন সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেবদত্ত ভাবিলেন যে সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছেন। সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন ঐ নূতন বৃজি ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধের দলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র মুখ হইতে উত্তপ্ত রক্ত বাহির হইয়া দেবদত্তের জীবননাশ হইল।[১]

(১) এই বিবরণটা কতদূর সত্য তাহা ঐতিহাসিকের বিবেচ্য। চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয়, ফাহিয়েন এবং হুয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ কালে শ্রাবস্তী এবং কর্ণসুবর্ণ দেবদত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব দেখিয়াছিল। দেবদত্ত সম্বন্ধে তিব্বতীয় বিবরণ Rockhill সাহেবের Life of the Buddha শীর্ষক পুস্তকে (পৃঃ ৯২ ইত্যাদি) প্রদত্ত আছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রধান শিষ্যবর্গ

বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কঙ্খা-রেবত—ইনি শ্রাবস্তীর একটী ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন। যে সকল ভিক্ষু ধ্যান আচরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সুভূতি—ইনি অনাথপিণ্ডিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। যখন অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধকে জেতবন আরাম উপহার দেন, তখন সুভূতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

পুণ্ণমন্তালিপুত্ত—ইনি একটী সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ধর্ম্মপ্রচারে যে সকল ভিক্ষু দক্ষ ছিলেন তাহাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দাসক—অনাথপিণ্ডিকের একজন ক্রীতদাসের পুত্র। বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে ইনি অর্হত্ব লাভ করেন।

অভয়—সম্রাট বিম্বিসারের রক্ষিতার পুত্র। প্রথমে ইনি মহাবীরের শিষ্য ছিলেন এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর গৃহত্যাগী হন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

সুপ্রিয়—নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে থের সোপাক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ক্রমশঃ অর্হত্ব লাভ করেন।

বিমল কোণ্ডঞ্ঞ—সম্রাট বিম্বিসারের রক্ষিতার পুত্র। অম্বপালী ইহার মাতা। পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হত্ব লাভ করেন।

ছন্ন—শুদ্ধোদনের ক্রীতদাস ছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হত্ব লাভ করে।

তিস্স—রোগুব নগরের রাজা ছিলেন এবং সম্রাট বিম্বিসারের মিত্র ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ইনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

বচ্ছগোত্ত—কোন একটী ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক ছিলেন। পরে ভিক্ষু হন এবং ছয় প্রকার অভিজ্ঞা লাভ করেন।

যস—বারাণসীর একটী ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পার্থিব জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া ইনি ভিক্ষু হন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

পিণ্ডোল ভারদ্বাজ—কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের পুরোহিত পুত্র ছিলেন। ইনি ব্রহ্মণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পরে ভিক্ষু হন এবং ছয় প্রকার অভিজ্ঞা লাভ করেন।

মহা চুন্দ—সারি পুত্রের ভ্রাতা। ইনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে ভিক্ষু হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন।

ধনিয়—কুম্ভকার পরিবারে ইহার জন্ম হয়। পুনর্জ্জন্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে ভিক্ষু হন এবং ক্রমশঃ অর্হত্ব লাভ করেন।

উপালি—নাপিত পরিবারে ইহার জন্ম হয়। অনুরুদ্ধের পদানুসরণ করিয়া ইনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন এবং পরে অর্হৎ হন। যে সকল ভিক্ষু বিনয় জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

সোণ কূটিকণ্ণ—অবন্তীর একটী ধনী পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। মহাকচ্চায়নের নিকট হইতে ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং পরে ভিক্ষু হইয়া ক্রমশঃ অর্হত্ব লাভ করেন।

উরুবেল কস্সপ—একটী ব্রাহ্মণ কুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি তিনটী বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে ভিক্ষু হন এবং যে সকল ভিক্ষুর অনেক শিষ্য ছিল তাঁহাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মালুঙ্ক্যা পুত্ত—ইহার মাতার নাম ছিল মালুঙ্ক্যা। ইনি একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ভিক্ষু হন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

মহাকচ্চায়ন—উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিত-পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজপুরোহিত হন। উজ্জয়িনীর রাজা বুদ্ধকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য কচ্চায়নকে বুদ্ধের নিকট পাঠান। কচ্চায়ন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

মহাকপ্পিন—একটী রাজপরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর কুক্কুট নগরের ইনি রাজা হন। এই সময়ে শ্রাবস্তী এবং কুক্কুটের মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছিল। কতকগুলি বণিক তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ইনি বুদ্ধের সহিত দেখা করেন। ইনি পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

আনন্দ

RELICS OF SARIPUTTA

রেবত—অর্হত্ব লাভ করিয়া শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী একটী বনে বাস করিতেছিলেন। ঐ বনে কতকগুলি তস্কর বাস করিত। রাজার কর্ম্মচারী তাহাদের অন্বেষণে ঐ স্থানে আসে এবং তস্করেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী সেইখানে ফেলিয়া পলাইয়া যায়। ঐ রাজকর্ম্মচারী থেরকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া যায়। রেবত প্রমাণ করেন যে তিনি তস্কর ছিলেন না এবং পরে রাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন।

অনুরুদ্ধ—রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদনের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং পরে ভিক্ষু হইয়া অর্হত্ব লাভ করেন। যাঁহারা দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

সারিপুত্ত এবং মহামোগ্গল্লান—গৌতম বুদ্ধের সময়ে সারি-পুত্তের নাম ছিল উপতিস্স এবং মোগ্গল্লানের নাম ছিল কোলিত। ব্রাহ্মণকুলে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহারা গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন এবং পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে ইঁহারা সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন। বুদ্ধের যে সকল শিষ্য জ্ঞানে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সারিপুত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মোগ্গল্লান অলৌকিক শক্তিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

আনন্দ—অমিতোদনের পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর ইনি অর্হত্ব লাভ করেন।

মহাকস্সপ—একটী ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয় এবং ইঁহার নাম ছিল পিপ্পলি মানব। ভদ্দা কপিলানীকে ইনি বিবাহ করেন। বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ—কোন একটী ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। নির্ব্বাণ লাভের ইচ্ছায় ইনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন। পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদিগের মধ্যে ইনি একজন এবং বুদ্ধের নিকট হইতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র শ্রবণ করেন।

সোণকোড়িবিস—চম্পা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। যখন বুদ্ধ রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, ইনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বুদ্ধের নিকট হইতে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরে ভিক্ষু হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন।

নন্দক—চম্পা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সর্ব্বপ্রথমে গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু পরে ভিক্ষু হন এবং শীঘ্রই অর্হত্ব লাভ করেন।

গয়া কস্‌সপ—কোন একটী ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। পরে ইনি ভিক্ষু হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন। কতকগুলি শিষ্যের সহিত তিনি কিছুদিন গয়ায় বাস করিয়াছিলেন।

নদী কস্‌সপ—মগধের ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। গার্হস্থ্য জীবন তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না এবং পরে তিনি ভিক্ষু হন এবং অর্হত্ব লাভ করেন।

অঙ্গুলিমাল—ভগ্‌গব ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে কোশলের রাজার পুরোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তস্কর ছিলেন। তাঁহার উৎপাতে রাজা এবং প্রজা সকলেই ভীত হইয়াছিল। তাহাকে ধরিবার জন্য রাজা তাঁহার সৈন্য পাঠান। পরে সে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।[১]

(১) থেরগাথা ভাষ্য হইতে এই বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পর্য্যটন

বুদ্ধত্ব লাভের পর বোধিবৃক্ষ এবং ইহার নিকটস্থ কয়েকটী স্থানে সাত সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধ গয়া, অপর গয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া গমন করিয়া তিন মাসের মধ্যে বারাণসীতে উপস্থিত হন। বারাণসী হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ঋষিপতন মৃগদাবে (সারনাথ) বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর সম্মুখে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন।[১] এইখানে ভিক্ষুদিগের নিকট তিনি সচ্চবিভঙ্গ এবং পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।[২] এখান হইতে তিনি উরুবিল্বে গমন করেন। এইস্থানে তাঁহার তিনজন কাশ্যপের সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর তিনি যষ্টিবন হইয়া রাজগৃহে গমন করেন। এখানে তিনি একটী ভিক্ষু সভায় সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য সাত প্রকার নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অম্বলট্‌ঠিকার উদ্যানে কিছুদিন বাসকালে কূটদন্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং কূটদন্তকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।[৩] তিনি কিছুকালের জন্য তপোদারামে বাস করিয়াছিলেন।[৪] রাজগৃহের মদ্দকুচ্ছি মৃগদাবে তাঁহার পায়ের যন্ত্রণাতে অত্যন্ত কষ্ট পান।[৫] বেলুবনের কলন্দকনিবাপে তাঁহার সহিত দেবপুত্র

---

(১) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২০—২২, ৩৯২।

(২) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮; সংযুত্ত নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬—৬৮।

(৩) দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭।

(৪) সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮।

(৫) সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭—২৮।

দীঘল্‌টঠির দেখা হয় এবং তিনি তাঁহার অত্যন্ত সুখ্যাতি করেন।[১] যখন তিনি রাজগৃহের বেলুবনে বাস করিতেছিলেন, ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং অক্কোসক ভরদ্বাজ নামে একটী ব্রাহ্মণ এখানে বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে আসেন, ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী এবং অক্কোসক ভরদ্বাজ উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।[২] রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বুদ্ধ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং পরিব্রাজকারামে গমন করিয়া ভিক্ষুগণ সম্মুখে তিনি চারি ধর্ম্ম প্রচার করেন।[৩] গৃধ্রকূটে বাসকালে উপকের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং কুশল অকুশল সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তর্ক হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এখানে ধম্মিক, সোন ও আনন্দের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়।[৪] রাজগৃহে বাসকালে তিস্‌সকুমার নামে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীর পুত্রকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।[৫] মগধের রাজা বিম্বিসারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন। তিনি কিছুদিন নালন্দায় বাস করিয়াছিলেন এবং এইখানে আনন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বুদ্ধ ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে পাটলি গ্রামে গমন করেন। এখানে উপাসকদিগকে গৃহপতির পাঁচটী দোষের কথা বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে পাটলিপুত্রের তিন প্রকার ভয়ের উদ্রেক হইবে, যথা—অগ্নি হইতে, জল হইতে এবং মিত্রভেদ হইতে। রাজগৃহ হইতে তিনি কপিলবস্তু নগরে গমন করেন। কপিলবস্তুর শাক্য স্ত্রী ও পুরুষের উপর তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। নন্দুপনন্দ এবং কুণ্ডদন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

---

(১) সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।

(২) সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০—৬১, ১৬১—৬৩।

(৩) অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯—৩০।

(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬, ৩৭৪, ৩৮৩।

(৫) জাতক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬।

তিস্সা, অভিরূপনন্দা, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মিত্তা ও সুন্দরীনন্দা বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

এখান হইতে তিনি বৈশালী নগরে গমন করেন। অম্বপালীর আম্রবনে তিনি অনেক ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। বৈশালী-বাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছিল এবং তাঁহার বাসের জন্য কূটাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধসঙ্ঘকে কতকগুলি চৈত্য দান করিয়াছিল, যথা—সপ্তাম্র চৈত্য, বহুপুত্র চৈত্য, গৌতম চৈত্য, কপিহ্ন চৈত্য ও মর্কট হ্রদতীর চৈত্য। আম্রপালী গণিকা তাহার আম্রবনও বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করেন। মগধের রাজধানী রাজগৃহে বুদ্ধ যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বৈশালীতেও সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাহার পর তিনি কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে গমন করেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[১] বুদ্ধ শ্রাবস্তীর সুপ্রসিদ্ধ বণিক অনাথপিণ্ডিক এবং উদারচেতা বিশাখা মিগার মাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন। অনাথপিণ্ডিক তাঁহার জেতবনারাম বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘকে দান করেন এবং বুদ্ধ আর্য্যশ্রাবক সম্বন্ধে অনাথপিণ্ডিককে উপদেশ দেন। যে সময় শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। শ্রাবস্তীর নিকটে মিগার মাতার প্রাসাদে যখন বুদ্ধ বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি চারি প্রকার ভিক্ষু সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[২] জেতবনে বাস কালে মল্লিকাদেবী এবং সুমনার সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।[৩] বুদ্ধ

(১) সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮—৭০।

(২) অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩—৮৪।

(৩) অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২।

অনাথপিণ্ডিককে ধনের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেন।[১] জেতবনারামে বাসকালে তিনি পঞ্চ নিবরণ, পঞ্চশীল, দান, যজ্ঞ, মৈত্রী, উপোসথ, প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।[২] শ্রাবস্তীতে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পুত্র নন্দ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩] শ্রাবস্তী ব্যতীত কোশলের অপর কয়েকটী নগরে বুদ্ধ গমন করেন, যথা—দণ্ডকপ্প,[৪] নলকপান,[৫] ও পঙ্কধা।[৬] শ্রাবস্তী হইতে তিনি, বৎস্যদিগের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়ন কৌশাম্বীর রাজা ছিলেন। কৌশাম্বীর নিকটস্থ ভেসকড়াবনে এবং ভগ্গরাজ্যের সুংসুমার গিরিতে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উদয়ন এবং বোধিরাজ কুসর প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌশাম্বী নগরে সামান্য কারণে ভিক্ষুগণেব মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং বুদ্ধ বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া পারিলেয্যক বনে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। তিনি কৌশাম্বী হইতে পুনরায় শ্রাবস্তীর জেতবনে আগমন করেন। তিনি অবন্তী অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। তবে তিনি কুরুরাজ্যে মধ্যে মধ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং এইস্থানে সতিপঠ্ঠানসূত্ত সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গ এবং মল্লরাজ্যেও গমন করিয়াছিলেন। মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্রে রাজগৃহ হইতে কুশীনগর পর্য্যন্ত তাঁহার শেষ পর্য্যটনের বিবরণ দেওয়া আছে। মল্লদিগের কুশীনগরে বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

---

(১) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫- -৪৬ ,

(২) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩—৬৪, ২০৩, ৩৩৬ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫০—৫১।

(৩) ধম্মপদ-টীকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫।

(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪০২।

(৫) অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২২—১২৫।

(৬) অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মহাপরিনির্ব্বাণ

পাবার কর্ম্মকার চুন্দের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বুদ্ধ পীড়িত হন এবং তাঁহার অন্তিমকাল নিশ্চিত জানিয়া তিনি শিষ্যগণসহ কুশীনারায় আসেন। কুশীনাবার মল্লদিগকে তাঁহার অন্তিমকালের সংবাদ আনন্দ দেন। কুশীনারার মল্লেরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সমভিব্যাহারে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সন্থাগারে সকলে মিলিত হইয়া কি ভাবে বুদ্ধের পার্থিব দেহের সৎকার করা যায়, সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে চক্রবর্ত্তী রাজাকে যে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ করা হইবে। যখন বুদ্ধের নশ্বর দেহ সম্পূর্ণভাবে ভস্মে পরিণত হইল, তখন তাঁহারা সুবাসিত জলের দ্বারা চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন।[১] তাঁহার অস্থিগুলি সন্থাগারে সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। বুদ্ধের দেহাবশেষের অংশ গ্রহণের জন্য কয়েকটী স্বাধীন জাতি ও রাজা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। পাবার মল্লেরা কুশীনারার মল্লদিগকে বলিলেন, "বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং আমরাও ক্ষত্রিয়; অতএব তাঁহার দেহাবশেষ পাইবার আমাদের অধিকার আছে।" পাবার এবং কুশীনারার মল্লেরা, বুদ্ধের দেহাবশেষের অংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মগধের রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর রাজগৃহে

(১) সংযুত্ত নিকায়, ১, ১৫৭।

একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বৈশালীর লিচ্ছবীরা,[১] কপিলবস্তুর শাক্যেরা,[২] অল্লকল্প এবং রামগ্রামের কোলিয়েরা, পিপ্‌ফলি বনের মোরিয়েরা,[৩] বেঠদ্বীপের একজন ব্রাহ্মণ এবং দ্রোণ নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(১) এই জাতির বিশেষ বিবরণের জন্য, B. C. Law, Some Ksatriya Tribes of Ancient India, ১ম পরিচ্ছেদ দেখুন।

(২) B. C. Law, Some Ksatriya Tribes of Ancient India, ৫ম পরিচ্ছেদ।

(৩) B. C. Law, Some Ksatriya Tribes of Ancient India, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ সঙ্ঘ

বৌদ্ধদিগের দুই প্রকার সঙ্ঘ আছে, ভিক্ষু সঙ্ঘ এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘ। বৌদ্ধ সঙ্ঘ পরিচালনার জন্য এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে সে সম্বন্ধে নিয়মগুলি বিনয়পিটকে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] কি প্রকারে তাহারা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, মধ্যে মধ্যে পাপ কার্য্য প্রকাশ করে এবং বর্ষাবাস ও তাহাদের গৃহ, বস্ত্র, ঔষধ এবং সঙ্ঘভুক্ত নিয়মাবলী বিনয়পিটকে প্রদত্ত আছে। বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিয়মগুলি পাতিমোক্ষ গ্রন্থে দেওয়া আছে এবং সেইগুলি সূত্রবিভঙ্গ গ্রন্থে ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। কখন এবং কেন একটী নিয়ম হইল তাহা সূত্রবিভঙ্গ গ্রন্থ হইতে জানা যায়। পারাজিক দোষের শাস্তি বৌদ্ধসঙ্ঘ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া, ভিক্ষুদিগের দোষ নির্ণয় করা, কলহ দূর করা এবং শাস্তি বিধান করা, এ সম্বন্ধে ২২৭টী নিয়ম পাতিমোক্ষে পাওয়া যায়। এই সকল নিয়মের আবার আটটী বিভাগ আছে :—

১। পারাজিক ধর্ম্ম—অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্য করিলে ভিক্ষুগণ অর্হত্ব লাভ করিতে পারে না, সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে নিয়ম। এই সকল কার্য্য সম্বন্ধে চারিটী নিয়ম সঙ্ঘ সভায় পঠিত হয়। একটী ভিক্ষু যদি চুরি করে, প্রাণনাশ করে, কিংবা

---

(১) Buddhist Vinaya Discipline by M. Nagai, Buddhistic Studies edited by Dr. B. C. Law, Chap. XIV; Sukumar Dutt. The Vinaya-pitakam (Journal of the Department of Letters, Vol X, pp 189 foll) দেখুন।

প্রাণনাশ করিতে সাহায্য করে, মিথ্যা কথা বলে, ইত্যাদি, ঐ ভিক্ষুটী পারাজিক ধর্ম্ম পালন করিতেছে না ইহাই বুঝিতে হইবে।

২। সঙ্ঘাদিশেষ ধর্ম্ম—অর্থাৎ বৌদ্ধ সঙ্ঘের সভাগুলির নিয়ম। যদি কোন ভিক্ষু স্ত্রীসহবাস করে, তাহা হইলে সে সঙ্ঘাদিশেষ নিয়ম ভঙ্গ করিবে। যদি ভিক্ষু তাহার নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য অন্য ভিক্ষুর মত না লইয়া কোন একটী বিপজ্জনক স্থানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করে যাহার চতুর্দ্দিকে খোলা জায়গা নাই, সে সঙ্ঘাদিশেষ নিয়ম ভঙ্গ করিবে। যদি ভিক্ষু অযথা অন্য ভিক্ষুর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ কিংবা রাগের বশবর্ত্তী হইয়া পারাজিক দোষে দোষী হয়, তাহা হইলে সে সঙ্ঘাদিশেষ নিয়ম ভঙ্গ করিবে। যদি একজন ভিক্ষু কিংবা কতকগুলি ভিক্ষু উপর্য্যুপরি সতর্ক করিয়া দিবার পরেও সঙ্ঘে গোলমাল সৃষ্টি করে কিংবা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে, তাহা হইলে সে কিংবা তাহারা ঐ একই নিয়ম ভঙ্গ করিবে। যদি ভিক্ষু তাহাকে যে কথা বলা হইতেছে সে কথা শ্রবণ না করে কিংবা ধর্ম্মানুযায়ী কথা না বলে, ঐ ভিক্ষু একই দোষে অভিযুক্ত হইবে। যদি ভিক্ষু এমন কোন জীবন যাপন করে যাহাতে সঙ্ঘের ক্ষতি হইবে এবং বহুবার সতর্ক করিয়া দিবার পরও ঐরূপ জীবন যাপন করে, তাহা হইলে সে একই দোষে অভিযুক্ত হইবে। যদি ভিক্ষু এই সকল নিয়ম পালন না করে তাহা হইলে তাহাকে শিক্ষানবীশের পদে রাখা হইবে। ছয় দিন ধরিয়া তাহাকে মানত্ত শাস্তি[১] ভোগ করিতে হইবে এবং তাহার পর ২০ জন ভিক্ষুসভায় তাহাকে উপস্থিত করা হইবে।

---

(১) চুল্লবগ্‌গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬-৮। সঙ্ঘাদিশেষ দোষে অভিযুক্ত হইলে এরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। মানত্তংদেতি কিংবা সমাদিয়তির অর্থ শাস্তি ভোগ করা। মানত্ত দুই প্রকার হইতে পারে—অপ্রতিচ্ছন্ন এবং প্রতিচ্ছন্ন। প্রতিচ্ছন্ন মানত্ত বলিতে ইহার সহিত পরিবারের সংমিশ্রণ আছে বুঝিতে হইবে (Childers' Pali Dict. p. 235 & P.T S. Dict; Part VI, p. 152)।

৩। অনিয়ত ধর্ম্ম—অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের সমাধান হয় নাই তাহার নিয়ম। যদি ভিক্ষু কোন একটী নির্জ্জন স্থানে একটী স্ত্রীলোকের সহিত আসন গ্রহণ করে এবং যদি কোন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক দেখে যে তিনটী নিয়মের মধ্যে কোন একটী নিয়ম সে ভঙ্গ করিয়াছে এবং ঐ ভিক্ষু যদি তাহার দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে তাহার বিচার হইবে।

৪। নিস্‌সগ্‌গীয় পাচিত্তিয়—ধর্ম্ম অর্থাৎ দোষ হেতু বাজেয়াপ্ত হওয়ার নিয়ম। বস্ত্র সমাধানের পর এবং কঠিন (Kathina) পার্ব্বণের পরে যদি কোন ভিক্ষু দশ দিনের বেশী সময় এক বস্ত্র পরিধান করে কিংবা যদি তিনটী বস্ত্র সে পরিধান না করে এমন কি এক রাত্রির জন্য এবং অপর ভিক্ষুগণের সম্মতি না লইয়া, তাহা হইলে সে এই দোষে অভিযুক্ত হইবে। যদি ভিক্ষু তাহার বস্ত্র কোন ভিক্ষুণীর দ্বারা (যাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) রং করায় কিংবা পরিষ্কার করায়, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। ভিতরের এবং বাহিরের পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনাধিক যদি সে গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে এই প্রকার দোষে দোষী হইবে। যদি কোন ভিক্ষু কোন একটী সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র ইচ্ছা করে এবং ইচ্ছাবশতঃ কোন এক প্রকার বস্ত্র অপর লোকের নিকট প্রার্থনা করে কিংবা কেবলমাত্র উল্লেখ করে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। কোনও ভিক্ষু ছয়বার তাহার লোককে বলিবার পর যদি বস্ত্র না পায়, তাহা হইলে সে আর তাহাকে অনুরোধ করিবে না এবং যদি সে অনুরোধ করে, তাহা হইলে এই দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু পশম নির্ম্মিত আসন ব্যবহার করে, তাহা হইলে সে এই দোষে অভিযুক্ত হইবে। যদি ভিক্ষু অপর ভিক্ষুর সম্মতি না লইয়া একটী নূতন আসন তৈয়ারী করে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু ছাগলের চুল গ্রহণ করে এবং তিন

লিগের অধিক দূর বহন করে কিংবা এমন কোন ভিক্ষুণীর দ্বারা (যাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) তাহা রং করায় কিংবা ধোলাই করায় কিংবা যদি সে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু দশ দিনের বেশী ব্যবহারের জন্য অধিক পাত্র রাখে কিংবা কোন একটী পুরাতন এবং ভগ্ন পাত্রের বিনিময়ে অন্য একটী পাত্র লয়, সাত দিনের বেশী যদি সে ঘৃত, তৈল, মধু, ঔষধ, নবনী সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। যদি কোনও ভিক্ষু অপর একটী ভিক্ষুকে তাহার পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়া ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হয়। যদি ভিক্ষু তন্তুবায়কে তাহার পরিধেয় বস্ত্র কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে বলিয়া দেয় তাহা হইলেও তাহার এই দোষ হইবে। যদি কোন ভিক্ষু ষষ্ঠ রাত্রি অতিক্রম করিয়া গেলে তিনটী বস্ত্রের মধ্যে কোন একটী বস্ত্র ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলেও তাহার এই দোষ হইবে।

৫। পাচিত্তিয় ধর্ম্ম—অর্থাৎ অনুতাপ সম্বন্ধে নিয়ম। যদি কোন ভিক্ষু স্বেচ্ছায় মিথ্যা কথা বলে, কিংবা কর্কশ বাক্য ব্যবহার করে, কিংবা অন্য ভিক্ষুকে নিন্দা করে, কিংবা তিন রাত্রের অধিক ভিক্ষু ব্যতীত অন্য লোকের সহিত একস্থানে শয়ন করে, তাহা হইলে সে পাচিত্তিয় দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু কোন ভিক্ষুণীকে পরিধেয় বস্ত্র দেয় যে ভিক্ষুণীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা এমন কোন ভিক্ষুণীর জন্য সে পরিধেয় বস্ত্র তৈয়ারী করে, কিংবা কোন ভিক্ষুণীর সহিত পথ দিয়া গমন করে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু সুস্থ দেহে কোন একটী সাধারণের ব্যবহার্য্য বিশ্রামাগারে একাধিকবার খাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা যে খাদ্য তাহাকে দেওয়া হয় নাই সেই খাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা যখন সে পীড়িত তখন সে ঘৃত, লবণ, মধু, মৎস্য, মাংস,

দুগ্ধ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু কোন একটী অচেলক কিংবা পরিব্রাজক কিংবা পরিব্রাজিকাকে স্বহস্তে খাদ্য দান করে, কিংবা তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহগামী একটী ভিক্ষুকে ত্যাগ করে, কিংবা কোন একটী নিভৃত স্থানে একটী স্ত্রীলোকের সহিত আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে এই দোষে দোষী হইবে। কোন ভিক্ষু যদি রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সৈন্যদলকে দেখিবার জন্য যায়, তাহা হইলে সে পাচিত্তিয় দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু মদ্যপান করে কিংবা জলক্রীড়া করে, কিংবা কোন একটী ভিক্ষুণীকে অসম্মান করে কিংবা ভয় দেখায়, কিংবা কোন কারণবশতঃ আগুন জ্বালে কিংবা কোন একটী পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করে যে বস্ত্র সে একটী ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী কিংবা সামনের কিংবা সামণেরীকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, কিংবা অপর কোন একটী ভিক্ষুর ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে সে পাচিত্তিয় দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু স্বেচ্ছায় অপরের জীবননাশ করে কিংবা সজ্ঞানে জলপান করে যে জলে জীবজন্তু রহিয়াছে. কিংবা অপর কোন ভিক্ষুর দোষ ঢাকে, কিংবা ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করায়, কিংবা বুদ্ধের বিরুদ্ধে নিন্দা অভিযোগ করে, তাহা হইলে সে পাচিত্তিয় দোষে দোষী হইবে। যদি ভিক্ষু পাতিমোক্ষের নিয়মগুলিকে অমান্য করে কিংবা পাতিমোক্ষের নিয়মগুলি স্মরণপথে না রাখে, কিংবা ক্রুদ্ধ হইয়া অপর ভিক্ষুকে আহত করে, তাহা হইলে সে পাচিত্তিয় দোষে দোষী হইবে। যদি কোন ভিক্ষু কোন একটী আরামে কিংবা বাসস্থানে কোন একটী মণিমাণিক্য নিজে তুলিয়া লয় কিংবা তুলিয়া লইতে অপরকে সাহায্য করে, কিংবা হাড়নির্ম্মিত একটী ছুঁচের বাক্স ব্যবহার করে, কিংবা নিয়মানুসারে কাষ্ঠশয্যা প্রস্তুত না করে, কিংবা নিয়মানুসারে বসিবার আসন ব্যবহার না করে কিংবা এমন কোন পরিধেয় বস্ত্র

ব্যবহার করে যাহা বুদ্ধের পরিধেয় বস্ত্র অপেক্ষা বৃহৎ, তাহা হইলে সে পাচিত্তিয় দোষে দোষী হইবে।

৬। পটিদেশনীয় ধর্ম্ম—স্বীকার্য্য বিষয়ের নিয়মগুলি। যদি একটী ভিক্ষু এমন কোন ভিক্ষুণীর প্রদত্ত (যে ভিক্ষুণীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই দোষটী তাহার স্বীকার করা উচিত। যদি একটী ভিক্ষুণী কতকগুলি ভিক্ষুর ভোজনকালে খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলে এবং ঐ ভিক্ষুগণ তাহাতে তাহাকে নিন্দাপবাদ না করে, এই দোষ ঐ ভিক্ষু সকলের স্বীকার করা উচিত। যদি একটী ভিক্ষু নিমন্ত্রিত না হইয়া স্বহস্তে গৃহস্থের গৃহে খাদ্য গ্রহণ করে, এই দোষ তাহার স্বীকার করা উচিত। যদি কোন ভিক্ষু কোন একটী বিপজ্জনক বনে আগন্তুকদিগকে বিপদের কথা না জানাইয়া স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, এই দোষটী তাহার স্বীকার করা উচিত।

৭। সেখিয় ধর্ম্ম—অর্থাৎ আচার ব্যবহারের নিয়মাবলী। ভিক্ষুর ভিতরের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া অপর বস্ত্রগুলি পরিধান করা উচিত। সংযত শরীরে, নিম্ন দৃষ্টিতে এবং ভালভাবে বস্ত্রসকল পরিধান করিয়া গৃহস্থের গৃহে গমন করা উচিত। চীৎকার করিয়া হাস্য করা উচিৎ নহে। মনকে জাগ্রত অবস্থায় রাখা উচিত এবং ভিক্ষাদ্রব্য জাগ্রত মনে খাওয়া উচিত। গৃহে গৃহে ভিক্ষা করা উচিত এবং ভিক্ষাপাত্রে যে ভাবে ভিক্ষাদ্রব্য সকল রহিয়াছে তাহা ভোজন করা উচিত। খাদ্য দ্রব্য বড় বড় গোল বলের মত করিয়া খাওয়া উচিত নহে। যখন তাহার মুখে খাদ্য রহিয়াছে, তখন তাহার কথা বলা উচিত নহে। কোন শব্দ না করিয়া খাদ্য ভোজন করা উচিত। যে হস্তে ভোজন করিয়াছে সে হস্তের দ্বারা জলপাত্র গ্রহণ করা উচিত নহে। যে লোকের হস্তে তরবারী কিংবা অন্য কোন অস্ত্র রহিয়াছে, পীড়িত না হইলে তাহার নিকট ধর্ম্ম প্রচার করা উচিত নহে। যে লোক পাদুকা গ্রহণ করে

কিংবা গো-যানে শুইয়া আছে কিংবা শয্যায় শায়িত, পীড়িত না হইলে তাহাকে ধর্ম্ম শ্রবণ করাইতে নাই। যে লোক উচ্চাসনে বসিয়া আছে তাহার নিকট নিম্নস্থানে দাঁড়াইয়া কিংবা বসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করা উচিত নহে। যে লোক সুস্থাবস্থায় তাহার সম্মুখে পদচারণ করিতেছে কিংবা পথে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহার নিকট ধর্ম্ম প্রচার করা উচিত নহে। জলের মধ্যে কিংবা তৃণের উপর দাঁড়াইয়া মলত্যাগ করা উচিত নহে।

৮। অধিকরণসমথ ধর্ম্ম—বিষয় সকলের নিষ্পত্তির সাত প্রকার নিয়মাবলী :—(ক) সম্মুখ বিনয় অর্থাৎ সম্মুখে বিচার; (খ) সতি বিনয় অর্থাৎ সজ্ঞানী নির্দ্দোষীদের জন্য বিচার; (গ) অমূঢ় বিনয় অর্থাৎ যে সকল লোকেরা ভুলিয়া যায় নাই তাহাদিগের বিচার; (ঘ) পটিঞ্ঞায় (প্রতিজ্ঞায়) অর্থাৎ দোষ স্বীকার করিলে বিচার; ঙ) যে ভুইয়সিকা অর্থাৎ সঙ্ঘের অধিকতর সভ্যের দ্বারা বিচার; (চ) তিস্‌স পাপিইয়সিকা অর্থাৎ অবাধ্যদের বিচার; (ছ) তিনবত্থারক অর্থাৎ তৃণের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিচার। বিনয় পিটকের পাতিমোক্ষ গ্রন্থে এই সমগ্র নিয়মাবলী আমরা দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি নিয়ম আছে; সেগুলি মৎ প্রণীত "A History of Pali Literature," Vol. I, Ch. II. গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মাসে দুইবার করিয়া ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের দোষসকল স্বীকার করিবে। ভিক্ষুগণ সেই সকল জুতা ব্যবহার করিবে না যাহার ধারে লাল, কাল, নীল কিংবা হরিদ্রা প্রভৃতি রং আছে। ক্ষুর দেওয়া জুতা তাহারা ব্যবহার করিবে না। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কিংবা তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা তাহারা ব্যবহার করিবে না। তিন প্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত খড়ম ব্যবহার করিতে পারে : পাইখানা যাইবার খড়ম, প্রস্রাব করিবার সময় যে খড়ম ব্যবহার করা হয়

এবং মুখ ধুইবার সময় যে খড়ম ব্যবহার করা হয়। আরাম আসন (Sedan Chair) তাহারা ব্যবহার করিতে পারে। ব্যাঘ্র বা সিংহের চর্ম্ম তাহারা ব্যবহার করিবে না। সাধারণ লোক ভিক্ষুগণকে বসিবার জন্য যে আসন প্রদান করে তাহাতে তাহারা বসিতে পারে কিন্তু শয়ন করিবে না। সীমান্ত দেশ সকলে তাহারা স্নান করিতে পারে। পাঁচ প্রকার দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে, যথা—ঘৃত, নবনী, তৈল, মধু এবং গুড়। ভল্লুক, মৎস্য, সরীসৃপ এবং অশ্বের চর্ব্বি যদি ঠিক সময়ে পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে। কতকগুলি বৃক্ষের মূল তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে। পীড়ার সময় কাঁচা মাংস এবং রক্ত ব্যবহার করিতে পারা যায় এবং কতকগুলি বৃক্ষের পাতা এবং ফল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। চক্ষের মলম ভিক্ষুরা ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা তিন প্রকার পাত্র ব্যবহার করিতে পারিবে, যথা—কাষ্ঠপাত্র, ফলের কঠিন আবরণ নির্ম্মিত পাত্র এবং তাম্র ও রঙ্গ নির্ম্মিত পাত্র। যে গরম জলে ঔষধের জন্য বৃক্ষ-শাখা সকল রাখা হইয়াছে তাহা তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে। হস্তী, সর্প, সিংহ এবং কুকুরের মাংস তাহারা খাইবে না।[১]

ভিক্ষুদিগের পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া দেখা যায় যে তাহারা রেশম এবং পশমের পোষাক ব্যবহার করিতে পারে। ছিন্নবস্ত্র নির্ম্মিত ভিতরের পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে এবং ঐ প্রকার উপরের অর্থাৎ বাহিরের পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা মাদুর ও মুখ পরিষ্কার করিবার বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। কোন একটী অসম্পূর্ণ সভাতে কোন একটী অবৈধ কার্য্য করা হইলে ঐ কার্য্যটী

(১) Cf. E. J. Thomas, The History of Buddhist Thought, Ch. II.

আপত্তিজনক হইবে। সভায় চারিটী লোকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ঐ সভায় যে কোন কার্য্য করা হইবে তাহা অবৈধ হইবে। চারিজন লোকের মধ্যে একজন যদি ভিক্ষুণী হয়, তাহা হইলে চলিবে না।

বিনয় পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গ গ্রন্থে ভিক্ষুদিগের মধ্যে কলহ মিটাইবার নিয়ম সকল, ভিক্ষুদিগের দৈনিক জীবন, বাসস্থান, সাজসজ্জা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য এবং ভিক্ষুণীদিগের সকল কর্ত্তব্যই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বাদশ প্রকার বৈধ এবং দ্বাদশ প্রকার অবৈধ কর্ম্ম আছে। ছয় প্রকার তজ্জনীয় কর্ম্মের পরে আঠার প্রকার কর্ত্তব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং আঠারটীর সম্বন্ধে তজ্জনীয় কর্ম্মের কোনও খণ্ডন (revocation) হইবে না এবং আরও আঠারটীর সম্বন্ধে খণ্ডন হইবে। যে সকল ভিক্ষু কার্য্যে এবং বাক্যে তৎপর নয়, বৌদ্ধসঙ্ঘ তাহাদিগকে সঙ্ঘচ্যুত করিতে পারে। পটিসারণীয় কর্ম্মের কতকগুলি নিয়ম আছে। কোনও ভিক্ষুর বিরুদ্ধে এই কার্য্য (proceeding) করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে হইবে "কোন একটী নির্দ্দিষ্ট লোকের নিকট হইতে তোমাকে ক্ষমা পাইতে হইবে।" যদি কোন ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী তাহাদের দোষ স্বীকার না করে কিংবা দোষের জন্য বিলাপ না করে, বৌদ্ধ-সঙ্ঘ তাহাকে সঙ্ঘচ্যুত করিতে পারে। উক্ষেপণীয় কর্ম্মের সম্বন্ধে আঠার প্রকার নিয়ম আমরা দেখিতে পাই। শিক্ষানবীশ ভিক্ষুকে তিন প্রকার কর্ম্মবাচা পালন করিতে হইবে:—(১) পশ্চাতে ফেলিয়া দিবার জন্য, (২) নূতন মানত্ত নিয়ম পালনের জন্য, এবং (৩) শিক্ষানবীশের ভিতরের কার্য্য সাধনের জন্য। ভিক্ষুগণ যখন কলহ করে, তর্ক করে, ইত্যাদি এই সকল মিটাইয়া দিবার জন্য তাহারা ভোটের (নির্ব্বাচন মতের) আশ্রয় লইতে পারে। নির্ব্বাচন মত লইবার তিনটী

নিয়ম আছে, (১) নিভৃতে যাহাতে কোন লোক জানিতে না পারে, (২) প্রকাশ্যে, সর্ব্বলোকসমক্ষে, এবং (৩) নিম্নস্বরে। নির্ব্বাচন মতে বিভিন্ন বর্ণের সলাকা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নির্ব্বাচন-মত হইলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। একটী ভিক্ষু অপর ভিক্ষুর কর্ণে খুব নিম্নস্বরে নির্ব্বাচন মত প্রকাশ করে। কোন একটী ভিক্ষু যদি পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারে যে অধিক লোকের মত ধর্ম্মের স্বপক্ষে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে নির্ব্বাচন মত সর্ব্বসমক্ষে গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষানবীশকে কি ভাবে ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় সে সম্বন্ধে নিয়মাবলী বিনয়ের পাতিমোক্ষ গ্রন্থে দেওয়া আছে। সর্ব্বপ্রথমে আসন—পঞ্‌ঞাপককে (অর্থাৎ যে আসনগুলি ভিক্ষুর বয়ঃক্রম অনুযায়ী) নির্ব্বাচিত করা হয়। কোন একটী বিষয় সভায় আলোচনার পূর্ব্বে সেই বিষয়টী সভাস্থলে প্রকাশ করা হয় এবং তাহাকে "ঞত্তি" [১] বলে। উপসম্পদা দিবার পূর্ব্বে সঙ্ঘকে বলিতে হইবে যে একটী নির্দ্দিষ্ট লোক একজন নির্দ্দিষ্ট উপাসকের নিকট হইতে উপসম্পদা লইতে ইচ্ছুক। যদি বৌদ্ধ সম্প্রদায় রাজী হয়, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট উপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঐ নির্দ্দিষ্ট লোককে উপসম্পদা দেওয়া হয়। ইহাকেই "ঞত্তি" বা জ্ঞপ্তি বলে। এইভাবে তিনবার বলিবার পর সেই নির্দ্দিষ্ট পুরুষ সঙ্ঘের নিকট হইতে উপসম্পদা গ্রহণ করে। কোন তর্ক নিষ্পত্তির জন্য সভ্যগণের মত লওয়া হইত এবং তাহারা গুপ্তভাবে তাহাদের মত প্রকাশ করিত। মত প্রকাশের টিকিটের নাম ছিল "সলাকা।" যে ভিক্ষুর পাঁচ প্রকার গুণ ছিল তাহাকে মত প্রকাশের টিকিট লইবার জন্য নিযুক্ত করা হইত এবং ইহার নাম ছিল "সলাকা-গাহাপক"। [২] সভায় অনুপস্থিত লোকের মত গ্রহণ করা হইত।

(১) Rhys Davids and Oldenberg—Vinaya Texts, Pt. I, p. 169, fn 2.

(২) চুল্লবগ্‌গ, (এস্. বি ই.), ২০শ খণ্ড—Vinaya Texts, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৫।

অনুপস্থিত সভ্যের মত সভায় প্রকাশ করা আইনসঙ্গত কাজ ছিল এবং ইহা গ্রাহ্য করা হইত।[১] সভার কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে যে কয়েকটী সভ্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সংখ্যা কম হইলে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য আদেশ দিতেন।[২]

ভিক্ষুগণ চিরুণীর দ্বারা চুলগুলিকে নরম করিবে না; তাহারা তাহাদের মুখ আর্শিতে দেখিবে না কিন্তু পীড়িত অবস্থাতে তাহারা এ কার্য্য করিতে পারে। মুখে কোন প্রকার মলম তাহারা ব্যবহার করিবে না। নৃত্য, গীত কিংবা বাদ্য তাহারা দেখিবে না বা শুনিবে না। জলপূর্ণ পাত্র সকল তাহারা ফেলিয়া দিবে না। তাহারা তাহাদের ভিক্ষাপাত্র তাহাদের কোলে রাখিবে না। হস্তে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিবে না। তাহারা সূচ ব্যবহার করিতে পারে। তাহাদের বাসস্থানের সম্মুখটী ইষ্টক, প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারে। তাহারা তিন প্রকার সিঁড়ি ব্যবহার করিতে পারে, ইষ্টক নির্ম্মিত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত, এবং প্রস্তর নির্ম্মিত। গৃহের বারান্দাও ব্যবহার করিতে পারে। ঘরের মধ্যে ধূমনির্গমনালী ব্যবহারের আদেশ আছে। গৃহের তিন প্রকার মেঝে নির্ম্মাণ করিতে পারে, ইষ্টক, প্রস্তর এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত। জল যাইবার জন্য নালা ব্যবহারের আদেশ আছে। স্নানগৃহে উচ্চাসনের ব্যবহার আছে। স্নানগৃহের মধ্যে অন্য একটি ঘর ভিক্ষুরা নির্ম্মাণ করিতে পারে। তিন প্রকার জলপাত্রের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভিক্ষুগণ তোয়ালে ব্যবহার করিতে পারে। পাখা, জলের কুঁজা, ফুল রাখিবার পাত্র ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ক্ষুর সানাইবার প্রস্তরের ব্যবহার আছে। কান হইতে ময়লা দূর করিবার জন্য কোন এক প্রকার

(১) মহাবগ্‌গ, (এস্. বি ই.), ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৭৭।

(২) মহাবগ্‌গ, (এস্. বি. ই.), ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৭—৯।

যন্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভাবে গৃহস্থ ভিতরকার এবং উপরের বস্ত্র পরিধান করে সে ভাবে ভিক্ষুগণ বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবে না। পীড়িত হইলে পলাণ্ডু ভক্ষণের আদেশ আছে। ভিক্ষুগণের বাসের জন্য পাঁচ প্রকার গৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, বিহার, অর্দ্ধযোগ, দ্বিতল অট্টালিকা, গহ্বর ইত্যাদি। ভিক্ষুগণ পাঁচ প্রকার তাকিয়া ব্যবহার করিতে পারে। বিহারের মধ্যে লাল, কাল এবং সাদা রংএর ব্যবহার আছে। উপাসনা গৃহের উল্লেখ আছে। ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। ভিক্ষুরা পায়াহীন আসন ব্যবহার করিতে পারিবে। তাহারা কোন একজন ভিক্ষুকে তাহাদের বাসস্থানগুলি নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারে। কোন একটি বিহার যদি খালি থাকে, ভিক্ষু ঐ বিহারের দ্বারদেশে শব্দ করিবে, তাহার পর এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিবে এবং তাহার পর কিছুকাল বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরে যাইবে। বিহারের জিনিষ রাখিবার গৃহ, অগ্নি রাখিবার গৃহ প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। যদি পানীয় জল না থাকে তাহা হইলে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ অপর ভিক্ষুদিগের সম্মুখে পাতিমোক্ষ উচ্চারণ করিতে পারে এবং কি ভাবে তাহারা তাহাদের দোষগুলি স্বীকার করিবে তাহা যে সকল ভিক্ষু জানেনা তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে। সম্পূর্ণভাবে নীল, কাল কিংবা সামান্য হরিদ্রা রংএর পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে মারিবে না। ভিক্ষুণী অরণ্যে বাস করিবে না। ভিক্ষুণীগণের জন্য একটী পৃথক বাসস্থান থাকিবে। ইহারা বাষ্প-স্নান করিতে পারিবে না। যে ঘাটে পুরুষগণ স্নান করে সে ঘাটে ভিক্ষুণীরা স্নান করিতে পারিবে না। বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদানের পূর্ব্বে ভিক্ষুণীগণ এবং থেরীগণ যদি কোনও দোষ করিয়া থাকে তাহার জন্য তাহারা শাস্তি পাইবে না।[১]

(১) ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ-সঙ্ঘাদিসেস, ২য় ভাগ, বিনয় পিটক, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২৫।

একটী স্ত্রীলোক নিম্নলিখিত আট প্রকার সর্ত্তে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করিতে পারে ঃ—

(১) ভিক্ষুণী শতবর্ষ বয়স হইলেও নবীন ভিক্ষুকে সম্মান করিতে হইবে।

(২) যে দেশে ভিক্ষু নাই, সে দেশে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করিবে না।

(৩) প্রত্যেক অর্দ্ধমাসে ভিক্ষুণী উপোসথ-পার্ব্বণের তারিখ সম্বন্ধে ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিবে।

(৪) বর্ষাবাসের পর ভিক্ষুণী পবারণা উৎসব করিবে।

(৫) যদি কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকে, সঙ্ঘদ্বয়ের প্রতি ভিক্ষুণী মানত্ত পালন করিবে।

(৬) দুই বর্ষ ধরিয়া ছয়টী শীল শিক্ষা করিবার পর ভিক্ষুণী সঙ্ঘের নিকট হইতে উপসম্পদা গ্রহণ করিবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুকে নিন্দা করিবে না।

(৮) ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সহিত আলাপ করিবে না কিন্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারে।[১]

ভিক্ষুণীগণকে সঙ্ঘের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে ঃ—

(১) কোন একটী বিহার হইতে একটী ভিক্ষাপাত্রের অধিক ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করিবে না, (২) কোন একটী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে উপাসক কিংবা উপাসিকার নিকট হইতে কোন জিনিষ গ্রহণ করিবে না, (৩) যে উদ্দেশ্যে ভিক্ষুণীকে কোন জিনিষ দেওয়া হইবে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যের জন্য তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, (৪) কোন লোকের নিকট হইতে ষোল কহাপণের অধিক মূল্যের বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবে না, (৫) শ্বেত পলাণ্ডু গ্রহণ করিবে না, (৬) ধান্য গ্রহণ করিবে না, (৭) জানালার মধ্য দিয়া রাজপথে

(১) বিনয় পিটক, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৫।

কোনরূপ ময়লা নিক্ষেপ করিবে না, (৮) নৃত্য, গীত এবং বাদ্যে মনঃসংযোগ করিবে না, (৯) অন্ধকারে কোন লোকের সহিত বাক্যালাপ করিবে না, (১০) আচ্ছাদিত স্থানে কোন লোকের সহিত উপবেশন করিবে না এবং বাক্যালাপ করিবে না, (১১) চন্দ্রালোকে মাঠে বসিয়া বাক্যালাপ করিবে না, (১২) রাজপথে কোন পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিবে না, (১৩) যে গৃহ হইতে সে প্রত্যহ আহার সামগ্রী গ্রহণ করে, গৃহস্বামীর অনুমতি বিনা ঐ গৃহ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত নহে, (১৪) যে গৃহে বৈকালে প্রবেশ করিয়াছে গৃহস্বামীর অনুনতি বিনা ঐ গৃহে উপবেশন কিংবা শয়ন করা উচিত নহে, (১৫) সে কাহাকেও গালি দিবে না, (১৬) নগ্নাবস্থায় স্নান করিবে না, (১৭) একই শয্যায় দুইটী ভিক্ষুণী শয়ন করিবে না এবং একই বস্ত্রের দ্বারা দুইজনের শরীর আচ্ছাদিত করিবে না, (১৮) যদি একটী ভিক্ষুণী পীড়িত হয়, অপর ভিক্ষুণী তাহাকে সেবা করিবে, (১৯) ভিক্ষুণী অপর একটী ভিক্ষুণীকে আশ্রয় দিয়া দূর করিয়া দিবে না, (২০) ভিক্ষুণী গৃহস্থ কিংবা গৃহস্থের পুত্রের সহিত মেলামেশা করিবে না, (২১) দস্যু এবং মন্দলোকের ভয়ে তাহার নিজের দেশের অস্ত্র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিবে না, (২২) বর্ষাকালে একদেশ হইতে অন্যদেশে যাতায়াত করিবে না, (২৩) বর্ষার পর বিহারে থাকিবে না, (২৪) রাজপ্রাসাদ, রাজোদ্যান, আমোদোদ্যান, চিত্রশালা, এই সকল দেখিবার জন্য ভিক্ষুণী যাইবে না, (২৫) মহামূল্য আসন ব্যবহার করিবে না, (২৬) গৃহস্থকে সেবা করিবে না, (২৭) গৃহস্থ কিংবা পরিব্রাজক কিংবা পরিব্রাজিকাকে নিজ হস্তে আহার সামগ্রী দিবে না, (২৮) অন্য কোন ভিক্ষুণীর তত্ত্বাবধানে নিজের বাসগৃহ না রাখিয়া অন্য স্থানে গমন করিবে না, (২৯) জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন শিল্প শিক্ষা করিতে পারিবে না, (৩০) কাহাকেও কোন শিল্প শিখাইতে পারিবে না, (৩১) যে বিহারে ভিক্ষু বাস করে তাহার বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ

করিতে পারিবে না, (৩২) কোন ভিক্ষুকে সে গালাগালি করিতে পারিবে না, (৩৩) ভিক্ষুণী নিমন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে খাইতে পারিবে না, (৩৪) কোন নির্দ্দিষ্ট পরিবারের প্রতি আসক্ত হইবে না, (৩৫) যে বিহারে ভিক্ষু নাই, সেখানে সে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, (৩৬) কোন একজন ভিক্ষুর নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে যাইতে পারিবে, (৩৭) কোন একজন স্ত্রীলোককে সে তাহার শিষ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, যে গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিতে পিতার অনুমতি পায় নাই, (৩৮) ভিক্ষুণী সুস্থস্বাস্থ্যে যানে গমন করিবে না, (৩৯) সে অলঙ্কার ব্যবহার করিবে না, (৪০) ভিক্ষুর সম্মুখে তাহার অনুমতি বিনা আসন গ্রহণ করিবে না, (৪১) ভিক্ষুর অনুমতি বিনা তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে না, (৪২) রাত্রিকালে একাকী বহির্গত হইবে না, (৪৩) যে সমস্ত শীল কেবল ভিক্ষুণীগণ শিক্ষা করে এবং যে সমস্ত শীল ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ উভয়েই শিক্ষা করে সেগুলি সব শিক্ষা করিবে,[১] (৪৪) ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া গৃহস্থের দেহ স্পর্শ করিবে না, এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়াও ভিক্ষুগণের দেহ স্পর্শ করিবে না,[২] (৪৫) যে সকল সভায় সামনেরী কিংবা ভিক্ষুণী থাকে সেখানে পাতিমোক্ষ উচ্চারিত হওয়া উচিত নহে।[৩] ভিক্ষুণীকে যে বস্ত্র একবার দান করা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া লওয়া উচিত নহে।[৪] স্বভাবচ্যুত ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীদিগের সাহায্য করা উচিত নহে। যে ভিক্ষুণী অন্য একজন ভিক্ষুণীর পারাজিকা দোষ গোপন করে, সেও সেই দোষে দোষী হয়। স্বভাবচ্যুত ভিক্ষুকে যে ভিক্ষুণী অনুসরণ করে সেও পারাজিকা দোষে দোষী হয়। একজন ভিক্ষুণী যদি অন্য একজন গৃহস্থ

(১) বিনয় পিটক, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫৮।
(২) বিনয় পিটক, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২০-২২১।
(৩) বিনয় পিটক, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬৭।
(৪) বিনয় পিটক, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৪৭।

কিংবা গৃহস্থপুত্র কিংবা ক্রীতদাস কিংবা শ্রমণ কিংবা পরিব্রাজকের সম্বন্ধে নালিশ করে তাহা হইলে সে সজ্ঘাদিসেস দোষে দোষী হইবে। যদি একজন গৃহস্থ কুঅভিপ্রায়ে কোন একজন ভিক্ষুণীকে উপহার দেয় এবং যদি সেই ভিক্ষুণী তাহা জানিয়াও গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুণী সজ্ঘাদিসেস দোষে দোষী হইবে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন

বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে চারিটী আর্য্য সত্য[১] এবং আর্য্য অষ্টাঙ্গিক[২] মার্গ এই দুইটী বিষয় ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। বুদ্ধ তাঁহার সম্বোধিলাভের সময় হইতে পরিনির্ব্বাণ লাভ পর্য্যন্ত যাহা তিনি সূত্রে, গাথাতে, ব্যাকরণে[৩] ও উদানে[৪] ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সে সমস্ত এই চারিটী আর্য্য সত্যের অন্তর্ভুক্ত। দুঃখ,[৫] দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং যে পথ অবলম্বন করিলে দুঃখ নষ্ট করিতে পারা যায় এই চারিটীর নাম আর্য্য সত্য। জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, কষ্ট এবং হতাশ, এই সমস্তই দুঃখের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল লোক কিংবা বস্তুকে আমরা ভালবাসি, তাহা হইতে বিচ্ছেদ হইলে দুঃখের উৎপত্তি ঘটে। সংক্ষেপে পাঁচটী উপাদান স্কন্ধকে[৬] দুঃখ বলা হয়, স্বাস্থ্যনাশ, ধন ও চরিত্র নষ্ট ইত্যাদিও দুঃখের অন্তর্ভুক্ত। জীবের আকৃতি গ্রহণকে জন্ম বলা হয়। দেহের শিথিলতাকে জরা বলা হয়। জীবের প্রাণাদি কার্য্যের বিচ্ছেদকে মৃত্যু বলা হয়। কষ্ট বলিতে গেলে শারীরিক কষ্টকেই বুঝায়। দুঃখ (misery) বলিতে গেলে মানসিক কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নহে। লভ্য

(১) B. C. Law, Concepts of Buddhism, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

(২) B. C. Law, Concepts of Buddhism, ৫ম পরিচ্ছেদ।

(৩) ব্যাখ্যা।

(৪) উচ্চারণ।

(৫) B. C. Law, Buddhistic Studies, ১১ পরিচ্ছেদ।

(৬) সংযুক্ত নিকায়, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৫।

বস্তুকে পাইবার আশা না থাকিলে হতাশ আসে এবং হতাশ হইতেই কষ্টের উৎপত্তি। দুঃখ মানবের অন্তর্নিহিত ইচ্ছার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকলকে আমরা পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ বলি। তৃষ্ণা হইতে দুঃখের উৎপত্তি। সেই তৃষ্ণা আর কিছুই নহে, পুনর্জ্জন্মের জন্য ইচ্ছা। এই তৃষ্ণার মধ্যে লালসা এবং অহমিকা সংশ্লিষ্ট আছে। তৃষ্ণা তিন প্রকার—(১) ইন্দ্রিয় সুখের ইচ্ছা, (২) জন্মলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জন্মলাভের অনিচ্ছা। তৃষ্ণার সম্পূর্ণ ধ্বংসের উপর দুঃখের শেষ নির্ভর করে। কোনরূপ পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা ব্যতীত যে ধ্বংস উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা নিরোধ বলি। যেখানে বাহিরের এবং ভিতরের চেতনার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে তৃষ্ণা দেখা যায় না। বিজ্ঞান ও চেতনাকে অতিক্রম করিলে নিরোধের অবস্থা লাভ করা যায়। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে দুঃখ নষ্ট করা যায়? ইহার উত্তরে আমরা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ করিতে পারি। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এইগুলি আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত। বস্তুর প্রকৃত দর্শন ও জ্ঞানের নামই সম্যক্ দৃষ্টি। নিন্দা এবং ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার সঙ্কল্পকে আমরা সম্যক্ সঙ্কল্প বলি। মিথ্যা না বলা, নিন্দা না করা, কর্কশ বাক্য ব্যবহার না করা এবং অবান্তর কথা না বলাকেই আমরা সম্যক্ বাক্য বলি। জীবননাশ না করা, চুরি না করা এবং ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ না করাকেই আমরা সম্যক্ কার্য্য বলি। সদুপায়ে জীবনধারণ করাকেই আমরা সম্যক্ জীবিকা বলি। যে সমস্ত অপবিত্র অবস্থা উত্থিত হইয়াছে তাহাদিগকে দমন করা এবং পবিত্র অবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করা—এই দুই প্রকার চেষ্টাকে আমরা সম্যক্ চেষ্টা বলি। স্মৃত্যুৎপস্থানের চারি প্রকার নিয়ম[১] আচরণকে আমরা সম্যক্ স্মৃতি বলি এবং

(১) সতিপট্‌ঠান সুত্ত, মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫।

ধ্যানের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সুচারুরূপে পালন করাকে আমরা সম্যক্ সমাধি বলি। এই চারি প্রকার আর্য্য সত্যের ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থান প্রতীত্য সমুৎপাদ। বৌদ্ধধর্ম্মে দুঃখ বলিতে আমরা বিপদ, ব্যাধি, ধ্বংস এবং দুঃখের কারণকে বুঝি। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে সুখ এবং দুঃখ দুইটী পৃথক বস্তু বলিয়া লোকে জানিত। প্রথমটীতে লোকেরা আকৃষ্ট হইত এবং দ্বিতীয়টীতে তাহারা অনাসক্ত থাকিত। প্রথমটী শৃঙ্খলতা আনয়ন করে। দ্বিতীয়টী বিশৃঙ্খলতার কারণ হয়। দুঃখ বলিতে মানবের সেই অবস্থাকে বুঝায় যখন মানবের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভালভাবে কার্য্য করে না এবং কষ্টের সৃষ্টি করে। আরোগ্য বলিতে হইলে সেই অবস্থাকে বুঝায় যখন মানবের সকল যন্ত্রগুলি ভালরূপ কার্য্য করে এবং সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করে। বিশৃঙ্খলতার মূলে দুঃখ আছে। জন্ম, ক্ষয় কিংবা মৃত্যু প্রত্যেকেই যে দুঃখ তাহা নহে। দুঃখ বলিতে আমবা বেদনাকে বুঝি, যে বেদনা আমরা মনের দ্বারা অনুভব করিতে পারি। কতকগুলি বিষয় লইয়া ইহার উৎপত্তি এবং সেই সকল বিষয়ের অভাবে ইহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মতা অর্থাৎ কারণবশতঃ কার্য্যের উৎপত্তির নিয়ম। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির দুইটী উপায় দেখিতে পাওয়া যায়, চরিত্রের নিয়ম পালন করা এবং চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করা। সমাধি কিংবা ধ্যান, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের আর একটী বিষয়। সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প মামবের ইচ্ছাকে ঠিক ভাবে চালিত করে। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কার্য্য, এবং সম্যক্ জীবিকার সহিত মানবের আচরণ বিশুদ্ধ করিবার নিয়মের সম্বন্ধ আছে। ধ্যান কিংবা সমাধির আচরণে সম্যক্ ব্যায়াম মানবের উদ্দেশ্য নিদ্ধারণ করে। সম্যক্ স্মৃতি মনকে ধ্যানের দিকে লইয়া যায় এবং সমাধির আচরণে যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয় সম্যক স্মৃতি তাহার প্রসার বৃদ্ধি করে। নিরোধের অর্থ চিত্তের নির্ম্মল অবস্থা লাভ।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—যে পথ অবলম্বন করিলে দুঃখের বিনাশ হয় তাহাকেই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। ইহার আর একটী নাম মধ্যপথ। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে রাজারা কোন একটী নিয়মে রাজ্যশাসন প্রণালী চালাইতেন; কিন্তু তাঁহারা কোন বিধানের বশবর্ত্তী ছিলেন না। তাঁহারা রাজ্যশাসনে এমন একটী রাজনৈতিক নিয়ম পালন করিতেন যাহা অত্যন্ত কঠোর কিংবা অত্যন্ত সহজ ছিল না। দুইটী সীমার মধ্যস্থিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে একটী সরল পথ বলা হয়। নিম্নে দুইটী সীমার উল্লেখ আছে, যথা—(১) কাম ভোগ করিয়া মুক্তি লাভের উপায় এবং (২) অত্যন্ত কঠোর ভাবে আত্ম-সংযম আচরণ করিয়া মুক্তির উপায়। কিন্তু এ সকল মত ঠিক নহে। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মুক্তি লাভের উপায়। সরল পথ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বুঝিতে পারা যায়। নগ্নাবস্থার দ্বারা, জটার দ্বারা, অনশন ব্রত অবলম্বনে, সর্ব্ব শরীর মৃত্তিকার দ্বারা অনুলেপনে, কেহ কাহাকেও পবিত্র করিতে পারে না যদি সে তৃষ্ণামুক্ত না হয়। এই আর্য্য মার্গ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। সম্যক্ দৃষ্টির আর একটী নাম অবিপরীতদস্‌সনা অর্থাৎ যথার্থ বিশ্বাস কিংবা মত। জৈনদের মতে সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ দর্শন নামে পরিচিত। মানবের যথার্থ ইচ্ছাকে সম্যক্ সঙ্কল্প বলা হয়। এই ইচ্ছা ঠিক পথে চালিত হইলে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারা যায়। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কার্য্য, এবং সম্যক্ জীবিকা দ্বারা শীলের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারা যায় এবং সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধির দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতাও লাভ করা যায়। আচরণ চৈতসিক ধর্ম্মের বাহ্যিক বিকাশ মাত্র। সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি, এবং সম্যক্ সমাধি নির্ব্বাণ লাভের পথে সকল বাধা বিঘ্নকে দূর করে এবং মনের সুস্থ অবস্থা আনয়ণ করে। মজ্‌ঝিম নিকায়ের রথবিনীত সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, জ্ঞান বিশুদ্ধি প্রভৃতি মুক্তি লাভের সোপান। আর্য্য

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যতীত সঙ্গীতি সুত্তন্তে আরও দুইটী অঙ্গের উল্লেখ আছে—যথা, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ বিমুক্তি।[১]

ধ্যান—সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ ধ্যান এবং সমাধি একই অর্থে ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ ধ্যান[২] চারি প্রকার। ধ্যানের প্রথম স্তরে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় স্তরে প্রথম দুইটী দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় স্তরে প্রথম তিনটী পরিলক্ষিত হয় না। চতুর্থ স্তরে সুখের পরিবর্ত্তে উপেক্ষাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উপেক্ষা ও একাগ্রতা এই দুইটী বিদ্যমান থাকে। বিশুদ্ধি-মার্গে[৩] আমরা দেখিতে পাই যে বুদ্ধঘোষ পাঁচ প্রকার ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। ধ্যানে পাঁচ প্রকার বশি[৪] (শক্তি) দেখিতে পাওয়া যায়, (১) আবর্জন বশি অর্থাৎ ধ্যানের শক্তি, (২) সমাপর্জন বশি অর্থাৎ প্রাপ্তি বল, (৩) অধিষ্ঠান বশি অর্থাৎ সঙ্কল্প শক্তি, (৪) উত্থান বশি অর্থাৎ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা এবং (৫) প্রত্যবেক্খন বশি অর্থাৎ চিন্তাশক্তি। অভিধম্মথসঙ্গহের মতে লোকুত্তর বিজ্ঞানে এই পাঁচ প্রকার ধ্যানের উল্লেখ আছে। বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তাকে আমরা ধ্যান বলি। বৌদ্ধদিগের ধ্যান ও হিন্দুদিগের যোগ প্রায় একই। সংযুক্ত নিকায়ের[৫] ঝান সংযুক্ত হইতে জানা যায় যে চারি প্রকার লোক আছে যাহারা ধ্যান আচরণ করে: (১) কেহ কেহ ধ্যানে দক্ষ কিন্তু প্রাপ্তিতে দক্ষ নহে; (২) কেহ কেহ ধ্যান আচরণ করে এবং প্রাপ্তিতে দক্ষ; (৩) কেহ কেহ ধ্যান আচরণ করে কিন্তু ধ্যানে এবং ধ্যান লাভে দক্ষ নহে; এবং

(১) দীঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭১।
(২) B. C. Law, Concepts of Buddhism, পৃঃ ৩৭
(৩) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮—৬৯।
(৪) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।
(৫) ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৬৩—৭৯।

(৪) কেহ কেহ ধ্যান আচরণ করে এবং ধ্যান ও ধ্যানের ফল-লাভে দক্ষ।

সমাধি—মানবের সকল চিন্তা যখন কোন একটী বিষয় সম্বন্ধে ধাবিত হয় সেই সকল চিন্তার একাগ্রতাকে সমাধি বলে। বুদ্ধঘোষ বলেন যে সমাধির যে অবস্থা মঙ্গলের দিকে লইয়া যায় তাহাকে সমাধির বিশুদ্ধতা বলা হয় এবং যে অবস্থায় অমঙ্গল ঘটে তাহা সমাধির অবিশুদ্ধতা নামে পরিচিত। সমাধি আচরণের দুইটি উপায় আছে, লোকিয় এবং লোকুত্তর। লোকুত্তর সমাধি আচরণের ফলে পরমার্থ জ্ঞানের বিকাশ হয়। লোকিয় সমাধি আচরণের ফলে মানবের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, দশটি নীবরণের [১] ধ্বংস লাভ করা যায় এবং চল্লিশটি কর্ম্মস্থানের মধ্যে একটি কর্ম্মস্থানের আচরণ লাভ করা যায়। সমাধি আচরণের পাঁচ প্রকার সুবিধা আছে, (১) পৃথিবীতে সুখে বাস করা, (২) অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, (৩) জ্ঞান লাভ করা, (৪) সুখময় স্থানে পুনর্জন্ম লাভ করা, এবং (৫) দুঃখের অন্ত লাভ করা।[২] সমাধি লাভে দশ প্রকার বাধা আছে; (১) বাসভূমি, (২) কুল, (৩) লাভ, (৪) গণ (সভা), (৫) কর্ম্ম, (৬) রাজপথে বিচরণ, (৭) জ্ঞাতি, (৮) ব্যাধি, (৯) গ্রন্থ এবং (১০) ঋদ্ধি।

বিমুক্তি জ্ঞান—বুদ্ধঘোষের মতে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞানকে বিমুক্তি জ্ঞান বলা হয়ঃ—(১) বিপস্সনা (অন্তর্দৃষ্টি), (২) মার্গ, (৩) ফল এবং (৪) প্রত্যবেক্খণ। অন্তর্দৃষ্টির জ্ঞানকে আমরা মুক্তির জ্ঞান বলি, কারণ বস্তুর বাহ্য

(১) কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, থিনমিদ্ধ, উদ্ধচ্চকুক্কুচ্চ, বিচিকিচ্ছা, ইনম্, রোগো, বন্ধনাগারম, কন্তারদ্ধানমগ্গ। সংযুত্ত নিকায়, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১১০; মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০ (আটটীর উল্লেখ আছে)। ধম্মসঙ্গম, পৃঃ ২০৪ (ছয়টীর উল্লেখ আছে)।

(২) বিশুদ্ধিমগ্গ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৪।

প্রকৃতি হইতে যতটা জ্ঞানলাভ না করা যায়, ততটাকে আমরা অন্তর্দৃষ্টির জ্ঞান বলিতে পারি। মার্গ বলিতে আমরা মুক্তির মার্গ বুঝি। ফল শব্দের অর্থ সমভাব হেতু মুক্তি এবং প্রত্যবেক্খণের অর্থ মুক্তির জ্ঞান। মুক্তি পাঁচ প্রকার ঃ—

(১) তদঙ্গ (অংশ হইতে বিচ্ছেদ),

(২) বিক্ষম্ভন (বাধা দেওয়া),

(৩) সমুচ্ছেদ (উচ্ছেদ করা),

(৪) প্রতিপর্স্ধি (সমভাব) এবং

(৫) নিঃসরণ (বহির্গত হওয়া)।

শীল—বৌদ্ধ গ্রন্থে শীলের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত সদ্‌গুণের মূলেই শীল। শীল শব্দের অর্থ সদাচার। পটিসম্ভিদামগ্‌গের মতে শীল চার প্রকার ঃ চেতনাশীল, চেতসীক শীল, সম্বর শীল, এবং অবিতিক্রম শীল। চেতনা শীলের অর্থ মানবের মধ্যে জীবহিংসা না করার চিন্তা। সম্বর শীল পাঁচ প্রকার ঃ পাতিমোক্ষ সম্বর, স্মৃতি সম্বর, জ্ঞান সম্বর, খন্তি সম্বর এবং বীর্য্য সম্বর। শীলের অর্থ মনের চাঞ্চল্য দূর করা। ইহার কার্য্য অসৎ কর্ম্মকে ধ্বংস করা এবং ইহার পালনের ফলে দৈহিক, মানসিক এবং বাচসিক বিশুদ্ধতা লাভ কবিতে পারা যায়। শীল তিন প্রকার, হীন, মধ্যম এবং প্রণীত ; ইহাদিগের আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। যখন শীলগুলি ভালভাবে পালন না করা হয়, তখন শীল বিশুদ্ধতা লাভ করে না। বিশুদ্ধি মার্গে শীলভঙ্গের কুফলের বর্ণনা দেওয়া আছে। শীল সম্বন্ধে অথশালিনী এবং বিশুদ্ধিমার্গের মত একই। শীল বলিতে আমরা চারিত্ব শীল এবং বারিত্ব শীলদ্বয়কে বুঝি। চারিত্ব শীল শব্দের অর্থ শীলকে পালন করা এবং বারিত্ব শীলের অর্থ পাপ হইতে বিরতি। শীলের অন্তর্ভুক্ত আরও কয়েকটী বিষয় আমরা দেখিতে পাই ঃ—(১) জীবননাশ না করা, (২) চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন

না করা, (৩) ইন্দ্রিয় ভোগ না করা, (৪) মিথ্যা কথা না বলা এবং (৫) মদ্যপান না করা।

ইন্দ্রিয়—সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় বলিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। ইন্দ্রিয় শব্দের আরও অর্থ হইতে পারে, নৈতিক শক্তি। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—(১) চক্ষু-ইন্দ্রিয়, (২) শ্রুতি-ইন্দ্রিয়, (৩) ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, (৪) জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, (৫) কায়-ইন্দ্রিয়, (৬) মন-ইন্দ্রিয়, (৭) স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, (৮) পুরুষ-ইন্দ্রিয়, (৯) জীবিত-ইন্দ্রিয় (vital force), (১০) সুখ-ইন্দ্রিয়, (১১) দুঃখ-ইন্দ্রিয়, (১২) সোমনস্য-ইন্দ্রিয় (অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিবার উপায়), (১৩) দৌর্ম্মনস্য-ইন্দ্রিয় (দুঃখ অনুভব করিবার উপায়), (১৪) উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় (আনন্দ নয়, দুঃখ নয়—কোন কিছুই নয় এইরূপ অবস্থাকে অনুভব করিবার উপায়), (১৫) শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, (১৬) বীর্য্য-ইন্দ্রিয়, (১৭) স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, (১৮) সমাধি-ইন্দ্রিয়, (১৯) প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, (২০) অনজ্ঞাত জ্ঞাস্যামীতি-ইন্দ্রিয়, (২১) অজ্ঞ-ইন্দ্রিয় (জ্ঞানের উপায়), (২২) অজ্ঞাত-ইন্দ্রিয় (ভাল করিয়া জানিবার উপায়)। ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ বশে আনিবার শক্তি।

প্রীতি—প্রীতি পাঁচ প্রকার :—(১) ক্ষুদ্দিকা, (২) ক্ষণিকা, (৩) ওক্কন্তিক, (৪) উব্বেগ এবং (৫) ফরণ[১]। ক্ষুদ্দিকা প্রীতির অর্থ সেই প্রীতি যে প্রীতির দ্বারা শরীরে চাঞ্চল্য আনয়ন করে। ক্ষণিকা প্রীতির অর্থ ক্ষণস্থায়ী প্রীতি, বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। ওক্কন্তিক প্রীতি যাহাতে শরীরে অত্যন্ত আনন্দ আনয়ন করে। উব্বেগ প্রীতি যে প্রীতি জন্মিলে শরীরে উদ্বেগ আনয়ন করে; এবং ফরণ প্রীতি যে প্রীতি শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।[২] প্রীতির সহিত সৌর্ম্মনস্যের ঘনিষ্ঠ

(১) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৪৩।
(২) অত্থশালিনী, পৃঃ ১১৫—১৭।

সম্বন্ধ আছে। আনন্দ এবং উত্তেজনা হইলেই সৌর্ম্মনস্যের উৎপত্তি হয়।

উপেক্ষা—উপেক্ষা শব্দের অর্থ কোন একটী কাম্যবস্তুর উৎপত্তি কাল হইতে তাহাকে লক্ষ্য করা। উপেক্ষা দশ প্রকার, যথা ঃ—(১) ষড়ঙ্গ (ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়), (২) ব্রহ্মবিহার (সুখে বিহার করা), (৩) বোধ্যঙ্গ (সম্যক্ জ্ঞানের অংশ); বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার ঃ—স্মৃতি, ধর্ম্মবিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, শান্তি, চিত্তের একাগ্রতা, সমাধি, এবং উপেক্ষা কিংবা সাম্যভাব, (৪) বীর্য্য, (৫) সংখার (ইহার অর্থ সমষ্টি; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংখার এবং বিজ্ঞান, এই সকল সংখারের অন্তর্ভুক্ত), (৬) বেদনা, (৭) বিপস্সনা (অন্তর্দৃষ্টি), (৮) তত্রমজ্ঝত্তা (বিশুদ্ধতা)।[১]

অভিধর্ম্মত্থ সংগ্রহের মতে তিন প্রকার উপেক্ষাই প্রধান, (১) অনুভবন উপেক্ষা (দৈহিক জ্ঞান), (২) ইন্দ্রিয় প্রভেদ উপেক্ষা (অর্থাৎ আনন্দ এবং দুঃখকে যে পৃথক করে সেইরূপ উপেক্ষার নাম এই), এবং (৩) চেতসিক উপেক্ষা (উনিশ প্রকার শোভন চেতসিক, অর্থাৎ এইগুলি কোন একটী মানসিক সম্পদ কিংবা পদার্থকে বুঝায়)।

ধর্ম্ম—বুদ্ধ ঘোষ ধর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, গুণ, দেষণা, পরিয়ত্তি এবং নিঃসত্ত। বুদ্ধ ঘোষের মতে বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংখার নিঃসত্ত এবং নির্জীব ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।[২] ধর্ম্মসঙ্গনির মতে ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, (১) কুশল, (২) অকুশল এবং (৩) অব্যাকত। যে অবস্থা সুখের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাকে কুশল ধর্ম্ম বলে; যে অবস্থা কষ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাকে অকুশল ধর্ম্ম বলে; এবং যে অবস্থা সুখ নয় কিংবা কষ্ট নয় এইরূপ একটী সদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাকে অব্যাকত

---

(১) বিশুদ্ধিমগ্গ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

(২) ধর্ম্মপদ অথকথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২।

ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্ম শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ আছে, যথা,—সত্য, নিয়ম, পদ্ধতি এবং মত। ধর্ম্ম এবং অভিধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে ধর্ম্ম হইতে যে সকল চিন্তা ধাবিত হয়, অভিধর্ম্ম সেগুলির গতিরোধ করে।[১]

ধুতঙ্গ—ভিক্ষুর ত্রয়োদশটী নিয়ম আছে যেগুলি আচরণ করিলে তাহারা কুশল লাভে সমর্থ হইবে। গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন যে এই সকল নিয়ম পালনের কোনরূপ বিধান নাই। বুদ্ধ ঘোষ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ টীকা বিশুদ্ধমার্গে ধুতঙ্গ পালনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। যে সকল লোক পার্থিব জীবন অত্যন্ত ভোগ করিয়াছে এবং যাহারা শরীর ও আত্মার কোনরূপ যত্ন লয় না তাহাদের জন্য বুদ্ধ তেরটী নিয়ম করিয়াছেন ঃ—(১) শ্মশান-ঘাট কিংবা ময়লা-ফেলা পাত্র হইতে জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত বেশ পরিধান করা, (২) তিন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করা, (৩) ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা, (৪) প্রতি গৃহে ভিক্ষা করা, (৫) একাসনে একবার বসিয়া ভোজন করা, (৬) ভিক্ষা-পাত্র হইতে খাদ্য ভোজন করা, (৭) যে খাদ্য একবার গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ভোজন করা, (৮) অরণ্যে বাস করা, (৯) বৃক্ষমূলে বাস করা, (১০) খোলা জায়গায় বাস করা, (১১) কবর স্থানে বাস করা, (১২) যে কোনও শয্যা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকা এবং (১৩) বসিয়া কিংবা বেড়াইয়া কালাতিপাত করা।

নির্ব্বাণ—বিশুদ্ধিমার্গের মতে[২] পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংসকে নির্ব্বাণ বলে। নির্ব্বাণ অর্থে কাম, মদ, তৃষ্ণা, আসক্তি এবং সকল ইন্দ্রিয় সুখের ধ্বংসকে বুঝায়।[৩] ধ্যান, প্রজ্ঞা, শীল এবং আরব্ধ বীর্য্যের

---

(১) B. C. Law, Concepts of Buddhism, পৃঃ ৬০ দেখুন। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬১১।

(৩) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৯৩।

দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করা যায়।[১] নির্ব্বাণগামী পুরুষ মুক্তির পথে ধাবিত হয়। অর্থশালিনীর মতে সমস্ত তৃষ্ণা এবং পাপের উপশমকে নির্ব্বাণ বলে।[২] সুমঙ্গল বিলাসিনীর মতে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ সমস্ত কাজকর্ম্ম হইতে আপনাকে মুক্ত করা এবং পরম শান্তি লাভ করা।[৩] মিলিন্দ প্রশ্নেরও ইহাই মত।[৪] বুদ্ধ ঘোষ নির্ব্বাণকে শূন্যতা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।[৫] নির্ব্বাণ দুই প্রকার ঃ—(১) স-উপাদিশেষ নির্ব্বাণ এবং (২) অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ। অর্হত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটী লাভ করা যায় এবং মৃত্যুর পর দ্বিতীয়টীকে পাওয়া যায়। প্রথমটী শান্তির পরম অবস্থা এবং দ্বিতীয়টী পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। বুদ্ধঘোষের মতে অর্হত্ব বলিতে শান্তির পরম অবস্থাকে বুঝায় এবং যখন তিনি নির্ব্বাণ অর্থে শূন্য অবস্থাকে বুঝেন, বাস্তবিকই তিনি নির্ব্বাণের দ্বিতীয় অবস্থাকে ইঙ্গিত করেন। সমস্ত সংযোজন দূর করিয়া মানব যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে পরিনির্ব্বাণ বলে।[৬] নির্ব্বাণের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য ও সুখ।[৭]

বুদ্ধ—বুদ্ধ শব্দের অর্থ যিনি বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুদ্ধকে ভগবান বলা হইত এবং তাঁহার বোধি লাভের পর এই উপাধিতে তিনি ভূষিত হইয়াছিলেন, ভগবান শব্দের অর্থ ভগ্নকারী অর্থাৎ যিনি সকল পাপের ধ্বংস করিয়াছেন। বুদ্ধ সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানের

---

(১) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।

(২) পৃঃ ৪০৯।

(৩) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭।

(৪) পৃঃ ৬৯।

(৫) কথাবত্থুপকরণ অট্‌ঠকথা, পৃঃ ১৭৮।

(৬) কথাবত্থুপকরণ অট্‌ঠকথা পৃঃ ১৯৩।

(৭) B. C. Law, Buddhistic Studies, ২০শ পরিচ্ছেদ দেখুন। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্য B. C. Law, Concepts of Buddhism, পৃঃ ৭৬ দেখুন।

বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তথাগত বলা হইত[১]। তথাগত শব্দের অর্থ যিনি একই ভাবে আসিয়াছেন, একই ভাবে যাইবেন, যিনি তথাকে দেখিয়াছেন, তথাকে প্রচার করিয়াছেন এবং যিনি তথাধর্ম্মে সম্পূর্ণ ভাবে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহার মধ্যে তথার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাগতের দশটী বল, অষ্টাদশ আবেনিক ধর্ম্ম এবং চারিটী বৈশারদ্য ছিল। দশটী বল কি কি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল[২] :—

(১) কোন্‌টী ঠিক এবং কোন্‌টী অঠিক সে সম্বন্ধে জ্ঞান, (২) কর্ম্মফলের জ্ঞান, (৩) সৎ পথের জ্ঞান,—যে পথ মুক্তির দিকে মানবকে লইয়া যায়, (৪) পদার্থের জ্ঞান, (৫) জীবের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার জ্ঞান, (৬) মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্ষমতা, (৭ ও ৮) সমাধির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান এবং মনকে পবিত্র করিতে তাহাদের ক্ষমতা, (৯) অতীত জন্মের স্মৃতি জ্ঞান, এবং (১০) নৈতিক অবিশুদ্ধতা দূর করিবার জ্ঞান।

আবেনিক—(১) অতীতের জিনিষগুলি দেখা, (২) ভবিষ্যতের জিনিষগুলি দেখা, (৩) বর্ত্তমানের জিনিষগুলি দেখা, (৪) দৈহিক কার্য্যের বিশেষত্ব, (৫) বাক্যের বিশেষত্ব, (৬) চিন্তার বিশেষত্ব, (৭) ইচ্ছার দৃঢ়তা, (৮) স্মৃতির, (৯) সমাধির, (১০) বীর্য্যের, (১১) বিমুক্তির এবং (১২) বিজ্ঞানের দৃঢ়তা, (১৩) মনের চাঞ্চল্য হইতে মুক্তি, (১৪) গোলমাল হইতে, (১৫) ভুল হইতে, (১৬) অসাবধানতা হইতে (১৭) অমনোযোগিতা হইতে এবং (১৮) অচিন্তিত অবস্থা হইতে মুক্তি।

(১) পাসাদিক সুত্তন্ত, দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪।

(২) বিনয় অট্‌ঠকথা পপঞ্চসুদনী (Sinhalese Edition), পৃঃ ২৭৯, Kern, Manual of Indian Buddhism, পৃঃ ৬২, মহাসীহনাদ সুত্তন্ত, মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

চারিপ্রকার বৈশারদ্য--(১) তথাগতের আশ্বাসবাণী—যে তথাগত সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, (২) তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, (৩) তিনি নির্ব্বাণ লাভে যে সকল বাধা আছে জানেন, এবং (৪) তিনি মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

সঙ্ঘ—সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষু সঙ্ঘ এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে বুঝায়। বস্তুতঃ ইহার অর্থ শ্রাবক সঙ্ঘ অর্থাৎ শিষ্যগণের সঙ্ঘ। সঙ্ঘ শব্দের অর্থ সমূহ। ভারতের পুরাতন কতকগুলি বিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারককে সঙ্ঘী [১], গণী [২] এবং গণাচার্য্য [৩] বলা হইত।

পারমিতা—পারমিতা শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ ও সৎ গুণ [৪]। পারমিতা দশ প্রকার: (১) দান, (২) শীল (নীতি), (৩) নৈষ্ক্রম্য (পার্থিব জীবন ত্যাগ), (৪) প্রজ্ঞা, (৫) বীর্য্য, (৬) খন্তি (সহ্যগুণ), (৭) সত্য, (৮) অধিষ্ঠান (দৃঢ় সঙ্কল্প), (৯) মৈত্রী এবং (১০) উপেক্ষা (অনাসক্তি)।

দশ শিক্ষাপদ—বৌদ্ধধর্ম্মে দশ প্রকার শিক্ষাপদ আছে। এই দশটী শিক্ষাপদ শ্রমণ এবং শ্রামনেরীকে [৫] শিক্ষা করিতে হয়, যথা, (১) জীবহিংসা করিবে না, (২) চুরি করিবে না, (৩) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, (৪) মিথ্যা কথা বলিবে না, (৫) মদ্যপান করিবে না, (৬) অকালভোজন করিবে না, (৭) নৃত্য গীতবাদ্য প্রভৃতি দেখিবে এবং শুনিবে না, (৮) মালা, গন্ধ, বিলেপন প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না, (৭) উচ্চ শয়ন এবং মহাশয়ন ব্যবহার করিবে না, এবং রৌপ্য ও সুবর্ণ গ্রহণ করিবে না।

(১) কোন একটী সম্প্রদায়ের নির্ম্মাতা।
(২) যাহার অনেক শিষ্য আছে।
(৩) সঙ্ঘের কিংবা সমূহের নেতা।
(৪) বিশেষ বিবরণের জন্য B. C. Law, Concepts of Buddhism, দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।
(৫) যে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৌদ্ধধর্ম্মে নূতন দীক্ষিত হইয়াছে।

চিত্ত—চিত্তের দ্বারা বাহ্য বস্তুকে আমরা জানিতে পারি। যে সকল বস্তু আমরা চক্ষু দিয়া দেখি এবং যাহা আমরা কর্ণ দিয়া শুনি, নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ করি, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ করি, শরীরের দ্বারা স্পর্শ করি ও মনের দ্বারা চিনিতে পারি, ইহাদিগকে আমরা চিত্তের দ্বারা জানিতে পারি। চিত্ত এবং চেতসিক আয়তনের আধার। চিত্ত এবং বিজ্ঞান একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ চেতনার সমষ্টি, মন এবং চিন্তা। চিত্তের মধ্যে মন, অন্তঃকরণ এবং বুদ্ধি আছে। চিত্ত, মন এবং বিজ্ঞানের একটী নাম মনায়তন।

স্পর্শ—স্পর্শ শব্দের অর্থ কোন একটী বাহ্য বস্তুকে স্পর্শ করা এবং একত্রিত করা। স্পর্শ একটী সংস্কার। বিশুদ্ধি মার্গের মতে (১৭ পরিচ্ছেদ) স্পর্শ ছয় প্রকার ঃ—(১) চক্ষু, (২) শ্রবণ (৩) ঘ্রাণ, (৪) জিহ্বা, (৫) কায়, এবং (৬) মন।

বেদনা—যাহাদ্বারা কোন বস্তুর অনুভব হয়, তাহাকে বেদনা বলে। বেদনা তিন প্রকার ঃ—

(১) কুশল, (২) অকুশল এবং (৩) অব্যাকত। স্বভাবতঃ বেদনা পাঁচ প্রকার ঃ—

(১) সুখ, (২) দুঃখ, (৩) সোমনস্য, (৪) দৌর্ম্মনস্য এবং (৫ উপেক্ষা।[১] বেদনাকে আমরা ছয় প্রকারে বিভক্ত করিতে পারি ঃ—চক্ষু সংস্পর্শজা, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, সংস্পর্শজা, স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি। আট প্রকার বিভিন্ন উপায়ে প্রথম পাঁচ প্রকার স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি। আট প্রকার উপায়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) সহজাত (স্বয়ম্ভু), (২) অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ (পরস্পর), (৩) নিঃশয় (স্তম্ভ), (৪) বিপাক (হেতু), (৫) আহার (খাদ্য), (৬) সম্পযুক্ত (সম্বন্ধ), (৭) অস্তি এবং (৮) অবিগত (যাহা চলিয়া যায় নাই)।

(১) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০।

বেদনা তৃষ্ণার কারণ। কাহারও কাহারও মতে সুখ এবং দুঃখ বেদনার অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার অনুভবের মূলে বেদনা।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের অর্থ বিষয়গুলিকে জানিবার শক্তি। বিজ্ঞান, চিত্ত এবং মন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা তিন প্রকার ঃ- (১) কুশল, (২) অকুশল এবং (৩) অব্যাকৃত। কুশলকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ঃ—কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর এবং লোকুত্তর। তিন প্রকার অকুশলের উৎপত্তি লোভ, দ্বেষ এবং মোহ হইতে। অব্যাকৃতকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ঃ—বিপাক এবং ক্রিয়া।[১] চারিটী মার্গ এবং চারিটী ফল অনুযায়ী লোকুত্তর চারি ভাগে বিভক্ত। অনেকগুলি খন্দের মধ্যে বিজ্ঞান একটী। ইহা বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা,—বুদ্ধি, জ্ঞান, চিত্ত এবং মন।

সংজ্ঞা—সংজ্ঞা তিন প্রকার ঃ—(১) কুশল, (২) অকুশল এবং (৩) অব্যাকৃত। বিজ্ঞান ব্যতীত সংজ্ঞা থাকিতে পারে না। কোন একটী বস্তুর বাহ্য আকৃতিকে দেখার নাম সংজ্ঞা এবং ঐ বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

সংখার—ছত্রিশ প্রকার সংখার কামাবচর প্রথম কুশল হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় কুশল হইতে আরও ছত্রিশটী কামাবচরের উৎপত্তি। অমোহ ব্যতীত আরও ছত্রিশটি তৃতীয় কুশল হইতে উত্থিত হইয়াছে। প্রথম অকুশল হইতে সতেরটি সংখার উৎপত্তি। দ্বিতীয় অকুশল হইতে সংখার সমেত সতেরটি এবং মিথ্যা দৃষ্টি ব্যতীত আরও সতেরটী তৃতীয় অকুশল হইতে উত্থিত হইয়াছে।[২] সংখার শব্দের অর্থ সমষ্টি। সংখার চিত্তের কার্য্য

(১) ক্রিয়া—যাহা হইতে কর্ম্মবীজ উৎপন্ন হয় না

(২) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬২—৭২।

ব্যতীত আর কিছুই নহে। সংখার এবং অভি সংখার একই শব্দ। সংখার খন্দের কতকগুলি বিষয় প্রতীত্য সমুৎপাদে দেখিতে পাওয়া যায়। সংখারের সহিত কর্ম্মের এবং চেতনার সম্বন্ধ আছে। বিশুদ্ধিমার্গে (চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ) ৫১টী সংখারের উল্লেখ আছে :—(১) স্পর্শ, (২) চেতনা, (৩) বিতর্ক, (৪) বিচার, (৫) প্রীতি, (৬) বীর্য্য, (৭) জীবিত, (৮) সমাধি, (৯) শ্রদ্ধা, (১০) স্মৃতি, (১১) হিরি, (১২) উত্যর্প, (১৩) অলোভ, (১৪) অদোষ, (১৫) অমোহ, (১৬) কায়পস্সধি, (১৭) চিত্তপস্সধি, (১৮) কায়লঘুতা, (১৯) চিত্ত-লঘুতা, (২০) কায়মৃদুতা, (২১) চিত্তমৃদুতা, (২২) কায়কম্মজ্ঞতা, (২৩) চিত্তকম্মজ্ঞতা, (২৪) কায়পাগুণ্যতা, (২৫) চিত্তপাগুণ্যতা, (২৬) কায়ঋজুকতা, (শরীরকে সোজা করা), (২৭) চিত্তঋজুকতা, (মনকে সোজা করা), (২৮) ছন্দ (তৃষ্ণা), (২৯) অধিমোক্ষ, (৩০) মনসিকার, (৩১) তত্রমজ্ঝত্ততা, (৩২) করুণা, (৩৩) মুদিতা, (৩৪) কায়দুশ্চরিতবিরতি, (৩৫) বাক্যদুশ্চরিতবিরতি, (৩৬) মিথ্যা-জীববিরতি, (৩৭) অহিরিক, (৩৮) অনুতপ্ত, (৩৯) লোভ, (৪০) মোহ, (৪১) মিথ্যা দৃষ্টি, (৪২) ঔদ্ধত্ত, (৪৩ ও ৪৪) থিনমিদ্ধ, (আলস্য), (৪৫) মান (দাম্ভিকতা), (৪৬) দ্বেষ, (৪৭) ঈর্ষা, (৪৮) মাৎসর্য্য, (৪৯) কুকৃত্ত, (৫০) চিত্তস্থিতি এবং (৫১) বিচিকিৎসা (ঘৃণা)।

খন্ধ—খন্ধ পাঁচ প্রকার :—রূপ খন্ধ, বেদনা খন্ধ, সংজ্ঞা খন্ধ, সংখার খন্ধ ও বিজ্ঞান খন্ধ। রূপখন্ধকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) ভূতরূপ—ইহার অন্তর্গত পৃথিবী-ধাতু, জল-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু এবং আকাশ-ধাতু ; (২) উপাদারূপ ইহার অন্তর্গত চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষেন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, হৃদয়-বস্তু, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্য বিজ্ঞপ্তি, আকাশ-ধাতু, রূপস্য লঘুতা, রূপস্য মৃদুতা, রূপস্য কমঞ্ঞতা, রূপস্য উপচয়, রূপস্য সন্ততি, রূপস্য জরতা, রূপস্য অনিত্যতা এবং কবলিঙ্কার আহার।

রূপখন্ধ পাঁচ প্রকার এবং ইহাদের বিশেষ বিবরণ ওয়ারেণ সাহেবের বিশুদ্ধিমার্গের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।[১]

কর্ম্ম—বুদ্ধঘোষের মতে চেতনাই কর্ম্ম। ইচ্ছানুযায়ী যাহা করা হয় তাহাকে কর্ম্ম বলে। ভালমন্দ কার্য্যে চেতনাকে কর্ম্ম বলিতে পারা যায়। কর্ম্ম চার প্রকার ঃ—

(১) যে কর্ম্মের ফল ইহ জীবনে পরিলক্ষিত হয়, (২) অপর জীবনে কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয়, (৩) যে কর্ম্ম মধ্যে মধ্যে ফল উৎপাদন করে, এবং (৪) অতীত কর্ম্ম। ইহা ব্যতীত আমরা আরও চারি প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাই, (১) কার্য্য ভালই হউক কিংবা মন্দই হউক গুরুতর ফল উৎপাদন করে, (২) পুণ্যের কিংবা পাপের গুরুত্ব হেতু ফল উৎপন্ন হয়, (৩) যে কর্ম্ম মৃত্যুর সময় মনে উদিত হয়, এবং (৪) যে কর্ম্ম লোকে ইহজীবনে সচরাচর করিয়া থাকে এবং পূর্ব্বেকার তিনটী কর্ম্ম ব্যতীত যে কর্ম্ম পুনর্জন্ম আনয়ন করে। কর্ম্মের আর একটী বিভাগ আমরা দেখিতে পাই—(১) জনক, (২) উপথম্ভক, (৩) উপপীড়ক এবং (৪) উপঘাতক। কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান আছে। ভাল কর্ম্ম কিংবা মন্দ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। অতীত জীবন হইতে বর্ত্তমানে কোন কর্ম্মের চলাচল হইতে পারে না এবং বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতেও এরূপ হইতে পারে না।[২] আমরা জানি যে কর্ম্মের বিপাক আছে। বুদ্ধঘোষের মতে বিপাকের মধ্যে কর্ম্ম নাই এবং কর্ম্মের মধ্যে বিপাক নাই। প্রত্যেকটী শূন্য এবং কর্ম্ম ব্যতীত বিপাক থাকিতে পারে না। যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কতকগুলি কর্ম্মান্তর এবং বিপাকান্তর আছে।[৩] যে সকল খন্ধ কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন হইয়াছিল

(১) জে, পি, টি, এস্, ১৮৯১—৯৩, পৃঃ ১২৪—২৫।

(২) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬০৩।

(৩) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬০২।

অতীত জীবনে সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে অতীত কর্ম্মের ফল হেতু আরও কতকগুলি খন্ধ উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই সকল খন্ধ পুনর্জ্জন্মকে অনুসরণ করে না। বুদ্ধঘোষ বিরচিত অত্থশালিনীর মতে কর্ম্ম তিন প্রকার:—কায় কর্ম্ম, বাক্য কর্ম্ম এবং মন কর্ম্ম। বুদ্ধঘোষ কর্ম্মকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:—

(১) কর্ম্ম সমুত্থান, (২) কর্ম্ম প্রত্যয়, (৩) কর্ম্ম প্রত্যয়—চিত্ত সমুত্থান, (৪) কর্ম্ম প্রত্যয়—আহার সমুত্থান, এবং (৫) কর্ম্ম প্রত্যয়—ঋতু সমুত্থান। কথাবত্থু প্রকরণের ভাষ্যকারের মতে কর্ম্ম এবং চিত্তের মধ্যে একটী সম্বন্ধ আছে। মন যদি অস্থির হয়, তাহা হইলে কোন কর্ম্মের সৃষ্টি হইতে পারে না। ইচ্ছার দৃঢ়তাকেই আমরা কর্ম্ম বলি। প্রতীত্যসমুৎপাদের মধ্যে কর্ম্ম নিহিত আছে। কর্ম্মবাদ এবং কার্য্যবাদ একই। বুদ্ধাগমের পূর্ব্বে কর্ম্মবাদের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।[১] অতীত জীবনে মানুষ যে কর্ম্ম করিয়াছে সেই কর্ম্মফলের উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না সেই কর্ম্মের ফল নষ্ট হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত সে দুঃখ কিংবা সুখ ভোগ করিবে। এই মতটী আমরা মতকভত্ত জাতকে পাই। মহানিদ্দেশের মতে জন্ম এবং পুনর্জ্জন্মের মধ্য দিয়া যে সকল কর্ম্ম সংগৃহীত হয় তাহাতে মানবের কোন ভয়ের কারণ নাই।[২]

অবিদ্যা—নিরবচ্ছিন্ন জন্ম হেতু জাতির উৎপত্তি, ধারাবাহিক জন্ম হেতু আসক্তির উৎপত্তি, তৃষ্ণা থাকিলে আসক্তির উৎপত্তি হয়, বেদনা হেতু তৃষ্ণার উৎপত্তি। স্পর্শ বেদনাকে আনয়ণ করে। স্পর্শই ষড়ায়তনের হেতু। ষড়ায়তন নাম-রূপের উৎপত্তি স্থান। বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি। সংখার হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং অবিদ্যা হইতে সংখারের উৎপত্তি। এই

(১) মজ্ঝিম নিকায়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩।

(২) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৭—১৮; B. C. Law, Buddhistic Studies, Ch. XXIX, on Karma by Dr. Tachibana দেখুন।

পৃথিবীতে জন্মাইবার মূলে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে। মৃত্যু, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অবিদ্যা শব্দের অর্থ চারিটি আর্য্যসত্যের জ্ঞানের অভাব।

আয়তন—বিশুদ্ধিমার্গে বারটী আয়তনের উল্লেখ আছে [১] :—চক্ষু, রূপ, শ্রোত, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায়, ফোট্‌ঠব্ব, মন এবং ধর্ম্ম। ছয় প্রকার আয়তন হইতে স্পর্শের উৎপত্তি। বুদ্ধঘোষের মতে [২] কর্ম্ম হইতে আয়তনের উৎপত্তি।

পুদ্‌গল—বৌদ্ধদিগের মতে পুদ্‌গলের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। কথাবত্থু প্রকরণ ভাষ্যের মতে নাম এবং গোত্রের জন্য পুদ্‌গলের উৎপত্তি। পুদ্‌গল, আত্মা, সত্ব এবং জীব একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩]

নাম-রূপ—বুদ্ধঘোষের মতে নাম অর্থে চারিটী খন্ধকে বুঝায় এবং তাঁহার মতে চারিটী মহাভূতের সমষ্টিকে রূপ বলা হয়।[৪] নাম এবং রূপ কর্ম্মের হেতু এবং বিজ্ঞানের স্তম্ভ স্বরূপ। বুদ্ধঘোষ রূপকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ভূতরূপ এবং উপাদারূপ। ভূতরূপ চারিটী মহাভূতের সমষ্টি এবং উপাদারূপ চব্বিশ প্রকার। নাম শব্দের অর্থ চিত্ত এবং চেতসিক ধর্ম্মের সমষ্টি।

স্মৃত্যু পস্থান [৫] —এই শব্দের অর্থ স্মৃতিকে প্রস্তুত করিয়া রাখা। স্মৃতি আচরণ করিলে আর্য্য পথ লাভ করা যায়। চারি প্রকার স্মৃতি উপস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—দেহের অস্থায়িত্ব এবং মলিনতা সম্বন্ধে চিন্তা, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম্মের

(১) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮১।

(২) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৪—৪৫।

(৩) George Grimm, The Doctrine of the Buddha, পৃঃ ৪৭—৮২।

(৪) বিশুদ্ধিমগ্‌গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৮।

(৫) দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০—৩১৫; মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫—৬৩; অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮; দিব্যাবদান, ২০।

ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা। মজ্‌ঝিম নিকায়ের সতিপট্‌ঠান সুত্ত হইতে জানা যায় যে পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে চারি প্রকার স্মৃতি আচরণ করাই একমাত্র উপায়। এই চারি প্রকার স্মৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে মানব শোকের বশবর্ত্তী হয় না এবং নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়।

প্রতীত্য সমুৎপাদ—প্রতীত্য সমুৎপাদ [১] শব্দের অর্থ কারণ বশতঃ কার্য্যের উৎপত্তি, অবিদ্যা হইতে সংখারের উৎপত্তি ; সংখার হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ; বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি ; নাম-রূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি ; ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের উৎপত্তি ; স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি ; বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি ; তৃষ্ণা হইতে উপাদানের (আশক্তির) উৎপত্তি ; উপাদান হইতে ভবের উৎপত্তি ; ভব হইতে জাতির উৎপত্তি ; জাতি হইতে জরা, মৃত্যু, শোক ও দুঃখের উৎপত্তি। ইহাই সমগ্র দুঃখের উৎপত্তির বিবৃতি। এইবার আমরা নিরোধের কথা বলিব। অবিদ্যার নিরোধ হইতে সংখারের নিরোধ, সংখারের নিরোধ হইতে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়। বিজ্ঞানের নিরোধ হইতে নাম-রূপের নিরোধ, নাম-রূপের নিরোধ হইতে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধ হইতে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধ হইতে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধ হইতে তৃষ্ণার নিরোধ, [২] তৃষ্ণার নিরোধ হইতে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের (আসক্তির) নিরোধ হইতে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধ হইতে জাতির নিরোধ, জাতির নিরোধ হইতে জরা, মৃত্যু, শোক ও দুঃখের ধ্বংস। ইহাই সমগ্র দুঃখ নিরোধের বিবৃতি।

(১) সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০।

(২) সংযুক্ত নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৬।

উপসংহার

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে নানাপ্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগ বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম কেবল যে ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নহে; সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, জাপান, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, সাইবিরিয়া, খোটান, পূর্ব্ব তুর্কিস্থান, প্রভৃতি দেশে সুবিস্তৃত হইয়াছিল। এই সকল দেশে তাঁহার ধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পারিয়া বহু সংখ্যক লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। ভারতের অনেক রাজা, শ্রেষ্ঠী, পুরুষ ও নারী বুদ্ধের অমূল্য বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বারাণসীর বারবনিতা কাসিকা ও তাহার উপপতি, পূর্ণ, মৈত্রায়ণীর পুত্র, অজয় এবং অন্যান্য বহু লোককে বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পাঁচজন শিষ্য ও অন্যান্য ভিক্ষুদের লইয়া যখন বুদ্ধ কাশীতে বাস করিতেছিলেন, স্বস্তিক নামক একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। যে নাবিক বুদ্ধকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে পূজা করা এবং পায়স প্রদান করার ফলে সে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গঙ্গা পার হইয়া বুদ্ধ উরুবিল্ব-কশ্যপদিগের আরামে গমন করেন এবং স্বীয় প্রভাবে তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বহু শিষ্য সহ উপসেন ভিক্ষু হন। তাহার পর বুদ্ধ সাত শত সন্ন্যাসীকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। সুজাতা এবং অপরাপর বহু স্ত্রীলোক তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ পরে রাজগৃহে গমন করেন এবং সেখানকার শক্তিশালী সম্রাট বিম্বিসারকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উপতিস্য, মৌদ্গল্য

এবং দীর্ঘনখ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধ মগধে বহু সম্মান লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠী যেত প্রদত্ত আরামে বহুকাল বাস করেন এবং বহু লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মিথিলাবাসী আনন্দ ও কাশ্যপ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে অর্হত্ব লাভ করেন। রৈবতক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পূর্ণ এবং যেত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বুদ্ধ পথিমধ্যে একদল বণিককে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। শালবৃক্ষে পরিপূর্ণ বেলুবনে দস্যু প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী বুদ্ধ গ্রহণ করেন এবং পরে দস্যুগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। ছন্দক এবং উদায়ি বুদ্ধের প্রভাব উপলব্ধি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়। দ্বাদশ বর্ষ পরে বহু লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এবং বহু মানবের মঙ্গল করিয়া বুদ্ধ রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসেন। সুন্দরানন্দ এবং তাঁহার বহু আত্মীয় স্বজন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গৌতমী, গোপা এবং আরও বহু খ্যাতনামা রমণী তাঁহার প্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

বুদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "বোধিলাভের জন্য আমার জন্ম। এই আমার শেষ জন্ম এবং জগতের হিতের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" বুদ্ধ নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিতেন। আত্ম-চেষ্টা (self-exertion) তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি আত্মসংযম ও ত্যাগের প্রাধান্য প্রচার করিতেন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। রাগ দ্বেষ এবং মোহ তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তাঁহার জ্ঞানের গরিমা ছিল না এবং কাহারও প্রতি তিনি শত্রুতাচরণ করেন নাই। তিনি সামান্যভাবে দিন যাপন করিতেন। সরলতা, উদারতা ও সৎচেষ্টা তাঁহার চরিত্রের গুণ ছিল। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন মানবের হিতের জন্য অতিবাহিত হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারে বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপিগুলি পাঠ করিলে

জানিতে পারা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি কতকগুলি সুদূর দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১] তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ধর্ম্মমহামাত্র নামে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের মত পার্থক্য নিষ্পত্তির জন্য তিনি বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন এবং শিলালিপির দ্বারা লোকদিগকে জীব-হিংসা প্রভৃতি অনেক অসৎকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মানবের হিতের জন্য বহু বিশ্রামাগার, কূপ এবং বৃক্ষ নির্ম্মাণ, খনন এবং রোপন করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্রাট কনিষ্ক মধ্য এবং উত্তর এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থের নিষ্পত্তির জন্য চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি বিশেষ করিয়া পাঠ করা উচিত। থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকগুলি পালি "ত্রিপিটকের" অন্তর্ভুক্ত। পিটক তিন ভাগে বিভক্ত :— বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। বিনয় পিটকের অন্তর্গত তিনখানি পুস্তক আছে, সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক, পরিবারপাঠ। পারাজিক এবং পাচিত্তিয় সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত, এবং মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ খন্ধকের অন্তর্ভুক্ত। সুত্তপিটক পাঁচটী নিকায়ে বিভক্ত, দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দক। অভিধম্ম পিটকের অন্তর্গত সাতটী পুস্তকের নাম আমরা পাই, যথা, ধম্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক এবং পট্‌ঠান। পালি ত্রিপিটকের বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "A History of Pali Literature, Vol. I" পুস্তকে প্রদত্ত আছে। মহাজান

(১) B. C. Law, Buddhistic Studies, ২২ অধ্যায় দেখুন

বৌদ্ধধর্ম্মের জটিল তত্ত্বগুলি জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা উচিত:—ললিতবিস্তর, অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত কাব্য ও সৌন্দরনন্দ কাব্য, ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা এবং অবদানসটক, অসঙ্গের শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র এবং সূত্রালঙ্কার, বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা, শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার, মহাবস্তু, শিক্ষা সমুচ্চয়, লঙ্কাবতারসূত্র, দিব্যাবদান, অশোকাবদান, দিঙ্‌নাগের প্রমানসমুচ্চয়, তিব্বতীয় তাঞ্জুর ও কাঙ্গুর এবং চীন ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক। ইহা ব্যতীত পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভাষ্যগুলি বিশেষ ভাবে পাঠ করা উচিত। থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সারগর্ভ আলোচনা বুদ্ধঘোষ ও ধর্ম্মপালের টীকায় পাওয়া যায়।

বিলাতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি নামোল্লেখ করিয়া এই পুস্তক শেষ করিব: Rhys Davids দম্পতি বৌদ্ধ পুস্তক প্রনয়ণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছেন এবং সেইজন্য সমগ্র পৃথিবী তাঁহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। ইহা ব্যতীত Trenckner, Clough, Spiegel, Westergaard, Childers, Alwis, Fausböll, Anderson, Turnour, Bendall, Pischel, Minayeff, Edmund Hardy, Oldenberg, Kern, Bigandet, Richard Morris, H. C. Norman, Keith, Geiger, Walleser, Windisch, E. J. Carpenter, Robert Chalmers, La Vallee Poussin, Rouse, Warren, E. J. Thomas, Sir George Grierson, Otto Schrader, Arnold Taylor, Winternitz, Lesny, Sten Konow, Mabel Bode, Landsberg, Jacobi, Leumann, Burlingame, Grimm, Jackson, Moore, Steinthal, Strong, Stede, Helmer Smith, Sir Charles Eliot, Leon Feer, Otto Franke, Frankfurter, James Woods, Woodward, J. Przyluski, Takakusu, Anesaki, Sujuki,

Nagai, Watanabe, Buddhadatta, Suriyagoda Sumangala, Anāgārika Dhammapāla, Shwe Zan Aung, Ledi Sadaw, Gooneratna, Jayatilaka, Nārada, W. A. DeSilva, Tailang, Zoysa, P. Maung Tin, Malalasekera, Siddhārtha, Dharmānanda Kosambi, Beni Madhab Barua, Haraprasād Shastri, Harinath De, Satish Chandra Vidyabhūsana, Sarat Chandra Das প্রভৃতি। সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, বৌদ্ধকোষ এবং বিশুদ্ধিমার্গ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে সাহায্য করিতেছেন এবং শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার পুস্তকের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। মহাস্থবীর প্রজ্ঞালোক, রেঙ্গুন বৌদ্ধমিশন হইতে, এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া, এবং শ্রীমতী রূপসীবালা বড়ুয়া, তাঁহাদের Trust Fund হইতে বঙ্গাক্ষরে পালি ত্রিপিটক প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন।

নির্ঘণ্ট